॥ বিষয়-সূচী ॥

ঃ॥ পরিচয়-পর্ব ॥ঃ

ঃ॥ পৃঃ ১-৩০ ॥ঃ

ঃ॥ প্রদর্শনী-পর্ব ॥ঃ

ঃ॥ পৃঃ ৩১-১০৪ ॥ঃ

ঃ ॥ পরিচয়-পর্ব ॥ ঃ

॥ ঃ ॥ রসিক পন্ডিত যত ঃ যদি দেখ দুষ্ট মত ঃ সারি দিবা এই নিবেদন ॥ ঃ ॥

॥ ১ ॥ প্রবেশক

বঙ্গসাহিত্যপ্রেমীদিগের নিকট ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অজ্ঞাতপরিচয় কবি নহেন। কিন্তু স্বল্প পরিসরের মধ্যে সর্বজনের পাঠযোগ্য ভারতচন্দ্রের রচনা-সঙ্কলনের বিশেষ অভাব থাকাতে বর্তমান পুস্তকটি প্রস্তুত করা গেল। যথাসম্ভব বাহুল্যবর্জিত করিয়া অতি প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্বসমূহই গ্রন্থ-কলেবরে বিধৃত হইয়াছে, অপিচ, কিছু নূতন চিন্তাও [যথা, কবি-সম্বন্ধীয় প্রচলিত মতবাদাদির বিশ্লেষণ ও পুনর্বিচার, কাব্যের নূতন ভাষ্য, সৃষ্ট চরিত্রাদির নূতনতর ব্যাখ্যা ইত্যাদি] ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে যাঁহারা পরিপূর্ণভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রস্তুত পুস্তকটির আধার মৎপ্রণীত গবেষণা-গ্রন্থ **রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র** [নালন্দা প্রেস (১৫৯-১৬০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬) প্রকাশিত। ১৯৫৫ খৃীঃ] পাঠ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রস্তুত সঙ্কলনটি তিনটি [পরিচয়, প্রদর্শনী ও পরিশিষ্ট] পর্বে বিভক্ত হইয়াছে। সকৃৎ দৃষ্টিপাতে আদ্যন্ত গ্রন্থখানির উপজীব্য বিষয়বস্তু অনায়াসে গোচরীভূত হইবার নিমিত্ত গ্রন্থ-সূচনাতে একটি বিস্তৃত সূচীপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কলন-কার্যে নানা কারণে মূল রচনাবলীর অনেকাংশ পরিবর্জিত হওয়াতে সূত্র-নিরূপণের জন্য 'পরিচয়' পর্বে কবি ও তৎকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা ব্যতীত তদীয় রচনাবলীর উপর সিংহাবলোকন করা হইয়াছে। 'প্রদর্শনী' পর্বে কবির বিবিধ রচনা [মূলতঃ বঙ্গবাসী প্রকাশিত (১৩০৯ সাল = ১৯০২ খৃীঃ) গ্রন্থাবলী অবলম্বনে] হইতে সমাহৃত পদগুলি কালক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে এবং হস্তলিখিত পুঁথি-[বঙ্গদেশে ও য়ুরোপে (লণ্ডন, ফ্রান্স) সংরক্ষিত]-সমূহ হইতে কয়েকটি পাঠান্তরও নিদর্শনস্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠগুলির অবিকৃত এবং যথাযথ [বিশেষতঃ বিদেশী ও ক্বচিৎ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত পদগুলির বেলায়] রূপ-নির্ধারণের চেষ্টা করা গিয়াছে। শ্লোক-গ্রন্থন ব্যাপারে প্রচলিত সাধারণ রীতি অবলম্বিত না হইয়া মূল পুঁথিগুলির আদর্শই পরিগৃহীত হইয়াছে। 'পরিশিষ্ট' পর্বে কাব্য-প্রদর্শনীতে সম্প্রাপ্ত বিদেশী [আরবী, ফারসী, তুর্কী ইত্যাদি] শব্দাবলীর মূল রূপ ও তদর্থ, কঠিন শব্দার্থ এবং অ-বঙ্গভাষায় [সংস্কৃত, হিন্দী, মুসলমানী] বিরচিত পদাবলীর বঙ্গভাষায় কাব্যানুবাদ [মৎকৃত ও সংগৃহীত] সংযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্ব ব্যতীত অন্যত্র নূতন বানান পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। প্রাচীন পুঁথি-পত্র ইত্যাদির আটটি চিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বক্ষ্যমাণ প্রবেশিকা গ্রন্থটি কবির মূল রচনাবলী-অধ্যয়নাকাঙ্ক্ষার এবং ভারতচন্দ্র ও তাঁহার জগৎ সম্বন্ধে সম্যক্ অনুসন্ধিৎসার শুভ উদ্বোধন করিতে পারিলে, ইহার প্রণয়ন সাফল্যমণ্ডিত হইবে॥

॥ ২ ॥ কবি-জীবনী

কবির নাম ভারতচন্দ্র মুখয্যা (=মুখোপাধ্যায়), পদবী রায় [<রাজা। ভূম্যধিকার-জ্ঞাপক পদবী], উপাধি রায়গুণাকর ['গুণাকর' এই উপাধিরই সংক্ষিপ্ত রূপ]। কবির পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ, মাতা ভবানী, পত্নী রাধা এবং পুত্র তিনটি (পরীক্ষিত, রামতনু ও ভগবান)। ভরদ্বাজ গোত্রীয় ফুলিয়ার নৃসিংহ মুখটির বংশাবতংস সদানন্দ রায় প্রতিষ্ঠিত ভুরসুট [< ভূরিশ্রেষ্ঠ] রাজবংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম। কবির প্রপিতামহ ভূপতি রায় ('ভূপতি রায়ের বংশ') এবং ভারতচন্দ্র পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার মধ্যে অবস্থিত পেঁড়ো [< পাণ্ডুয়া। নামান্তর—পার রাধানগর।] নামক গ্রামে কবির জন্ম হয়। কলিকাতা হইতে এই গ্রামের দূরত্ব মাত্র কুড়ি মাইল। হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের মুন্সীরহাট স্টেশন হইতে চার মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত।

পরিগৃহীত মতানুসারে ভারতচন্দ্রের জন্মকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে[১]। বর্ধমান-রাজ 'তরোয়ার বাহাদুর' কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান্ রাজবল্লভের চক্রান্তে কবির পিতার রাজ্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল [১১১৯ সাল = ১৭১২ খ্রীঃ। 'রাজবল্লভের কার্য কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য'।]। এই সময়ে [১১২৩-২৪ সাল = ১৭১৬-১৭ খ্রীঃ] বালক ভারতচন্দ্র তদীয় মাতুলালয়ে ব্যাকরণ ও অভিধান পড়িতেছিলেন। মাত্র চতুর্দশ বর্ষ বয়সে ভারতচন্দ্র মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের নিকটবর্তী সারদা গ্রামের কেশরকোণীয় নরোত্তম আচার্যের কন্যা রাধার পাণিগ্রহণ করেন। সংস্কৃতবিদ্যাশিক্ষা এবং (অসম্ভব নহে, প্রণয়ান্তিক) বিবাহব্যাপার লইয়া ভ্রাতৃবর্গের সহিত মনোমালিন্য হওয়াতে স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্ন ভারতচন্দ্র অর্থকরী রাজভাষা (আরবী, ফারসী) শিক্ষার জন্য বর্তমান ব্যাণ্ডেল স্টেশনের নিকট দেবানন্দপুর-বকুলতলা নিবাসী রামচন্দ্র দত্ত রায় মুন্সীর গৃহে বাস করিতে থাকেন [১১২৪-৪৪ সাল = ১৭১৭-৩৭ খ্রীঃ] রামচন্দ্র ও তৎপুত্র হীরারামের 'বাসনা' অনুসারে সত্যদেবতার পূজোপলক্ষ্যে ভারতচন্দ্র প্রথম রচনা করেন 'সত্যপীরের কথা' নামক দুইটি পাঁচালী [১১৪৪ সাল = ১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ]। রাজভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া কবি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময় পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্ধমানেশের নিকট হইতে কিছু জমি ইজারা লইয়াছিলেন। পিতা ও অগ্রজদিগের মতানুযায়ী ভারতচন্দ্র বর্ধমানে গিয়া উক্ত ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে মোক্তারি করেন [১১৪৫-৪৮ সাল = ১৭৩৮-৪১ খ্রীঃ]। কিন্তু করদানে অপারগতা-বশতঃ উক্ত ভূমি খাসভুক্ত হইয়া যায় এবং নানা চক্রান্তে পড়িয়া কবি কারারুদ্ধ হন।

[১] ভারতচন্দ্রের প্রথম জীবনীকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে জন্মকাল ১১১৯ সাল কারণ, জনশ্রুতি-অনুসারে 'সত্যপীরের কথা' রচনাকালে ['সনে রুদ্র চৌগুণা'—'চৌ' ও 'গুণ'-কে পৃথক ধরিয়া ১১৩৪] কবির বয়স ছিল পঞ্চদশ। পুনশ্চ, স্বর্গত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে কবির জন্মকাল ১১১৩ সাল কারণ, লিপিকর প্রমাদবশতঃ গুপ্তকবি নির্ণীত ১৬২৮ শক, ১৬৩৪ হইয়া গিয়াছে (প্রাচীন হস্তলিপিতে '২' ও '৮'-এর রূপ '৩' ও '৪'-এর ন্যায়)। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, উভয় মতই সংশয়-যুক্ত। 'সনে রুদ্র চৌগুণা' ১১৪৪ সাল হওয়াই সঙ্গত ; জনশ্রুতি ও আনুমানিক লিপিকর-ত্রুটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে।

ভাগ্যক্রমে কারাধ্যক্ষের কৃপায় একরাত্রে কবি তদীয় ভৃত্য রঘুনাথের সহিত পলায়ন করিয়া মহারাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত কটকে সুবেদার শিব ভট্টের শরণাগত হন ও তাঁহারই কৃপায় ছদ্মবেশে শঙ্করাচার্যের মঠে নিরুদ্বেগে বাস করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি বৃন্দাবনদর্শন মানসে বাহির হইয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন। এই স্থানে ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতি ভট্টাচার্য (পরিচয় অজ্ঞাত) মহাশয়ের নিবাস ছিল। রঘুনাথের নিকট গোপনে সংবাদ পাইয়া তিনি ভারতচন্দ্রকে স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং উদাসী ভ্রাম্যমাণ [ভ্রমণকাল ১১৪৮-৫২ সাল = ১৭৪১-৪৫ খ্রীঃ।] ভারতচন্দ্রকে গৃহী-বেশ ধারণ করান। অর্থার্জনের নিমিত্ত অতঃপর ভারতচন্দ্র চন্দননগরনিবাসী ফরাসী সরকারের দেওয়ান্ পালধি বংশীয় ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী চৌধুরীর শরণাপন্ন হন। চৌধুরী মহাশয়ের অসূয়াপরবশ আত্মীয়প্রদত্ত জাত্যপবাদ থাকাতে কবি ওলন্দাজ সরকারের দেওয়ান্ রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গোন্দলপাড়াস্থ গৃহে বাস করিতে থাকেন [১১৫২-৫৩ সাল = ১৭৪৫-৪৬ খ্রীঃ]। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর কোথাও এই পৃষ্ঠপোষকযুগলের নাম নাই। ইন্দ্রনারায়ণ তদীয় বন্ধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত কবির আলাপ করাইয়া দেন। মহারাজ কবিকে মাসিক ৪০৲ বেতনে সভাকবি-পদে নিযুক্ত করেন [১১৫৩ সাল = ১৭৪৬ খ্রীঃ] এবং রায়গুণাকর উপাধিতে ভূষিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে বসতবাটীর নিমিত্ত মূলাজোড় (বর্তমান শ্যামনগর) গ্রামটি ইজারা দেন এবং ভারতচন্দ্র সপরিবারে গৃহনির্মাণ করিয়া এইস্থানে বাস করিতে থাকেন [১১৫৬ সাল = ১৭৪৯ খ্রীঃ][২]। এই সময় বর্গীর হাঙ্গামায় [সূত্রপাত ১১৪৮ সাল = ১৭৪১-৪২ খ্রীঃ] উদ্বাস্ত হইয়া বর্ধমানেশ তিলকচন্দ্রের জননী মূলাজোড়ের নিকটস্থ কাউগাছি নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন এবং নিজ কর্মচারী রামদেব নাগের নামে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে মূলাজোড় পত্তনি লন। কবি ইহাতে আপত্তি করিলে কৃষ্ণচন্দ্র মূলাজোড় ও গুস্তে নামক গ্রামে কয়েক বিঘা জমি তাঁহাকে নিঃসত্ত্ব ব্রহ্মত্ররূপে দান করেন এবং কবি মূলাজোড়েই থাকিয়া যান। পত্তনিদার রামদেব নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ কবি 'নাগাষ্টক' কাব্যযোগে মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন [১১৫৭ সাল = ১৭৫০ খ্রীঃ] এবং মহারাজের হস্তক্ষেপের ফলে নাগের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে কবির 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য-রচনা সাঙ্গ হয়। ইহার আট বৎসর পরে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মূলাজোড়ে কবি জীবলীলা সংবরণ করেন। পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রীঃ) ও ভারতের ভাগ্যবিপর্যয় কবি দেখিয়া গিয়াছিলেন।

কবির জীবনে তিনটি স্থানের গুরুত্ব সর্বাধিক — পাণ্ডুয়া, কৃষ্ণনগর ও মূলাজোড়।

---

[২] নদীয়া কলেক্টরীর ২০৩৩৭ সংখ্যক তায়দাদ—'ইয়াদাস্ত হকীকত জমি লাখরাজ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ওগয়রহ্ সেওয়ায় পাতসাহার দত্ত মহনাত জেলা নদিয়া সন ১২০২ সাল দাখিল নাগাইদ ২৪ অগ্রহায়ণ সন মজদুর। নম্বর—২০৩৩৭ নং। দানের নাম—ব্রহ্মোত্তর। দত্তার নাম—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। বর্তমান দখলকারের নাম—রামতনু রায়। গৃহিতার সহিত দখলকারের সম্পর্ক—পুত্র। দানের সন-তারিখ—সন ১১৫৬, ১ অগ্রহায়ণ। গ্রাম হায়—মূলাজোড়। তায়দাদ জমী—৩২/০। পরগণা হায়—হাবিলী শহর। হকিকত—আসল সনদ নকল দরশাইলেক।'

পাণ্ডুয়া 'শৈশবের শিশুশয্যা', কৃষ্ণনগর 'যৌবনের উপবন', মুলাজোড় 'বার্ধক্যের বারাণসী'। পেঁড়ো ও তৎসংলগ্ন গড়ভবানীপুরে ভূরসুট রাজবংশের স্মৃতি যৎসামান্য বর্তমান। পেঁড়োতে কবির জন্মভিটা ও মুলাজোড়ে বাস্তুভিটা, বর্তমানে পরহস্তগত। দেবানন্দপুর-বকুলতলায় দত্ত-মুন্সীদিগের অধুনালুপ্ত বাসস্থানের উপর কবির একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। চন্দননগরে একটি পথের নাম—'কবি ভারতচন্দ্র রাস্তা'। কৃষ্ণনগরে রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের স্মৃতিসংরক্ষণের কোন ব্যবস্থার কথা শোনা যায় নাই; উপরন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পাদিত পুস্তকে 'মূল পুঁথি' বলিয়া কথিত পুঁথিখানিও কৃষ্ণনগর-রাজভবন হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে। বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদের সংখ্যাগত সমস্যা ভারতচন্দ্রের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। রায়গুণাকর উপাধিক ভারতচন্দ্র রায় (মুখয্যা) এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি। পুঁথিলেখকদিগের এবং গুপ্ত কবিযশঃপ্রার্থীগণের কাব্যকণ্ডূতির ফলে কিছু রচনা কবির নামে প্রচলিত হইবার প্রয়াস পাইলেও উহাদিগের কৃত্রিমতা অত্যল্প আয়াসেই ধরা পড়ে: 'কবি রায়গুণাকর', 'দ্বিজ ভারত', 'ভারত ব্রাহ্মণ'—ইত্যাদি ভণিতায় কবি ভারতচন্দ্র তদীয় রচনাবলীতে স্বীয় পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন॥

॥ ৩ ॥ কবির নামে প্রচলিত রচনাবলী

১। সত্যপীরের কথা :

কবির প্রথম রচনা দুইটি সত্যপীরের পাঁচালী। একটি ত্রিপদী ছন্দে (রচনাকাল দেওয়া নাই) এবং অপরটি চৌপদী ছন্দে [রচনাকাল—'সনে রুদ্র চৌগুণা' অর্থাৎ ১১৪৪ সাল = ১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ।] বিরচিত। প্রথম রচনাটির কোন পুঁথি পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়টির একটি পুঁথি মিলিয়াছে [লিপিকাল ১২৩৬ সাল = ১৮২৯ খ্রীঃ]। কবি এই সময় দেবানন্দপুরে বাস করিতেন।

মুসলমান-রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মগত কারণে যাহাতে কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, তন্নিমিত্ত একদা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে হিন্দু-দেবতা নারায়ণের 'সত্যপীর'-রূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃই এই বর্ণসঙ্কর দেবতাটির পূজাতে সির্ণি মোকামাদি মুসলমানী উপচার স্থান পাইল এবং অর্বাচীন প্রচারাত্মক ব্রতকথাজাতীয় সাহিত্যও বিরচিত হইয়াছিল।

পীরমাহাত্ম্যকাব্যগুলি স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডের কাহিনীর অনুসরণে মঙ্গলকাব্যের আদর্শে বিরচিত। কাহিনীর মধ্যে পীরমাহাত্ম্যসূচক একাধিক উপাখ্যান পাওয়া যায় (ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ-দম্পতি, কাঠুরিয়া, বণিক-পরিবার সম্পর্কিত)।

ভারতচন্দ্রের পাঁচালী দুইটি বা তিনটি গল্পকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মার সত্যপীরের কৃপাপ্রাপ্তি এবং পীর ও নারায়ণের অভেদ-জ্ঞান হইল

প্রথম গল্প; দ্বিতীয়টি একটি কাঠুরিয়ার গল্প এবং তৃতীয়টি একটি বণিকের উপাখ্যান। নিঃসন্তান বণিক্ সদানন্দ সত্যদেবের কৃপায় চন্দ্রকলা নামে কন্যা লাভ করে। সত্যদেবের প্রতিশ্রুত পূজা না করার অপরাধে বণিকের নানারূপ ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে এবং পরিশেষে উক্ত দেবতার পূজা করায় সর্ববিধ কল্যাণ লাভ হয়।

বিষয়-বস্তু ইত্যাদিতে পাঁচালীযুগলে কবির কোন মৌলিকতা নাই। অল্প বয়সের রচনা হিসাবে এই লেখা দুইটির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ না থাকিলেও চৌপদী-পাঁচালীটির শেষাংশে কবির বংশপরিচয় রহিয়াছে এবং কাব্যটির রচনাকাল অবলম্বনে কাব্যকর্তার জীবৎকাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

২। রসমঞ্জরী :

কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে বিবিধ অলঙ্কার গ্রন্থের[৩] ছায়ায় বিরচিত নায়কনায়িকার লক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত বিবিধ অবস্থার বর্ণনাত্মক প্রবেশিকা গ্রন্থ রসমঞ্জরী। গ্রন্থটির কোন পুঁথি পাওয়া যায় না, রচনাকালও সঠিকভাবে নির্ণেয় নহে; মঙ্গলাচরণের একটি শ্লোক ['সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় সুখে'] অনুসারে ১১৪৭ বঙ্গাব্দ = ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ কল্পিত হইতে পারে মাত্র।

ভারতচন্দ্র-প্রণীত রসমঞ্জরীর মূল বিষয়—(অ) নায়িকা-প্রকরণ (আ) নায়িকা-সহায় (ই) নায়ক-প্রকরণ (ঈ) নায়ক-সহায় (উ) শৃঙ্গার-নিরূপণ (ঊ) ভাব-প্রকরণ (ঋ) বয়োবিভাগ (৯) জাতিকথন।

(অ) নববিধ [শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত] রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদ্য বা শৃঙ্গার রসের আধার নায়িকাগণকে কবি প্রথমতঃ তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন—স্বীয়া বা স্বকীয়া, পরকীয়া ও সামান্য বনিতা। স্বীয়া নায়িকা ত্রিবিধা—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা। মানাবস্থায় মধ্যা ও প্রগল্ভা নায়িকাগণ পুনশ্চ ত্রিধা বিভক্ত—ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা। প্রকারভেদে ইহারা আবার অভি-সারিকা, খণ্ডিতা ইত্যাদি নয় ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। অঙ্কুরিতযৌবনা, সখীবশা, নববয়ঃপ্রাপ্তা নায়িকা **মুগ্ধা**। সমানলজ্জাকামা, প্রগল্ভবচনা, তরুণী নায়িকা **মধ্যা**। ব্যঙ্গকোপপ্রকাশা নায়িকা **ধীরা**। পতিবিষয়ে কেলিকলাপাভিজ্ঞা নারী **প্রগল্ভা**। অব্যঙ্গকোপপ্রকাশা পরুষবাক্ নায়িকা **অধীরা**। রতিবিষয়ে ঔদাসীনা ও তর্জন-তাড়নাদিলক্ষণযুক্ত রমণী **ধীরাধীরা**। **অভিসারিকা** কালানুরূপ চেষ্টা ও বেশভূষা-নৈপুণ্যকাপট্যসাহসাদি সম্পন্না হইয়া স্বয়ং অভিসার করে বা প্রিয়কে অভিসার করায়। **খণ্ডিতা** নায়িকার দয়িত অন্যোপভুক্ত। এই নায়িকা অস্ফুটালাপ-চিন্তা-সন্তাপাদি লক্ষণাক্রান্ত।

(আ) নায়িকার সহায় দুইটি—সহচরী ও দূতী। পঞ্চবিধ সহচরীর [সখী, নিত্য-সখী, প্রিয়সখী, প্রাণসখী, অতিপ্রিয়সখী] অন্যতমা **সখী** নায়িকার পার্শ্বচারিণী,

---

[৩] ভানুদত্ত মিশ্রের 'রসমঞ্জরী' [আদর্শীকৃত কিন্তু অনূদিত নহে।], জয়দেবের 'রতি-মঞ্জরী', রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ', জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্যের 'পঞ্চসায়ক', কল্যাণমল্লের 'অনঙ্গরঙ্গ' প্রভৃতি।

প্রেম-ব্যাপারের সম্যগ্ বিস্তারিকা, বিশ্বাস ও বিশ্রামের স্থল। সখীর কাজ মণ্ডন, উপালম্ভ, শিক্ষা, পরিহাস ইত্যাদি।

(ই) নায়ক সাধারণতঃ ত্রিবিধ—পতি, উপপতি, বৈশিক। পতি পুনশ্চ চতুর্বিধ—অনুকূল, দক্ষিণ, ধৃষ্ট ও শঠ। বিধিবৎ পাণিগ্রাহক নায়ক **পতি** এবং সর্বকালানুরক্ত ও পরাঙ্গনাপরাঙ্মুখ পতি **অনুকূল**।

(ঈ) আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞ, সখীভাবাশ্রিত নায়ক-সহায় চতুর্বিধ—পীঠমর্দ, বিট, চেট ও বিদূষক। ভাব ও ইঙ্গিতজ্ঞ, কলাকৌশলপটু, মন্ত্রজ্ঞ নায়কের মিত্র **পীঠমর্দ**।

(উ) রতিস্থায়ীভাব অর্থাৎ শৃঙ্গার মূলতঃ দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও শৃঙ্গার। **দর্শন** [সাক্ষাৎ, স্বপ্ন ও চিত্র] অন্যতম সম্ভোগ প্রকার।

(ঊ) ভাবপ্রকরণের অন্তর্গত **সাত্ত্বিকভাব** অষ্টবিধ—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্পন, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

(ঋ) মধুর-রসাক্রান্ত নায়ক-নায়িকার বয়স চতুর্বিধ—বয়ঃসন্ধি, নবযৌবন, ব্যক্ত-যৌবন [= 'যুব ভাব'] ও পূর্ণযৌবন [= 'বৃদ্ধ ভাব' (বার্ধক্য অর্থে নহে)]। **যৌবন-কথন** অংশে কবি যৌবনের জয়গান গাহিয়াছেন।

(ঌ) দৈহিক গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে স্ত্রী ও পুরুষ জাতিকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়—পদ্মিনী ও শশ, চিত্রিণী ও মৃগ, শঙ্খিনী ও বৃষ, হস্তিনী ও অশ্ব। বিভাগগুলির মধ্যে প্রথমটি শ্রেষ্ঠ ও শেষেরটি নিকৃষ্ট। **জাতিকথন**-এ কবি সংক্ষেপে এইগুলির পরিচয় দিয়াছেন।[৪]

৩। অন্নদামঙ্গল (অন্নপূর্ণামঙ্গল) :

কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় বংশের কীর্তি-কথা অবলম্বনে কবি এই কাব্যটি রচনা করেন ১৬৭৪ শক ['বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥'] = ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে। কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত—

(অ) **প্রথম খণ্ডঃ অন্নদামাহাত্ম্য**—এই খণ্ডটিকে মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা

---

[৪] রসমঞ্জরী [= র°], রতিমঞ্জরী [= ম°], উজ্জ্বল-নীলমণি [= উ°], সাহিত্য-দর্পণ [= স°] গ্রন্থস্থিত কারিকাগুলি হইতেছে এই—'অঙ্কুরিতযৌবনা **মুগ্ধা** [র°], মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা [উ°]। সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী প্রগল্ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা **মধ্যা** স্যাৎ [উ°]। ব্যঙ্গকোপপ্রকাশা **ধীরা** [র°]। পতিমাত্রবিষয়কেলি-কলাপকোবিদা **প্রগল্ভা** [র°]। অব্যঙ্গকোপপ্রকাশা **অধীরা**, অধীরায়া পরুষবাক্ [র°]। **ধীরধীরায়াঃ** রতোদাস্যং তর্জনতাড়নাদি চ কোপস্য প্রকাশকম্ [র°]। স্বয়মভিসরতি প্রিয়মভিসারয়তি যা **সাভিসারিকা** [র°]। অন্যোপভোগচিহ্নিতঃ পতির্যস্যাঃ সা **খণ্ডিতা** [র°]। প্রেমলীলাবিহারানাং সম্যগ বিস্তারিকা **সখী** [উ°]। বিধিবৎপাণিগ্রাহকঃ **পতিঃ**, সার্বকালিক পরাঙ্গনাপরাঙ্মুখত্বে সতি সর্বকালমনুরক্তোহনুকূলঃ [র°]। আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাশ্রিতঃ, কুপিতস্ত্রীপ্রসাদকঃ **পীঠমর্দঃ** [উ°, র°]। স্বপ্নচিত্রসাক্ষাদ্ভেদেন **দর্শনং** ত্রিধা [র°]। স্তম্ভঃ স্বেদোহথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোহথ বেপথুঃ বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয়ঃ ইত্যষ্টৌ **সাত্ত্বিকা গুণাঃ** [র°] **বয়শ্চতুর্বিধং** তত্র কথিতং মধুরে রসে, বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাৎ [উ°]। পদ্মিনীচিত্রিণী চৈব শঙ্খিনী হস্তিনী তথা, শশো মৃগো বৃষোহশ্বশ্চ **স্ত্রীপুংসোর্জাতিলক্ষণম্** [ম°]।

যায়—প্রথমাংশে মঙ্গলাচরণাদির পর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ উল্লেখ করিয়া পুরাণানুসারী সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণন এবং শিবায়ন। দ্বিতীয়াংশে ব্যাস-কাহিনী এবং তৃতীয়াংশে বসুন্ধর-নলকুবর উপাখ্যান। শিবায়ন ও ব্যাস-কাহিনী মূলতঃ স্কন্দপুরাণ (কাশী-খণ্ড) হইতে গৃহীত। ব্যাস-বারাণসীর উপাখ্যান অপৌরাণিক।

ভবানন্দ মজুন্দার প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর রাজবংশের স্বনামখ্যাত বংশধর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-৮২ খৃীঃ) মুসলমান-শাসনকালে নানা নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দি খাঁ [=মির্জা মহম্মদ আলি (১৭৪০-৫৬ খৃীঃ)] শুজা খাঁর [=শুজা উদ্দীন্ মুহম্মদ খাঁ (১৭২৫-৩৯ খৃীঃ)] পুত্র সরফরাজ খাঁকে [=আলা উদ্দৌল্লা সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪০ খৃীঃ)] গিরিয়ার যুদ্ধে নিহত করিয়া ১৭৪০ খৃীষ্টাব্দে 'মহাবৎ জঙ্গ' উপাধি এবং বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবার দেওয়ান্ ও নাজিম্ পদ প্রাপ্ত হন। ই'হার সময়ের সর্বপ্রধান ঘটনা উড়িষ্যা-বিজয় ও মহারাষ্ট্রগণের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ। শুজা খাঁর মন্ত্রীসভার সভ্য ও বাঙ্গালার সর্বপ্রথম 'রায়-রায়াঁ' [রাজস্ব-সংক্রান্ত উপাধিবিশেষ] আলমচন্দ্র রায় সরফের রাজত্বে দেওয়ান্ ছিলেন। শুজা খাঁর জামাতা 'রুস্তম জঙ্গ' উপাধিক মুর্শিদ কুলি খাঁ; মুর্শিদের জামাতা মুরাদ বাখর [=মির্জা বাকর আলি]। আলিবর্দি তৎকালীন কটকের নবাব মুর্শিদকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র-ও-জামাতা সৌলদ জঙ্গকে [=সৈয়দ আহম্মদ খাঁ] কটকের অধিকার দান করিলে উড়িষ্যাবাসীরা বিদ্রোহ করে। এই সুযোগে মুরাদ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া সৌলদকে সপরিবারে বন্দী করিলে আলিবর্দি-মুরাদ যুদ্ধ হয় ও মুরাদ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই ব্যাপারে উড়িষ্যা ও ভুবনেশ্বর মোগল-অত্যাচারে ছারখার হইয়াছিল। অপরদিকে মহারাষ্ট্রগণের [=বর্গী] অত্যাচারে বাঙ্গালার দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল। আলিবর্দির সহিত মহারাষ্ট্রগণের দীর্ঘকাল [১৭৪১-৫১ খৃীঃ] যুদ্ধ হয়। পেশোয়া বালাজী বাজীরাওয়ের প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্রনেতা রঘুজী ভোঁসলা ও তদীয় সেনাপতি ভাস্করপন্থ একাধিকবার বাঙ্গালা আক্রমণ করে। ভাস্কর আলিবর্দি কর্তৃক কৌশলে নিহত হয় (১৭৪৫ খৃীঃ) এবং ১৭৫১ খৃীষ্টাব্দে সমগ্র উড়িষ্যা রঘুজীর করায়ত্ত হইলে আলিবর্দি বার লক্ষ টাকা ও কটকের অধিকার রঘুজীকে দান করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রকে উক্ত বার লক্ষ টাকা 'নজরানা' দিতে বলিলে তিনি সম্মত হন; কিন্তু তহশীলদার [=সাজোয়াল] সুজন সিং-এর বিশ্বাস-ঘাতকতায় উক্ত অর্থ এবং অপ্রদত্ত দশ লক্ষ টাকা রাজস্বের দায়ে মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। নানা নিগ্রহ ভোগের পর তিনি মুক্তি পান ও নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। নবাব তাঁহাকে 'ধর্মচন্দ্র' নাম দিয়া 'ফরমানী মনসব্দার' এবং 'সাহেব-ই-নহবৎ' করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পর কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় রাজ্যে অন্নপূর্ণাপূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাই ভারতচন্দ্রের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ।

শিবায়ন খণ্ডের প্রথমে হর-পার্বতীর সংসারলীলা ও মহাদেব কর্তৃক কাশীতে অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠার কথা বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধিভ্রমবশতঃ ব্যাস শিবের প্রতিস্পর্ধী হইলে কৌশলে অন্নদা তৎপরিকল্পিত কাশীকে গর্দভ-বারাণসীতে পরিণত করিয়া-

ছিলেন। অতঃপর মর্ত্যে স্বীয় পূজা প্রচার মানসে অন্নদা কুবেরের অনুচর বসুন্ধর ও তৎপত্নী বসুন্ধরা এবং কুবের-নন্দন নলকুবর ও তাহার স্ত্রীযুগলকে (চন্দ্রিণী, পদ্মিনী) নরলোকে আনয়ন করেন। ইঁহারাই যথাক্রমে হরি হোড় ও ভবানন্দ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিহোড় প্রচারকার্য সম্পন্ন করিয়া স্বধামে প্রয়াণ করিলে দেবী ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা করিলেন। মধ্যে গাঙ্গিনী নদী। ঈশ্বরীকে পার করিলেন ঈশ্বরী পাটনী।

(আ) **দ্বিতীয় খণ্ডঃ বিদ্যাসুন্দর (কালিকামঙ্গল)**—কালিকা দেবীর পূজা প্রকাশার্থে দুই দেবযোনির [যোগানন্দ-যোগবতী (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির একটি পুঁথি অনুসারে)] মর্ত্যে আগমন ও কার্যশেষে স্বস্থানে প্রস্থান, ইহাই হইল বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর গোড়ার কথা। মূল কাহিনীটি সংস্কৃত ভাষায় বহুদিন হইতেই ছিল। কাশ্মীরী কবি বিদ্যাপতি উপাধিক বিহ্লন বিরচিত চৌরপঞ্চাশিকা এবং বররুচির নামে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা বিদ্যাসুন্দরপ্রসঙ্গ কাব্যের উল্লেখ করা যায়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সংস্কৃতাগত এই কাহিনীরই বলিষ্ঠ নব-রূপায়ণ। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বহু কবি এই কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র তদীয় কাব্যে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর হইতে চারিটি শ্লোক ['বসুনা বসুধা লোকে—', সবিতা পদ্যাম্বুজানাং—', 'গোমধ্যমধ্যে—', 'স্বযোনিভক্ষ্য—'] এবং চৌরপঞ্চাশিকা হইতে তিনটি মাত্র শ্লোক ['কনকচম্পক—', 'তন্মনসি সম্প্রতি—', 'নোজ্‌ঝতি হরঃ—'] উদ্ধৃত করিয়াছেন। চৌরপঞ্চাশতের সমগ্র অনুবাদ ভারতচন্দ্রের নহে।

বাঙ্গালী কবির হাতে পড়িয়া বিদ্যা ও সুন্দর বাঙ্গালা দেশের হইয়া গিয়াছে। আসলে কাহিনীটি একটি নিছক প্রেম-কাহিনী। অনুরূপ রোমাণ্টিক প্রেমকাহিনী (হিন্দু ও মুসলমান কবি বিরচিত) বাঙ্গালা সাহিত্যে বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। হিন্দু কবিদিগের রচনায় ধর্মের প্রলেপ পড়ে বলিয়াই কাব্যের রূপক-ধর্মিতা দেখা দিয়াছে। বিদ্যা [= গুহ্য বা মন্ত্রবিদ্যা] ও সুন্দর-[= গুণী বা সৌন্দর্য]-এর পাণ্ডিত্য-বিচারে প্রহেলিকা-বিলাসে [বররুচির কাব্যান্তর্গত] এবং গোপন মিলনে (= চৌরী সুরত) চাতুর্য অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়াই সুন্দর চোর [< চউর < চতুর] হইয়াছে ও এই 'সিঁধেল চুরি'-র কথায় সুড়ঙ্গের উল্লেখ [আদৌ 'মহা উম্মগ্গ-জাতক' বর্ণিত] আপনি আসিয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রবিদ্যা-স্মরণে আপন্মুক্তি বিধায় মশানে চৌরপঞ্চাশিকা হইতে শ্লোকোদ্ধৃতিও সহজ হইয়াছে। কিন্তু এই রূপক ব্যাখ্যা মানবিক গুণযুক্ত প্রেমকাহিনীর মূল্যবৃদ্ধি করে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের নায়ক কাঞ্চীপুরাধিপ [অধুনা দ্রাবিড়দেশে (তামিল-নাড়ুতে) বিদ্যমান তীর্থ ও নগর] গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দর, নায়িকা বর্ধমান-রাজ বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা। গঙ্গাভাটের মুখে বিদ্যার রূপ, গুণ ও প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণান্তর সুন্দর হীরামালিনীর সহায়তায় কৌশলে বিদ্যার সহিত মিলিত হন। ঘটনা-চক্রে ব্যাপার প্রকাশিত হইলে রাজাজ্ঞায় সুন্দর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কালীর কৃপায় শেষ-মুহূর্তে গঙ্গাভাট কর্তৃক সুন্দরের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হইলে বিদ্যা ও সুন্দরের

প্রাজাপত্য বিবাহ হয়। অতঃপর সপুত্র বিদ্যা-সুন্দর কাঞ্চী ফিরিয়া যান। যথাকালে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া উভয়ে দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়া কালিকার সহিত স্বর্গে প্রস্থান করেন।

ভারতচন্দ্র-বর্ণিত কাহিনীর পশ্চাতে ঐতিহাসিক সত্য বিন্দুমাত্র নাই। পাত্র, পাত্রী কিংবা পরিবেশের বাস্তব অস্তিত্ব কোথাও নাই। বর্ধমান-রাজের উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ কবির বর্ধমানে পরিবেশ-স্থাপনের জন্য কিয়দংশে দায়ী হইতে পারে বটে কিন্তু গল্পটি আদ্যন্ত কাল্পনিক। মূল অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের সহিত এই কাহিনীর সংযোগ অতি ক্ষীণ। রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্য-দমনে বাঙ্গালায় আসিলে প্রসঙ্গতঃ গল্পটি তাঁহাকে শোনানো হইয়াছিল।

(ই) **তৃতীয় খণ্ডঃ মানসিংহ**—সুন্দরবনাঞ্চলস্থিত যশোহর নগরাধিপ প্রতাপাদিত্য গুহ রায় মোগল কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে না চাহিলে তাঁহাকে শাসনের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর মানসিংহকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। রাজা মান বাঙ্গালায় আসিয়া দৈবদুর্বিপাকে পতিত হইলে ভবানন্দ তাঁহাকে সাহায্য করেন। যুদ্ধে প্রতাপের পতন হইলে তাঁহাকে বন্দী করতঃ (লৌহপিঞ্জরে) মান ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। পথে বন্দীর মৃত্যু হইলে ঘৃতভর্জিত তদীয় দেহ বাদশাহের নিকট রাজা উপস্থিত করেন এবং সাহায্যের প্রতিদান স্বরূপ ভবানন্দকে 'রাজা'ই দিতে বাদশাহের নিকট প্রার্থনা জানান। নানা ঘটনার পর অবশ্য জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে জমিদারীর 'ফরমান' প্রদান করেন। অতঃপর ভবানন্দ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজবংশের প্রতিষ্ঠান্তর দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গগমন করিলেন।

মানসিংহ কর্তৃক স্বাধীনতাকামী দেশভক্ত বিদ্রোহী বীর প্রতাপাদিত্যদমন, লৌহ-পিঞ্জরে বন্দীর দেহত্যাগ এবং মানসিংহকে ভবানন্দের সাহায্যদান—এই কাহিনীগুলি সত্য নহে। প্রতাপাদিত্য-অভিযানের সেনাপতি ঘিয়াস খাঁয়ের অন্যতম সংগী মির্জা নাথন প্রণীত 'বাহার-ই-স্তান-ই-ঘয়বী'-র বিবৃতিতে জানা যায় যে, পূর্ববঙ্গ-অভিযান ব্যাপারে সুবেদার ইসলাম্ খাঁকে সাহায্য না করার জন্য এই অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল; ঐ বিবৃতিতে লৌহপিঞ্জরের কোন উল্লেখ নাই এবং কৃষ্ণনগর রাজবংশের মূল দলিল দুইখানিতেও [১৬০৬|১৬১৩ খৃীঃ] ভবানন্দের সাহায্যের কোন কথা নাই। প্রতাপাদিত্যের উপর দেশভক্তির আলোকসম্পাত নিতান্তই পরবর্তীকালের। রাজপুত বীর প্রতাপ সিংহের সহিত নামগত সাদৃশ্য থাকায় এবং ঐ সময় একজন স্বাধীনতাকামী জাতীয় বীরের প্রয়োজন হওয়ায়, অসম্ভব নহে, পরবর্তী কালে প্রতাপাদিত্য মনোনীত হইয়া থাকিবেন!

ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্য-মানসিংহ-ভবানন্দের নামে পরম্পরা-শ্রুত কাহিনীরই কাব্যরূপ দিয়াছিলেন। ভবানন্দ-কাহিনীর পর অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ সাঙ্গ হইয়াছিল।

৪। বিবিধ বিষয়িণী কবিতাবলী :

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 'কবিবর 'ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' (১২৬২ বঙ্গাব্দ) নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এই পর্যায়ের কবিতাগুলি—[সংখ্যায়

সর্বসমেত বারটি]-র কোন পুঁথি পাওয়া যায় না এবং রচনাকালও অজ্ঞাত। বঙ্গভাষায় গীতিকবিতার নিদর্শন স্বরূপ এইগুলিকে গণ্য করা যাইতে পারে।

৫। পত্রম্ :

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখিত ও সংস্কৃতে বিরচিত এই পত্রটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। পত্রটি যদি কবির স্বহস্তলিখিত হয়, তবে ঐটুকুই কবির স্মৃতি হিসাবে পাওয়া গিয়াছে! পত্রটিতে কোন তারিখ নাই। তবে ইহাতে নব-বর্ষের উপক্রমণিকা ['হোলীয়ং সমুপাগতা'] এবং কৃষ্ণনগরে (রাজসভায়) ভাঁড়ের উল্লেখ ['ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে'] আছে। স্বনামধন্য বিদূষক গোপাল ভাঁড়ের (ছদ্ম-নামও হইতে পারে!) নাম কবির রচনাবলীর কোথাও পাওয়া যায় না। তবে রাজপারিষদ্ নকলনবীশ শঙ্কর (?) তরঙ্গ ['অতি প্রিয় পারিষদ্ শঙ্কর তরঙ্গ'] ও প্রচ্ছন্ন-পরিচয় গোপাল ভাঁড় অভিন্ন ব্যক্তি নহে। কোন-কোন প্রাচীন মুদ্রিত সংস্করণে পত্রটির বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় বটে কিন্তু উক্ত অনুবাদ কবি-কৃত নহে।

৬। নাগাষ্টকম্ :

কাব্যটির কোন পুঁথি পাওয়া যায় না, রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৭৪৫-৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কবির জীবনের কিছু মূল্যবান্ তথ্য এই কাব্যটিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে বিরচিত এই কাব্যটির বঙ্গানুবাদ কবি-কৃত নহে বলিয়াই অনুমিত হয়।

৭। চণ্ডীনাটক :

অসমাপ্ত, সংস্কৃত ভাষায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুসরণে [৮২-৮৩ অধ্যায়] বিরচিত এই নাটকখানির কোন পুঁথি পাওয়া যায় না। গুপ্ত কবি-প্রণীত জীবনী হইতে ইহার রচনাকাল অনুমিত হয় ১৭৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। চার্বাক-দর্শনের স্ফুলিঙ্গ সংযুক্ত এই নাটকটির বিষয়বস্তু চণ্ডী দেবীর মহিষাসুর দমন। প্রাপ্ত রচনাটুকুর নাট্য-মূল্য বিশেষ কিছু নাই।

৮। গঙ্গাষ্টকম্ :

সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত এই গঙ্গাস্তোত্রটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'রহস্য সন্দর্ভ'-[১ম পর্ব। ৯ম খণ্ড। সংবৎ ১৯২০। পৃঃ ১৩৯]-এ। সম্প্রতি সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণে প্রকাশিত এই কবিতাটির মধ্যে প্রচুর ভাষাগত প্রমাদ থাকাতে প্রস্তুত সঙ্কলন-গ্রন্থে উহার সংশোধিত রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ ভারতচন্দ্র ভুল সংস্কৃত লিখিবেন ইহা বিচিত্র! সম্ভবতঃ লিপিকরের অজ্ঞতাই ইহার জন্য দায়ী। রচনাটির কোন পুঁথি পাওয়া যায় না, রচনা-কালও অজ্ঞাত।

অতিরিক্ত রচনাবলী—জনপ্রিয়তার অনিবার্য ফলস্বরূপ বহু কৃত্রিম রচনা [মুদ্রিত 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য, একাধিক পুঁথিতে প্রাপ্ত পাঠান্তর, অতিরিক্ত পাঠ (উপক্রমণিকা, পুষ্পিকা ও পুষ্পিকোত্তর অংশগুলিতে)] ভারতচন্দ্রের নামে চলিয়া গিয়াছে।

ভ্রমবশতঃ কোন-কোন ক্ষেত্রে অপরের রচনাও [যথা, গেরাসিম্ স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফের ব্যাকরণের নামপত্রে জনৈক শ্রীচন্দ্র রায় লিখিত কাব্যোদ্ধৃতি] ভারতচন্দ্রের বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণ—ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের [লণ্ডন, প্যারিস, স্কটল্যাণ্ড, রাশিয়া] যে সকল স্থানে কবির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পুঁথি। সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রাচীন নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় না। সম্প্রাপ্ত সমস্ত পুঁথিগুলির লিপিকাল ১৭৭৬-১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। লণ্ডন ও প্যারিসে প্রাপ্ত দুইটি পুঁথি প্রাচীনতম। কবির 'অন্নদামঙ্গল' সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে [তিন খণ্ড। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত]। ইহার পর উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত সংস্করণ [১৮৪৭, ১৮৫৩ খৃীঃ]। এই সংস্করণটিকে আদর্শ করিয়া একাধিক প্রতিষ্ঠান হইতে [যথা বটতলা, বঙ্গবাসী প্রভৃতি] ভারতচন্দ্রের রচনাবলী বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। বহু সঙ্কলন গ্রন্থেও ['কুসুমাবলী' (মহেন্দ্রনাথ রায়। ১৮৫২ খৃীঃ।), 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৯৫১ খৃীঃ।)] কবির রচনা পাওয়া যায়।

প্রস্তুত গ্রন্থে ব্যবহৃত পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণের একটি তালিকা সঙ্কেত-সহ প্রদত্ত হইল—

ব্রি° = কালিকামঙ্গল [নং 'অতিরিক্ত ৫৬৬০এ'। ব্রিটিশ মিউজিয়ম্, লণ্ডন। ১১৮৩ সাল = ১৭৭৬ খৃীঃ।]।

বি° = কালিকামঙ্গল [নং 'ইণ্ডিয়েন্ ৭১৯'। বিব্লিওথেক নাসিওনেল, প্যারিস। ১১৯১ সাল = ১৭৮৪ খৃীঃ।]।

এ°(ক) = বিদ্যাসুন্দর [নং 'জি ৫৬৬৭-৭-এচ্৩'। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি। ১১৯৪ সাল = ১৭৮৭ খৃীঃ।]।

এ°(খ) = কালিকামঙ্গল [নং 'জি ৫৩৬১-৬-সি১'। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি। ১২১২ সাল = ১৮০৫ খৃীঃ।]।

এ°(গ) = অন্নদামঙ্গল [নং 'জি ৫৪১৯-৬-সি৬'। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৭০৫-০৬ শক = ১৭৮৩-৮৪ খৃীঃ।]।

ব° = অন্নদামঙ্গল [সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে ব্যবহৃত। ১১৯২ সাল = ১৭৮৫ খৃীঃ।]।

স° = সত্যপীরের কথা [নং '৫৮৬'। বর্ধমান সাহিত্য সভা। ১২৩৬ সাল = ১৮২৯ খৃীঃ।]।

গ্র°(ক) = গ্রন্থাবলী [বঙ্গবাসী। ১৩০৯ সাল = ১৯০২ খৃীঃ। (প্রস্তুত সংস্করণের আদর্শ)।]।

গ্র°(খ) = গ্রন্থাবলী [বটতলা (দে ব্রাদার্স)। ১৩৩৫ সাল = ১৯১১ খৃীঃ।]।

গ্র°(গ) = গ্রন্থাবলী [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩৪৯, '৫৬ সাল = ১৯৪২, '৪৯ খৃীঃ।]।

প্রস্তুত সংস্করণের * **তারকা-চিহ্নিত কাব্যানুবাদগুলি মৎকৃত**॥

॥৪॥ কবি-প্রতিভা

প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ধারা অবাধ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম যুগ অর্থাৎ বৌদ্ধসহজিয়া মতাবলম্বীদিগের আধ্যাত্মিক সাধনা ও তদ্বিষয়ক সম্প্রাপ্ত সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া আজ বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি বহু কবি ও লেখক ইহার সেবা করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বসাহিত্যের ভান্ডারে আজ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের দান অকিঞ্চিৎকর নয়।

প্রামাণিক তথ্যের অভাবে অনেক কবি-লেখক ও তাঁহাদিগের রচনা সম্বন্ধে অনেক-ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় থাকে না। কিন্তু ইংরেজপূর্ব যুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এই উক্তি খাটে না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত জীবনকথা [১২৬২ সাল = ১৮৫৫ খৃীঃ] ও কবির রচনাবলী—এই দুইটি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে জানিবার প্রধান উপকরণ।

ভারতচন্দ্র সাধারণ কাব্যকার ছিলেন না। তিনি যেমন যুগসৃষ্ট ছিলেন, তেমনি তিনি যুগ-স্রষ্টাও ছিলেন। এই যুগন্ধর কবির রচনাবলীকে আশ্রয় করিয়াই সমগ্র একটি যুগের ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে; অপরদিকে উত্তরপুরুষদিগের জন্য কবি একটি অভিনব সাহিত্য সম্পদও রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর স্বাধীনতার অন্তিম কবি জয়দেব, মুসলমান-শাসনের দুর্দিনের কবি বিদ্যাপতি-চন্ডীদাস, মুসলমান আমলের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি ভারতচন্দ্র।

খৃীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক সব দিক দিয়াই স্মরণীয়। জীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য—সর্ব ক্ষেত্রেই এই যুগে একটি বিরাট দিক্‌পরিবর্তন হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের অন্তিমক্ষণ এবং ইংরেজ রাজত্বের পত্তন—এই দুইয়ের সন্ধিলগ্নে পাইতেছি কবি ভারতচন্দ্রকে। পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিচার হইয়া গেল, কবি মৃত্যুর পূর্বে তাহা দেখিয়া গেলেন। বিলীয়মান মোগল সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং উদীয়মান ইংরেজ শাসন-বন্দোবস্ত—এই অস্তোদয়ের প্রত্যক্ষদর্শী কবির রচনা মধ্যেও দেখি নূতন ও পুরাতনের সেতুবন্ধ, পরিবর্তনের সুর-ঝঙ্কার। অষ্টাদশ শতকে ভারতে হিন্দু (ভারতীয়) ও মুসলমান (আরবী, ফারসী, তুরকী) কৃষ্টির সমন্বয় হইয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষায় বহু বিদেশী শব্দ স্থান পাইয়াছিল এবং বিবিধ সাহিত্যের সম্পদ বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে এই বৃহৎ পটভূমিকাটিকে বুঝিতে হইবে। যে যুগে জীবন বিপন্ন, রাজ্য হস্তান্তরোন্মুখ, সম্মান ধূল্যবলুণ্ঠিত, সেই দুর্যোগপূর্ণ যুগে কাব্য-রচনা অনায়াস-সাধ্য ছিল না। এই সকল দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে পরাভূত করিয়া যে দুর্বার প্রতিভা বাঙ্গালাদেশে একদা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল, তিনি স্বয়ং এই শতকের একটি উজ্জ্বল প্রতিনিধি, 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর' যুগের নির্ভীক চিত্রকর; কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ কৃষ্ণ-নাগরিক স্তাবক মাত্র নহেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-রাজসভার মানবধর্মী মোহমুক্ত আধুনিক মহা-কবি। তিনি অতীত যুগের অচলায়তনের জীর্ণসংস্কার করেন নাই, মানুষের জন্য নবদৃষ্টিভঙ্গীতে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার রচনাবলী কেবল

অষ্টাদশ শতকের রাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষয়িষ্ণু চরিত্রের উজ্জ্বল প্রতিফলন মাত্র নহে, বর্তমান বিংশ শতকেরও মূল্যবান্ অবলম্বন।

কবি প্রতিভাকে বুঝিতে হইলে কবিপ্রকৃতিকে বোধের মধ্যে আনিতে হয়। ভারতচন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যে ছিল মর্যাদাবোধ, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী এবং কৌতুক-রস। কবির বংশগত মর্যাদাবোধ, উচ্চশিক্ষার ঔজ্জ্বল্য কোন অবস্থাবিপর্যয়ে নষ্ট হইয়া যায় নাই। তাই নিদারুণ অবস্থাবৈগুণ্যের মধ্যে বিরচিত তদীয় রচনাবলীর কোথাও আতিশয্য-দোষ-দুষ্ট কিংবা অসঙ্গত পূর্বস্মৃতিরোমন্থন দেখা যায় না। মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান। মুকুন্দরামের হৃতসর্বস্বতার ক্রন্দন তদীয় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে সুযোগমাত্রেই ধ্বনিত হইয়াছে কিন্তু ভারতচন্দ্র বিপর্যয়ের বিষপান করিয়াও সাহিত্যের জন্য অবিমিশ্র রস-সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কোথাও ব্যক্তিগত দুঃখের দীর্ঘশ্বাস নাই, কোন উপলক্ষ্যও তন্নিমিত্ত রচিত হয় নাই।[৫] অধিকাংশ বড় কবি জীবনের দুঃখের দিকটি সযত্নে অঙ্কিত করিয়াছেন কিন্তু ভারতচন্দ্র এই দিকটিকে গৌণ করিয়া সুখের, কৌতুকের দিকটি দেখাইয়াছেন। এই সুখ মানুষের জীবনের, স্বর্গের নহে এবং কৌতুকও অসম্ভ্রম নহে। যুগপরিবর্তনের ফলে মানুষের দৃষ্টি হইতে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের যবনিকা যতই অপসৃত হইতেছিল, কৌতুকরসও ততই উৎসারিত হইতেছিল। 'অন্নদামঙ্গল'-এর ছত্রে-ছত্রে এই কৌতুকরসের পরিচয় মেলে। কবি ছিলেন উদারমনোভাবাপন্ন। ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-পুরাণাদির মূল কথাটি, 'বিবিধের মাঝে মহান্ মিলনের' তত্ত্বটি কবির জ্ঞাত ছিল। তাই তাঁহার কাব্যে হরি-হরে, বাঁশীতে-অসিতে, পীরে-নারায়ণে কোন দ্বন্দ্ব বাধে নাই। কবি শাক্ত, শৈব কিংবা বৈষ্ণব ছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর রহিয়াছে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে, তাঁহার শিক্ষার মধ্যে। প্রকৃত কবির যদি কোন ধর্ম থাকে তাহা হইল মানব-ধর্ম। মানবধর্মী কবি ভারতচন্দ্র ভেদবুদ্ধিকে ধিক্কৃত করিয়াছেন।

গীতিকাব্যের অভিনবত্ব, আধুনিকতা ও আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চরিত্র-চিত্রণের নূতনত্ব এবং সংস্কারমুক্ত সাহিত্য-সৃষ্টি—ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিষয়বস্তু কবির নিজস্ব নহে। কিন্তু অন্নদামঙ্গলাদি কাব্যের গানগুলিতে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন গীতিকাব্যগুলির মধ্যে তীব্র অনুভূতি-সম্পন্ন প্রাণধর্মী বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার পরিচয় বর্তমান। সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালীর সাহিত্যে গীতিকাব্যপ্রবণতা দেখা গিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের মধ্যেও ইহা ছিল, সম্ভবতঃ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য তাই ত্রিখণ্ডিত। সর্বোপরি ভারতচন্দ্রের গীতিকাব্যে গতানুগতিকতার ধারা ভঙ্গ হইয়াছিল।

অনাস্বাদিতপূর্ব বাস্তববোধ, নবতন সমাজসচেতনতা, মোহশূন্য বিশ্লেষণমূলক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনপর্যালোচনার বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য—এই গুণগুলির জন্যই ভারতচন্দ্র আধুনিকতা-ধর্মী। কাব্যের মধ্যে, জীবনের মধ্যে মানুষের প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের অন্যতম লক্ষণ। অষ্টাদশ শতকের প্রতিনিধি কবি ভারতচন্দ্রের রচনায় অবাস্তব

---

৫ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ['উদ্বোধন'পত্রিকা (চৈত্র. ১৩৬৫ সাল। পৃঃ ১৪৫-৫১)]।

স্বপ্নালুতার পরিবর্তে দুঃখ-সুখে ভরা বাস্তব জীবনই ধরা পড়িয়াছিল। স্বর্গের দেবদেবীও তাই কবির হাতে মানুষের ব্যবহারই পাইয়াছে। সাহিত্যে রথ ও পথ কবি যুগপৎ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতকের কথা সাহিত্যের বীজ 'মালিনীর মালঞ্চে' নিহিত ছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভবিষ্যতের একটি বৃহত্তর যুগের শুভ সূচনা দেখা গিয়াছিল। তাই ভারতচন্দ্র শুধু কবি নহেন, প্রচ্ছন্ন কথা-সাহিত্যিক তথা ঔপন্যাসিকও বটেন।

আধুনিকতার অপর লক্ষণ হইল বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কবি 'ভাবেতে ফতুর হইয়া ভাষায় চতুর' হইয়া উঠেন নাই। ভাব যেমন তাঁহার ছিল সান্দ্র, ভাষা ও ছন্দ তেমনি 'তুল্যগুণবধূবরের' মত বলিষ্ঠ ছিল। একাধিক ভাষাকে কি ভাবে প্রয়োগ করিলে বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি ঘটে, সিদ্ধশিল্পী বাক্‌পতি ভারতচন্দ্রের সে কৌশলও উত্তমরূপে জানা ছিল। প্রয়োজন অনুসারে তিনি বিবিধ ছন্দের (বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী) ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু কোথাও দুঃখসাধ্য বোধগম্যতার বিন্দুমাত্র অবকাশ রাখেন নাই। ভুজঙ্গপ্রয়াতে মহাদেবের রুদ্ররূপ, তূণকে দক্ষযজ্ঞনাশ, শিখরিণীতে নাগদমনের জন্য আবেদন—ছন্দের এই বৈচিত্র্য এবং যথাস্থানপ্রযুক্ততা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির পক্ষে সম্ভব নহে।)

চরিত্রচিত্রণে ভারতচন্দ্রের অভিনবত্ব লক্ষিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে কবি-চিত্রিত দেব-চরিত্রগুলিকে অনুজ্জ্বল ও মহিমাবর্জিত বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, কবির স্বচ্ছ দৃষ্টিতে পুরাণের মর্মকথাটি ধরা পড়িয়াছিল। ভারতচন্দ্র মহাদেবকে বেদিয়া করেন নাই। তিনি গণদেবতা, দরিদ্র-অজ্ঞ-মূর্খ-অকিঞ্চন সর্বসাধারণের আশ্রয়, বামপন্থী বামদেব। তিনি মানুষেরই দেবতা। বেদব্যাসেরও অপমান ভারতচন্দ্র করেন নাই। মানুষের বেদনার ইতিহাস বেদব্যাসের দৈবনির্দিষ্ট মতিভ্রমে সূচিত হইয়াছিল। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের 'কথায় হীরার ধার' হীরামালিনী পরিপূর্ণ মানব-প্রকৃতিক এবং সম্পূর্ণ জীবন্ত। হীরামালিনী 'টাইপ্' বা মামুলি চরিত্র নহে, বঙ্গসাহিত্যে হীরামালিনী অনেক ফুল যোগাইয়াছে। প্রতিটি চরিত্র কবি মানব-রস-সিক্ত করিয়াছেন। তাই তাঁহার কাব্যে যেমন সাধারণ মানুষদিগকে (যথা, হরিহোড়, ঈশ্বরী পাটনী, দাসু-বাসু) পাওয়া যাইতেছে, তেমনি পৌরাণিক চরিত্রগুলিরও নব-রূপায়ণ হইয়াছে। এই ব্যাপারে পূর্বতন কবিদিগের সহিত ভারত-চন্দ্রের তুলনা করা চলে না। কারণ, কবির মধ্যে যে আধুনিক মনোভাব ছিল, পূর্ববর্তী কবিদিগের মধ্যে তাহার কল্পনা করা সত্যই অসমীচীন।

ভারতচন্দ্রের রচনাবলীতে সাহিত্যের সংস্কার-মুক্তি হইয়াছিল। যে কোনও কারণেই হউক, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য নির্দিষ্ট পথে না চলিয়া পৌরাণিক ও অপৌরাণিক উপাদানের সংমিশ্রণে নরনারীর শাশ্বত প্রণয়লীলারূপ অভিনব কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করিল। কাব্যলক্ষ্মী পল্লীজীবন পরিত্যাগ করিয়া নগর জীবনে প্রবেশ করিলেন। এই নগরজীবনের কাব্যে ক্ল্যাসিকতা ও রোমান্টিকতা যুগপৎ দেখা দিল। কাব্য সরস হইল। এখন প্রশ্ন হইল—এই রস নির্মল কিংবা আবিল? 'অন্নদামঙ্গল' স্বল্পপ্রাণ হইলেও খাঁটি কাব্য। অত্যুগ্র বাস্তববাদ কিংবা অতিতীক্ষ্ন আদর্শবাদ—

কোনটিই এই কাব্যকে ব্যর্থ করে নাই। কবি সামাজিক, রাষ্ট্রিক, পারিবারিক জড়তা ও অসত্যের প্রতি যেমন তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, তেমনি সাহিত্যকে শাশ্বত জীবনের দর্পণ স্বরূপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্য ভীরুর বৈরনির্যাতন, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনে অশ্লীল কিংবা ভদ্রতাবিরুদ্ধ ব্যঙ্গসর্বস্ব নহে। এই দিক দিয়া ভারতচন্দ্র আলেকজাণ্ডার পোপের সহিত তুলিত হইয়া থাকেন।

ভারতচন্দ্রের প্রশংসায় বর্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর কুণ্ঠা তদ্‌রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অশ্লীলতার প্রসঙ্গে। সাহিত্যকে জীবনের দর্পণ বলিয়া ধরিলে যৌনানুভূতির প্রবলতাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। জঘন্য উদ্দেশ্যে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় বিরচিত না হইলে জীবন সম্বন্ধে কোন আলোচনাই গর্হিত নহে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি বিমল আনন্দ-দান হয়, তবে কি বিদ্যাসুন্দরের আপাতদৃষ্ট দেহসর্বস্ব ভোগ-লোলুপ অশ্লীলতার পঙ্কে অম্লান আনন্দ-পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হয় নাই! কবি এই অশ্লীলতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার রচনায় এত অলঙ্কার, এত কারু-কার্যের প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর' যদি একান্তই ভারতচন্দ্রের কলঙ্ক-রেখা হয়, তবে ইহা অলঙ্কৃত কলঙ্ক। বিদ্যাসুন্দর সৌন্দর্যময় (*'A thing of beauty'*) এবং সেইজন্যই ইহা চিরানন্দদায়ী (*'A joy for ever'*) । এই সৌন্দর্যের অভাবেই রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কালজয়ী হইতে পারে নাই। ভারত-চন্দ্রের কাব্যের 'উজ্জ্বলরস' আবিল হইলেও উজ্জ্বল। যে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অধোগতির চিত্র ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় তাহা অষ্টাদশ শতকের আকস্মিক সৃষ্টি নহে। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পদ।

ভারতচন্দ্রের রচনাবলী ত্রুটীহীন নহে। পরের মনোরঞ্জন ইহার জন্য কিয়দংশে দায়ী। অন্নদামঙ্গল কাব্যে কৃষ্ণনগর রাজসভার বর্ণনা আছে কিন্তু দিল্লীর দরবারের বর্ণনা নাই বলিলেই চলে। সপারিষদ্ কৃষ্ণচন্দ্রের মনস্তুষ্টির জন্যই সম্ভবতঃ কবি ভূতের উপদ্রবে দিল্লীশ্বরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের ভাগ্যবিপর্যয়ে কবির লেখনী হইতে একটি দীর্ঘশ্বাসও বাহির হয় নাই। কলুষিত সৌন্দর্যের মধ্যে চরম স্বাদুতা আস্বাদনের শক্তি থাকা সত্ত্বেও রুচিবান্ উচ্চশিক্ষিত কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় রচনাবলীকে অষ্টাদশ শতকের স্খলন হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। স্থূল ও রুচিবিগর্হিত উপাদান সমূহকে যথাসম্ভব বস্তুর অতীত ভাবরসে পরিণত করিলেও কবির রচনার বহু স্থলে উজ্জ্বল রস গাঁজাইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহার জন্য কবি এবং তদীয় পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রকে মুখ্যতঃ দায়ী করা চলে না। যে যুগে বিলাসবাহুল্য ও দুর্নীতির প্রাবল্য সর্বত্র বিদ্যমান, অন্তর-রিক্ত মানবকুল পরদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণে ব্যস্ত এবং রাজশক্তি আশ্রয়ের পরিবর্তে আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্য সেই কুক্ষণে বিরচিত। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র তাহার নিমিত্তমাত্র। তবুও কবির রচনাবলী স্বকীয় মূল্যেই মূল্যবান, আন্তর ধর্মেই সুসার্থক॥

॥ ৫ ॥ মঙ্গল-কবি ভারতচন্দ্র

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধানতঃ দুইটি ধারা—পদাবলী এবং মঙ্গল বা পাঁচালী কাব্য। মঙ্গলকাব্যের আবার তিনটি ধারা—সংস্কৃত; বঙ্গীয় এবং পরে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে মুসলমানী ধারা। মঙ্গল বা পাঁচালী কাব্যকে স্থূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—দেবদেবী-কাহিনীমূলক (পৌরাণিক ও অপৌরাণিক) এবং প্রণয়কাহিনী-মূলক (আদিরস প্রধান)।

'মঙ্গল' শব্দটি নানা অর্থে [যথা—গৃহকল্যাণ (ঋগ্বেদ, ১০|৮৫), গার্হস্থ্য উৎসবানুষ্ঠান (অশোকানুশাসন, নবম গিরিলিপি), দেবলীলাগীতি (হরিবংশ) ইত্যাদি] প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বাঙ্গালায় দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক রচনা-মাত্রই মঙ্গলকাব্য নামে আখ্যাত হইয়া থাকে এবং এই মঙ্গলের সহিত কল্যাণের যোগ সর্বত্র বিদ্যমান।

ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে তিনটি বিশেষ পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। প্রথমটি আর্য ও আর্যেতর সম্প্রদায়ের সম্মিলন, দ্বিতীয়টি মুসলমান আক্রমণ এবং তৃতীয়টি ইংরেজ-অভ্যুত্থান। প্রতিটি পরিবর্তন বাঙ্গালীর জীবন, ধর্ম, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। মনোধর্মী আর্য ও প্রাণধর্মী আর্যেতর সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম, দেবতাবাদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদির সংমিশ্রণ ও প্রতিবেশ-প্রভাবের ফলে মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হইয়াছে। মুসলমানদিগের জন্য এই সকল কাব্যে ভাব ও ভাষাগত প্রভাব ও পরিবর্তন আসিয়াছে। ইংরেজ আসিবার পর মঙ্গলকাব্য-যুগের অবসান হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যগুলি পৌরাণিক আভিজাত্যযুক্ত প্রচারমূলক লৌকিক সাহিত্য। এই কাব্যগুলির প্রথমাংশে গণেশাদি দেববন্দনা, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ইত্যাদির দ্বারা একটি পৌরাণিক পরিবেশ রচিত হইয়া থাকে। উপজীব্য দেবতার [উচ্চবর্ণের আর্যদেবতা (যথা,—চণ্ডী), কিংবা নিম্নবর্ণের অনার্যদেবতা (যথা,—মনসা, ধর্মঠাকুর)] মাহাত্ম্য এবং পূজা প্রচারের জন্যই এই সকল কাব্যে দেবতার আদেশপ্রাপ্তি (সাক্ষাতে কিংবা স্বপ্নে), অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর সমাবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়া থাকে এবং সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য দেবতাদিগকে শাপভ্রষ্ট করিয়া মর্ত্যে আনয়ন করিতে হয় ও গ্রন্থে ফলশ্রুতিসংযোজনের প্রয়োজন হয়। মঙ্গলকাব্যসমূহের প্রথমাংশে বর্ণিত শিবায়নখণ্ডটিও লৌকিক সাহিত্য। এই শিব দেবতা বৈদিক রুদ্র নহেন, লৌকিক বাঙ্গালী দেবতা। দেবলোকের সহিত নরলোকের যোগসূত্র স্থাপনের পক্ষে এই শিবায়নখণ্ডের মূল্য যথেষ্ট। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ (১|৪১) ভঙ্গীর বর্ণনায় কতিপয় শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালীর উল্লেখ আছে, অজ্ঞাত কবি বিরচিত অপর একটি শ্লোকে[৬] ভারতচন্দ্রের 'কন্দল ও শিবনিন্দা'র প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই চিত্র বহু কবি তাঁহাদিগের কাব্যে অঙ্কিত করিয়াছেন।

---

[৬] 'ব্রহ্মায়ং বিষ্ণুরেষ ত্রিদশপতিরসৌ লোকপালাস্তথৈতে, জামাতা কোঽত্র? যোঽসৌ

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা উল্লেখযোগ্য। আর্যানার্য সংস্কৃতির মিলনের ফলে বর্ণ-হিন্দুগণ নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের লৌকিক দেবতাদিগকে (ধর্ম, মনসা, পঞ্চানন্দ, ঘাঁটু, শীতলা প্রভৃতি) আর্যদেবতার (স্ত্রী হইলে শক্তির এবং পুরুষ হইলে ব্রহ্মের) বিবর্তিত রূপ বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। অনার্য দেবতা অনায়াসেই বৈদিক দেবতা হইয়া উঠে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কুব্যাখ্যা। প্রকৃত কথা হইল, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ নিম্নবর্ণের হিন্দু-গণকে অধ্যাত্মের দিকে কোন সাহায্যই করে নাই। ফলে, নিম্নবর্ণীয়গণ উচ্চবর্ণীয়গণের অনুসরণে আপনাদিগের দেবতা প্রস্তুত করিয়া লইল। অনুকৃত দেবতা হিসাবে তাহার মধ্যে বৈদিক দেবতার ছায়া এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে বর্ণহিন্দুগণের স্পর্শ রহিয়া গেল। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুগণই এই সকল দেবতা এবং সংশ্লিষ্ট উপাখ্যানাদি লইয়া কাব্য রচনা করিলেন, অর্বাচীন মন্ত্রও বিরচিত হইল এবং দেবতাগণও উল্টা ব্যাখ্যার ফলে বৈদিক বেশে উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রশ্ন হইল—লৌকিক দেবতাকে ঈদৃশ বৈদিক আভিজাত্য দিবার প্রয়োজন কি? মানুষই আত্মপ্রয়োজনে দেবতা গড়িয়াছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনই যদি ভারতীয় আদর্শ হয়, তবে বৈদিক ও অবৈদিক দেবতাবাদ, উভয়েই স্বচ্ছন্দে ধর্মে তথা সাহিত্যে অবস্থান করিতে পারে। শেষ ঠিকানা একটা তো রহিয়াই গেল।

/ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' নামে মঙ্গলকাব্য হইলেও, আসলে নহে। ইহা অষ্টাদশ শতকের আধুনিক মঙ্গলকাব্য। এই শতাব্দী মঙ্গলকাব্য রচনার পক্ষে অনুকূল ছিল না। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহা মূলতঃ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় পূর্বপুরুষ ভবানন্দের কীর্তি-কথা। অবশ্য কাব্যে দেবদেবীবন্দনা, স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্তি, শাপভ্রষ্ট দেবগণের মর্ত্যে পূজাপ্রচারার্থে আগমন, অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি রহিয়াছে। /কাব্যের উপজীব্য দেবতা শক্তিরূপিণী অন্নদা বা অন্নপূর্ণা। অষ্টাদশ শতকের নিরন্ন বাঙ্গালার উপাস্যা দেবী হিসাবে অন্নদা পরিকল্পনাটি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্য হইল না কারণ মঙ্গলকাব্যের মূল সুরটি ইহার মধ্যে ধরা পড়িল না। মানুষের জীবন-ধারার গতিপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের গতিও পরিবর্তিত হইতেছিল। তাই অন্নদামঙ্গলের তিনটি খণ্ডের মধ্যে যোগসূত্র অতি ক্ষীণ। অন্নদার কাহিনীর অপেক্ষা বিদ্যাসুন্দরের লৌকিক জীবনযাত্রা অধিকতর আবেদনময় হইল। কবি দেব-কাহিনীর মধ্যে এই লৌকিক কাহিনীটি যুক্ত করিয়া একদিকে যেমন মুমূর্ষু মঙ্গলকাব্যের অপমৃত্যু ঘটাইয়াছেন, তেমনি অপরদিকে ইহাকে মৃত্যুদ্বার উত্তীর্ণ করিয়া একটি নবতন জীবনের সন্ধানও দিয়া গিয়াছেন। অন্নদামঙ্গল একটি অভিনব আধুনিক মঙ্গলকাব্য। কবির রচনায় হরপার্বতীর সংসার কৈলাস নহে, একান্তপক্ষে বঙ্গদেশের। বেদব্যাস তাঁহার পৌরাণিক মহিমা বর্জন করিয়া দেবতা-নিগৃহীত আত্মশক্তি-নির্ভর মানুষের বেশে অবতীর্ণ হইলেন। 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মের উগ্রগন্ধ নাই, দেবতার অবমাননাও নাই। তবে ভক্তের

ভুজগপরিবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী। হা বৎসে! বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবরপ্রার্থনাব্রীড়িতাভিঃ দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিতপুলকা শ্রেয়সে বোঽস্তু গৌরী॥'—[১।২৩।৩]।

অপমানও যে সহনীয় নহে তাহা দৈব-বিড়ম্বিত ভাগ্যহত ব্যাসের বিদ্রোহ ধ্বনির ['কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া'] মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। একদা এই বিদ্রোহ চাঁদসদাগরের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। সমগ্র মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে দ্বিতীয় চাঁদসদাগর কিংবা দ্বিতীয় ব্যাসদেব আর হয় নাই। উভয়েই পরাজিত কিন্তু এই পরাজয় গৌরবময়। উত্তরকালে সাহিত্যে মানুষের জয় ও প্রতিষ্ঠা এবং দেবতার আসনচ্যুতির দিন আসন্ন হইয়া আসিতেছিল। 'অন্নদামঙ্গল' বাস্তবধর্মী কাব্য, কোন কাল্পনিক দুঃখের 'বারমাস্যা' ইহার মধ্যে যুক্ত হয় নাই। বিদ্যাসুন্দরের বার মাস বর্ণনায় বাস্তব সুখের ইঙ্গিতই রহিয়াছে। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অপর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল মানব-রস। বর্তমানের দাবীকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া কবি তদীয় কাব্যে জীবনের দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনা, কৌতুক-মাধুর্যাদি সমস্ত ভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন। দৈবনির্ভরতার অন্ধবিশ্বাস যুক্তির আলোকে অপসৃত হইয়া আধুনিক যুগের প্রত্যুষকে সূচিত করিল। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য এই প্রত্যুষের কলকণ্ঠ বিহঙ্গম।

প্রচলিত সমালোচনা অনুসারে ঘনরাম, মুকুন্দরাম ও রামেশ্বরের সহিত ভারত-চন্দ্রের তুলনা করা হইয়া থাকে। এই সমালোচনার মূল সূত্র হইল—মুকুন্দরাম ও ঘনরামের তুলনায় ভারতচন্দ্রে মৌলিকতার অভাব ও সুস্পষ্ট অনুসরণ, দেবচরিত্রচিত্রণে মর্যাদাবোধের অভাব ও মানব-চরিত্রচিত্রণে অস্বাভাবিকতা এবং রামেশ্বরের তুলনায় পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের অনুপস্থিতি। এই প্রচলিত সমালোচনা অভ্রান্ত নহে। 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের মূল্য কালের নিকষে যাচাই হইয়া গিয়াছে। জীবনের সৃষ্টিকার্য অন্নদামঙ্গলের সাহিত্য-শিল্পে পরম নৈপুণ্যের সহিত স্থান পাইয়াছে বলিয়াই তাহা অক্ষয় হইয়া রহিয়া গেল। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে বহু বর্ষের ব্যবধান। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের স্থান বাঙ্গালা সাহিত্যে সুনির্দিষ্ট, এই বিষয়ে কোন মতান্তর নাই। যে স্থলে ভারতচন্দ্রকে মুকুন্দরামের অনুকারী বলা হয় তাহা প্রধানতঃ অন্নদামঙ্গলের প্রথমাংশ অর্থাৎ শিবায়ন খণ্ড। কিন্তু এই ক্ষেত্রেই ভারতচন্দ্রকে ঘনরাম ও মুকুন্দরামের অন্ধ অনুকারী বলা চলে না কারণ ভারতচন্দ্র তদীয় কাব্যের বিষয় বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন 'স্কন্দপুরাণ' এবং অপরাপর সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে। কবি কখনও হুবহু অনুবাদ, কখনও-বা ভাবানুবাদ করিয়াছেন [যথা,—দক্ষের শিবনিন্দা ('সভাজন শুন, জামাতার গুণ—'), ব্যাসের শিবনিন্দা ('সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি—'), কাশীতে শাপ ('ক্রমে তিনপুরুষের বিদ্যা না হইবে—') ইত্যাদি[৭]] এবং

---

৭ 'কিং বংশ্যস্ত্বেষঃ কিং গোত্রঃ কিং দেশীয়ঃ কিমাত্মকঃ। কিং বৃত্তিঃ কিং সমাচারো বিষাদী বৃষবাহনঃ ॥ ন প্রায়স্তপস্ব্যেষ ক্ব তপঃ কাস্ত্রধারণম্। ন গৃহস্থেষু গণ্যোঽসৌ শ্মশাননিলয়ো যতঃ ॥ অসৌ ন ব্রহ্মচারী স্যাৎ কৃতপাণিগ্রহস্থিতিঃ। বাণপ্রস্থং কুতশ্চাস্মিন্নৈশ্বর্যমদমোহিতে ॥' —ইত্যাদি [দক্ষের শিবনিন্দা]।

'সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ত্রিসত্যং ন মৃষা পুনঃ। ন বেদাদপরং শাস্ত্রং ন দেবোঽচ্যুততঃ পরঃ ॥ লক্ষ্মীশঃ সর্বদো নান্যো লক্ষ্মীশোপ্যপবর্গদঃ। এক এব হি লক্ষ্মীশস্ততো ধ্যেয়ো ন চাপরঃ ॥'—ইত্যাদি [ব্যাসের শিবনিন্দা]।

'মাভূৎ ত্রৈপুরুষী বিদ্যা মাভূৎ ত্রৈপুরুষং ধনম্। মাভূৎ ত্রৈপুরুষী মুক্তিঃ কাশীং ব্যাসো

কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে বিষয়বস্তু সংগৃহীত হইল তাহাও প্রতিস্থলে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুরণন তো ছিলই।[৮] ভারতচন্দ্রের সময়ে মুকুন্দরামের কবি-খ্যাতি অল্প ছিল না এবং তীক্ষ্ণধী আত্মসচেতন কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সহিত পূর্ববর্তী কবির অভিন্নতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াই এই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অন্নদামঙ্গলের অন্যতমা পাত্রী সোহাগীর পূর্বপুরুষ ভাঁড়ুদত্তের গোষ্ঠীভুক্ত—এই ইঙ্গিতই শিল্পী ভারতচন্দ্রের মুকুন্দরাম-পরিচিতি ও পঠনের পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য দেয়। উপরন্তু, কবি সংস্কৃতাদি বিবিধ ভাষায় পারঙ্গম হইয়াও মূল পাঠ না করিয়া মুকুন্দরামাদির কাব্যানুসরণে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিবেন, ইহা বিচিত্র বটে! বিশেষভাবে কবি-প্রকৃতির সহিত পরিচিত না হইলে ভারতচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণে মর্যাদাবোধের অভাব এবং অস্বাভাবিকতাই আপাতদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হইতে পারে। তাঁহার যুগন্ধরত্ব সম্বন্ধে অনবধানতাবশতঃই তদীয় রচনাবলীতে রুচিবোধের অভাব বোধ হয়। স্মরণ রাখা উচিত, চাষী গৃহস্থের পাঁচালী ও রাজসভার কাব্য কোনক্রমেই এক নহে; নগরজীবনে পল্লীর স্তব্ধতা অনুপস্থিতই থাকে। ঘনরামাদির উত্তরাধিকার ভারতচন্দ্র নিঃসন্দেহে পাইয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের চিত্র আঁকিতে গিয়া কোন পূর্বসূরীই ভারতচন্দ্রের মত সমগ্রতার দিকে লক্ষ্য দেন নাই; দৈবনির্ভর অংশটুকুই তাঁহাদিগের বিচরণক্ষেত্র ছিল। প্রত্যেক কবিই স্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। একের অন্ধ প্রশংসায় অপরকে হীনপ্রভ করা প্রতিভার অবমাননা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। ভারতচন্দ্র উন্নততর ঘনরাম কিংবা সার্থকতর মুকুন্দরাম মাত্র নহেন। ভারতচন্দ্র ভারত-চন্দ্র—বঙ্গসাহিত্য-গগনের অমৃতস্যন্দী স্নিগ্ধ সুধাকর॥

॥ ৬ ॥ ভারত-কাব্যে সুভাষিতাবলী

যুগচিত্রশিল্পী ভারতচন্দ্রের রচনায় অষ্টাদশ শতকের সমাজ-রাষ্ট্রাদির একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি পাওয়া যায়। তৎকালীন দেশ ও দশের অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রূপসজ্জা ও স্থাপত্যশিল্প, পাল-পার্বণ, বিবিধ সামাজিক বিধি (বিবাহ, এয়োজাত) প্রথা (কৌলীন্য) ও সংস্কার (যাত্রাকালে শুভ চিহ্ন-দর্শন, স্ত্রী-আচার), জাতি ও

শপান্বিতি॥ গর্বঃ পরোত্র বিদ্যানাং ধনগর্বোত্র বৈ মহান্। মুক্তিগর্বেণ নো ভিক্ষাং প্রযচ্ছন্তাত্রবাসিনঃ॥'—ইত্যাদি [কাশীতে শাপ]।—স্কন্দপুরাণ (কাশীখণ্ড)।

[৮] বিবিধ-বিষয়িণী কবিতাবলীর অন্তর্গত 'হাওয়া' শীর্ষক কবিতার সহিত ভর্তৃহরির 'শৃঙ্গারশতক'-এর 'গ্রীষ্ম' নামক কাব্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে—'অচ্ছার্দ্র চন্দনরসার্দ্র-করা মৃগাক্ষ্যো, ধারাগৃহানি কুসুমানি কৌমুদী চ। মন্দো মরুৎসুমনসঃ শুচি হর্ম্যপৃষ্ঠং গ্রীষ্মে মদণ্ড মদনণ্ড বিবর্ধয়ন্তি॥' এইরূপ বহু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

সংস্কৃত ব্যতীত সুফীভাবধারার সন্ধানও ভারতচন্দ্রের রচনায় মিলে। 'সুন্দরের স্বদেশ-গমন প্রার্থনা' অংশে ('তনু মোর হৈল যন্ত্র—') জলালুদ্দিন রুমীর প্রতিধ্বনি—'মন্ চঙ্গ্-ই-তু অম্ ব্র হর্ রগ্-ই-মন্' ইত্যাদি।

তৎসংশ্লিষ্ট নাম-পদবী, ভোজ্য ও পানীয়ের বিস্তৃত বিবৃতি কবির রচনাবলীর বিষয়ীভূত হইয়াছে। অধুনা বাঙালীর জীবনে তিনটি উপাদান—খাঁটি বাঙালী, মোগলাই বাঙালী এবং এ্যাংগ্লো বাঙালী। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাঙালীর প্রথম দুইটি রূপ সুচিত্রিত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের অনেক কথাই প্রবাদে পর্যবসিত হইয়াছে। বাস্তব জীবনের আলোক-চিত্র এই বাক্যগুলির মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য এবং সমকালীন ইতিহাস বিধৃত হইয়া আছে। কবির সমগ্র রচনাবলীতে অন্যূনপক্ষে চারিশতাধিক সূক্তির সন্ধান মিলিবে। প্রস্তুত সংকলন হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত করা গেল—

[অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর। আপ্‌কো লগাও ভোগ, কামকো জাগাও যোগ। কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। ঘরে অন্ন নাই যার, মরণ মঙ্গল তার। জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী। তেজোবধ হয় যার, প্রাণবধ ভাল তার। দুধে-ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কেটা দিল। বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি। ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। হা ভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়। শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা, শক্তিলোপে শব। ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট।][১] খুঁয়ে তাঁতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। আয়তি কেবল আচাভূয়া। আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়। কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন-বস্ত্র দিয়া। কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুঃখ। করিলা যেমন কর্ম উপযুক্ত হয। কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে। চিনির বলদ সম একখানি গুণ। মার কাছে যায় পুত্র বাপে দিলে তাড়া। তপোবলে রাত্র হয় দিবা। তিনকাল গিয়া মোর এক কাল আছে। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে। নারীর যৌবন বড় দুরন্ত। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র। পরশ পরশে লোহা সোনা করিবারে। বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ। ওঝার ঘাড়ে বোঝা। মাথা খাতি আলি মোর। যৌবন প্রফুল্ল ফুল, কেবল দুঃখের মূল। বিধিকৃত স্ত্রী-পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে। বুড়া বয়সের ধর্ম অল্পে হয় রোষ। বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী। বৃক্ষমূলে হানি, শিরে ঢাল পানি। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন। যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ। যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে। যেখানে কুলীন জাতি, সেখানে কোন্দল। হাতে-লোতে ধরিয়াছে॥

---

[১] অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্। খাও দাও কাঁসী বাজাও (চলিত প্রবাদ)। সকল পূর্ণিমা চাঁদে, বিকল হইয়া কাঁদে কর-পদ-পদ্মের গন্ধে (লোচনদাস)। যার পয়সা নাই, ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভালো (প্যারীমোহন কবিরত্ন)। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে (গীতা)। খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করলে তাঁতী এঁড়ে গরু কিনে (চলিত প্রবাদ)। ললাট লিখন খণ্ডন ন জাএ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। বিপত্তৌ কিং বিষাদেন সম্পত্তৌ হর্ষণেন কিম্, ভবিতব্যং ভবত্যেব কর্মণো গহনা গতিঃ। মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ; করেঙ্গে য়ে মরেঙ্গে। দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ, সে মোর সুখাইল (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ, শক্তি-যুক্তো যদা দেবী শিবোঽহং সর্বকামদঃ। বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ, অথবা গব্যূতি-শ্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ (শঙ্করাচার্য)।

॥ ৭ ॥ ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার

ভারতচন্দ্রের চিন্তা-প্রবাহের খাতের মধ্য দিয়াই পরবর্তী শতাব্দীর বিভিন্ন সাহিত্য-প্রতিভার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। রামনিধি গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যসাধকদিগের মনোরাজ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব বিদ্যমান। মধুসূদন কেবল ভারতচন্দ্রের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যই আত্মসাৎ করেন নাই, তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বৈষ্ণবপদাবলীর অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের সঙ্গীতের প্রভাবই সমধিক। ভারতের অনুসরণে রঙ্গলাল ভুজঙ্গপ্রয়াত ও মাল-ঝাঁপ পয়ারে অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহার 'কাঞ্চী-কাবেরী' কাব্যের মণিকা গোয়ালিনী হীরা-মালিনীরই প্রতিবিম্ব।

ভারতচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী উত্তর সাধকদিগের উপর অসহনীয় অথচ দুস্তর উপদ্রবের মত ছিল। এইহেতু বহু কাল যাবৎ বঙ্গসাহিত্যে নূতন কোন কবির দেখা পাওয়া যায় নাই। যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা ভারতী রীতির প্রকরণ-গত অনুকারী কবিওয়ালা। ইহাঁদিগের হাতে পড়িয়া কাব্য-সাহিত্য নিতান্তই 'ফজলিতর আম' হইয়া রহিল, 'আতা' হইবার সৌভাগ্য কোন ক্রমেই তাহার হইল না। এতদ্ব্যতীত, কাব্যজগতে ভারতচন্দ্রের অনুসরণ বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যথা, পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল', দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী', মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা', অক্ষয়কুমার দত্তের 'অনঙ্গমোহন' কাব্য প্রভৃতি। নদীয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে প্রচলিত খেঁড়ু বা খেউড় সঙ্গীত ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাগরিক আভিজাত্য লাভ করিয়া চুঁচুড়া ঘুরিয়া কলিকাতার নিধুবাবুর গানে পরিশোধিত রূপ লাভ করিয়াছিল। ভারত-রস-প্রবাহ হইতেই ঈশ্বরগুপ্তের 'য়ারকীর' খাল কাটা হইয়াছিল। মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের ইঙ্গিত ভারতচন্দ্রের পয়ার ছন্দের স্বাধীন যতিস্থাপনে পাওয়া যাইতে পারে।

কাব্যজগৎ ব্যতীত নাট-গীতি জগতেও ভারতচন্দ্রের প্রভাব বিদ্যমান। মুষ্টিমেয়ের কবি ভারতচন্দ্রকে অভিজাত গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ পরিসর হইতে বাহির করিয়া জনতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল গোপাল উড়িয়া প্রমুখ বিদ্যাসুন্দর যাত্রাওয়ালাগণ। 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক [যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচলিত এবং তদনুসরণে হিন্দী কবি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র কৃত] বাঙ্গালা দেশে বহুবার (পেশাদার এবং সখের দল কর্তৃক) অভিনীত হইয়াছে। গেরাসিম্ স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফের উদ্যোগে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম অভিনীত (১৭৯৫।৯৬ খৃঃ) অনূদিত নাটক 'দি ডিস্‌গাইজ'-এ ভারতপ্রণীত সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছিল। কাব্য-নাটক ব্যতীত ভারত-প্রভাব দেখা যায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে এবং উত্তরকালের সমাজ-সম্পর্কিত একাধিক ব্যঙ্গাত্মক রচনাতে।

একাধিক বিদেশী গ্রন্থকর্তার পুস্তকে [নাথানিএল ব্র্যাসি হাল্‌হেডের ও গেরাসিম লেবেডেফের ব্যাকরণে, হেনরী পিট্‌স ফরস্টারের অভিধানে] এবং বিবিধ

সঙ্কলন গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতি দেখা যায়। কবির বিদ্যাসুন্দর ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল (১৮৯০ খৃীঃ)।

কৃষ্টিকেন্দ্র যখন নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর হইতে স্থানান্তরিত হইয়া হুগলী-শ্রীরামপুর ঘুরিয়া কলিকাতায় পেঁাছিল, তখন সংস্কৃতির বাহন হইল বটতলা-মুদ্রণালয় এবং এই মুদ্রণযুগের তথা বটতলা সাহিত্যিকদিগের আদি কাব্যকার হইলেন ভারতচন্দ্র। এই সকল কবিযশঃপ্রার্থীরা সাহিত্য-জগতে খ্যাতিমান হইতে পারেন নাই সত্য; কিন্তু ভারতকাব্যবহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া ইঁহারা ভবিষ্যৎ কবিদিগকে সতর্ক করিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্রের মত নহে, অন্য কিছু লিখিতে হইবে—এই ধারণা একদা অজ্ঞাতে জন্মলাভ করিল; যাহার ফলে বহুদিন পরে বঙ্গসাহিত্য মধুসূদনের তূর্য-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিল॥

॥ ৮ ॥ ভারতচন্দ্রের ভাষা

ভারতচন্দ্রের বাক্যরীতি সাধারণ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সহিত সদৃশ। বিবিধ ভাষার শব্দের সার্থক ও রসময় প্রয়োগ ভারতচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। ভারত-কাব্যে প্রচুর পরিমাণে মুসলমানী শব্দ পাওয়া যায় তাহার অন্যতম কারণ হইল যে, ভারতচন্দ্রের জন্মের বহুপূর্ব হইতেই ভূরসুটে একটি মুসলমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল যাহা উত্তরকালে কবিকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করিয়াছিল। কবির সমগ্র রচনাবলীতে মুসলমানী নাম ব্যতীত ৩৭৭টি মুসলমানী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহাদের প্রয়োগ কবিকঙ্কণের ন্যায় আড়ষ্ঠ নহে। মূল সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃতানুগ পদপ্রয়োগ [তেজোবধ, পুনঃ, কৃপাময়ি (সম্বোধনে)] ব্যতীত ভারতচন্দ্রের ভাষায় পুরাতন ও ভাষামিশ্র শব্দের ব্যবহার [আছিল, তেঁই; অল্পেয়ে (= অল্পায়ু্যা, তৎকালীন রূপ), আল্যা (জোড়কলম শব্দ ঃ উজ্জ্বল > উজালা + আলো > আলা + ইয়া), মাগী (< মাউগী), অন্নপানি, খানাপিনা], ছন্দ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কারণে শব্দসঙ্কোচন [ওথায় (< হোথায়), কৈতে (< কহিতে), ভর্সা (< ভরসা, ভরোসা < ভর + বশ)] ইত্যাদির দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ইতস্ততঃ কয়েকটি হিন্দী শব্দ [কড়্খা (< প্রাকৃত কড়ক্‌খ < সং কটাক্ষ), কুজড়া, ঝুটমুট, ঝাড়ু, মোরছল, পানি] ছাড়া কবির রচনাবলীর কিয়দংশ পশ্চিমা হিন্দী ভাষাতে [বীরসিংহ ও গঙ্গাভাটের কথোপকথন দ্রষ্টব্য] এবং ব্রজবুলী লক্ষণাক্রান্ত ভাষাতে ['হরগৌরীরূপ'] বিরচিত হইয়াছে। পুঁথিগুলিতে বানান সম্বন্ধে প্রায়শঃ অনবধানতা [অগো (= ওগো), আল (সম্বোধন কিংবা আলোক অর্থে), মাজ (= মাঝ), সিন্দু (= সিন্ধু)] লক্ষিত হয়। লিপিকরের অজ্ঞতাপ্রসূত ইহা হইলেও মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও নদীয়া অঞ্চলের প্রভাব (উপভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি) কবি-ব্যবহৃত শব্দাবলীর উপর পড়িয়াছিল। ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিলে কবির ভাষায় সাধারণতঃ এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষিত হয়—

ধ্বনিতত্ত্ব—বিপ্রকর্ষ [বাঙ্গালা (পরমাদ < প্রমাদ, বিমরিষ < বিমর্ষ), বিদেশী (কুলুপ < কুফ্ল, সরম < শর্ম)] **অভিশ্রুতি** [ভারতচন্দ্রের ভাষাতেই সর্বপ্রথম অপিনিহিত-সঞ্জাত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিয়া অভিশ্রুতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে (খাতি, আলি, পড়্যা, বাঁধ্যা], **সন্ধি** [সংস্কৃতানুগ (অমৃতাম্র), ভাষা-মিশ্র (সদ্যোমরা), বাঙ্গালা (ব্রহ্মাদিরো, দিকাদিক), বিযুক্তপদ (ধরণী ঈশ্বর)] ।

রূপতত্ত্ব— প্রত্যয় [বাঙ্গালা প্রাকৃতজ কৃৎ (কান্দন, রাজাই, হারি), বাঙ্গালা তদ্ধিত (একা, বাঙ্গালী, কেটা), তদ্ধিতরূপে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ (এয়োজাতঃ জাত = সমূহ), বিদেশী তদ্ধিত (নজরানা, মজুন্দার, বাবুর্চি)], **উপসর্গ** [বাঙ্গালা (অনাসৃষ্টি, কুকথা), বিদেশী (গরহাজির, বদনাম, বেইমান)], **সমাস** [সংস্কৃত (গিরিসুতা, সবিনয়), বাঙ্গালা (দুধেভাতে, চৌদিকে, অল্পেয়ে), বিযুক্তপদ (লোকের মঙ্গল)], **শব্দদ্বৈত** [একই শব্দের পুনঃপ্রয়োগ (কোটি কোটি), অনুকার-বিকার জাত শব্দ (কিলিকিলি, কলক্কল, ছলচ্ছল)], **লিঙ্গ** [সংস্কৃতানুগ (পরমা প্রকৃতি), লিঙ্গ বিষয়ে ঔদাসীন্য (অধিষ্ঠিত মাতা)], **বচন** [প্রত্যয় যোগে (তোমরা, পুরুষেরা), সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা (তিন জন, চারি ভুজ), শব্দের দ্বিরুক্তি দ্বারা (সহস্রে সহস্রে), বহুবচন জ্ঞাপক পদ দ্বারা (আদি, আবলী, কুল, জাত, ঘর)], **পদাশ্রিত নির্দেশক** [খান, খানি, গোটা, টা], **অনুসর্গ পদ** [অন্তর, আগে, কাছে, ঘরে], **কারক-বিভক্তি** [সংস্কৃতানুগ (সর্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য, শ্মশানে স্বরগ সম), বাঙ্গালা অবিভক্তিক ও সবিভক্তিক (এ, এরে, য়, র, রে) কারক (যারে কালে ধরে, বাঙ্গালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে, বাপার ভবন, ক্রোধ হৈল পাতশায়)], **সম্বোধন পদ** [সংস্কৃতানুগ (ভবানি, দেবি), বাঙ্গালা (ওগো, গো, হ্যাদে)], **বিশেষণ** [সংস্কৃতানুগ (কমলা কমলালয়া), বাঙ্গালা (বাহাত্তুরে কায়স্থ, মধুর হাসি)], **ক্রিয়া-বিশেষণ** [বিভক্তি যোগে (ধীরে যাও), অসমাপিকা (নাচিয়া নাচিয়া), পরস্পর সাপেক্ষ শব্দ (যেখানে সেখানে)], **সংখ্যা শব্দ** [সাধারণ (এক, দুই), ভগ্নাংশিক (আধ, আধই), গুণিতক (দ্বি, দোঁহ), সমাসবদ্ধ (ত্রিনয়ন), অনির্দিষ্ট (গোটা কত)], **সর্বনাম** [ব্যক্তিবাচক (আমি, তারে, সেহ), নির্ণয়বাচক (ওই, ইনি), সাকল্যবাচক (সব, সভে), সম্বন্ধবাচক (যারে, যাহে, যে), প্রশ্নবাচক (কেটা, কোন্), অনিশ্চয়বাচক (অল্প), আত্মবাচক (আপনি)], **ধাতুরূপ** [বর্তমান (কহিনু, ছাড়িছে, কহিয়াছ), অতীত (ছিণ্ডিল), ভবিষ্যৎ (ছাড়িবে, হবে < হইবে), অনুজ্ঞা (হোক < হউক), বিধিলিঙ (রাখিলেক), অসমাপিকা (বাঁধ্যা < বাঁধিয়া, মরিলে), ণিজন্ত প্রয়োগ (ভুঞ্জাইয়া), সমার্থক ধাতু (√বট্, √রহ্), নামধাতু (উত্তরিলা, খেয়াব, বিনাইয়া, ফরমাহঃ বিদেশী শব্দ-জাত)], **অব্যয়** [সংযোগ-বাচক (বট, মেনে, নাকি, বরং), মনোভাব-বাচক (আহা, কিবা, মরি মরি, হায় হায়, ফণাফণ)] ।

ভারতচন্দ্রের ভাষার একটি বিশিষ্ট জাতি আছে। বিবিধ ভাষা ও সাহিত্য হইতে সংগৃহীত উপাদান, অলিখিত বাক্যবিন্যাস-কৌশল এবং অনুশীলিত সহজ কাব্য-প্রতিভা মিলিয়া কবির রচনাবলীকে দীর্ঘজীবন দান করিয়াছে॥

॥ ৯ ॥ ছন্দ ও অলংকার

ধ্বনিপ্রধান গীতধর্মের জন্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের অলঙ্কৃত ভাষার মধ্যে অর্থকে অতিক্রম করিয়া যে বিশেষ রূপটি প্রকাশ পায়, তাহার মধ্যেই জীবনশিল্পী কবির পরম নৈপুণ্যের পরিচয় রহিয়াছে। মার্জিত ভাষা, সুপ্রযুক্ত ছন্দ ও ঈপ্সিত অর্থের সহযোগে ভারতচন্দ্রের কাব্য ভাবের অলোক-তীর্থে সহজেই পাড়ি জমাইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যে যথার্থ প্রথম শিল্পী-কবি হইলেন ভারতচন্দ্র। আদি ভারতীয় আর্য ভাষার গুরুলঘুক্রমনির্দিষ্ট অক্ষরমাত্রিক এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশের বৈচিত্র্যময় ছন্দের উত্তরাধিকার কবির ছন্দঃসাচ্ছন্দ্যলাভে সহায়তা করিয়াছে। তদুপরি, বাংগালা বুলি ও কথ্যভাষার বাচনভঙ্গী তাঁহার ছন্দের মধ্যে কণ্ঠের স্বরভঙ্গীটিরও আভাষ দিয়াছে। এই ধ্বনি-ধর্মটি বিচিত্র কলাকৌশলে (শব্দঝঙ্কার, বিবিধ মিল, পর্ব, স্তবক ইত্যাদি) নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ভারতচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীতে।

'ব্যাকরণ অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক' ভারতচন্দ্রের রচনায় (বিশেষতঃ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে) সঙ্গীতের স্থান অকিঞ্চিৎকর নহে। কাব্য ও সঙ্গীতে ছন্দ-ব্যবহার একরূপ নহে, এই বোধ থাকাতে অন্নদামঙ্গলের গানগুলি বিবিধ রাগরাগিণী-তাললয় সহযোগে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'অন্নদামঙ্গল' সভা-সঙ্গীত, জনগণের শ্রুতিতে সেইহেতু সুগোচর। গানগুলির রচনার মধ্যে ছন্দ ও সুর-নিরূপণের অপূর্ব সূক্ষ্মশিল্পচাতুর্য বর্তমান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে কোন কীর্তন সঙ্গীত নাই। নদীয়ার শাক্ত রাজসভায় নদীয়াবিনোদের অনুল্লেখ সম্ভবতঃ অসঙ্গত নহে! সঙ্গীত-শাস্ত্র নহে বলিয়া তৎসম্পর্কিত কোন তথ্য 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে নাই।

ভারতচন্দ্রের রচনাবলীতে দুই প্রকারের ছন্দ দেখা যায়—সংস্কৃত (মূল ও অনুগ) এবং বাঙ্গালা। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, ব্রজবুলী, ফার্সী ইত্যাদি ভাষা শুদ্ধ ও মিশ্ররূপে এই সকল ছন্দে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে বাঙ্গালা ভাষায় কয়েকটি পদ লিখিয়াছেন এবং ঐ পদগুলি মূল সংস্কৃত ছন্দের নামেই পরিচিত। কিন্তু আসলে, এই সংস্কৃতানুগ ছন্দগুলি কবি-কৃত অভিনব বাঙ্গালা ছন্দ মাত্র। সংস্কৃত হইতে জাত হইলেও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং ইহার ধ্বনিধর্ম ও ছন্দঃস্পন্দও পৃথক্ জাতীয়। এইহেতু, এক ভাষার ছন্দ অপর ভাষায় অবিকৃত এবং সাবলীলভাবে কখনও প্রযুক্ত হইতে পারে না। যাঁহারা এই দুশ্চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগেরই পদরচনা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের মধ্যে কালিদাস, মধুসূদনের মধ্যে মিল্‌টন কিংবা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শেলীকে পাওয়া যাইবে না। ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার ধর্মটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলিয়াই মূল সংস্কৃত ছন্দের কলা-কৌশল তদ্‌রচিত সংস্কৃতানুগ ছন্দের রসসৃষ্টির পক্ষে অকাম্য বাধাস্বরূপ হইয়া দেখা দেয় নাই। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দুই-এক স্থলে কবি-ব্যবহৃত পয়ার ছন্দে যতি-পতনের স্বাধীনতা লক্ষিত হয়, যথা—'কান্দে মেনকা রাণী : চক্ষুর জলে ভাসে। নখে নখ বাজায়ে : নারদমুনি হাসে॥' এবং 'নীল পদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর। চারি হাতে

শোভে : আরোহণ শিবোপর॥' প্রথম শ্লোকে সপ্তম অক্ষরের পর এবং দ্বিতীয় শ্লোকে দ্বিতীয় ছত্রে যতি পাত হইয়াছে। অমিত্র ছন্দের মর্ম কথা হইল অসম যতি। ভারত-কাব্যে ক্বচিৎ দৃষ্ট এই বন্ধনহীনতা অমিত্র ছন্দের পূর্বদূত হিসাবে সম্ভবতঃ গণ্য হইতে পারে।

ভারতচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীতে দশ প্রকার সংস্কৃত ও তদনুগ ছন্দ এবং আট প্রকার বাঙ্গালা ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রস্তুত সঙ্কলনে ব্যবহৃত ছন্দগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রসঙ্গতঃ সঙ্কেত-সহ [অ০ = অন্নদামঙ্গল, বি০ = বিদ্যাসুন্দর, মা০ = মানসিংহ, র০ = রসমঞ্জরী, চ০ = চণ্ডীনাটক, ক০ = বিবিধবিষয়িণী কবিতাবলী, প০ = পত্রম্, না০ = নাগাষ্টকম্, গ০ = গঙ্গাষ্টকম্] প্রদত্ত হইল—

সংস্কৃত ও তদনুগ ছন্দ—ভুজঙ্গপ্রয়াত [মূল ঃ 'মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ—' (প০)। অনুগ ঃ 'মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে—' (অ০)], **বসন্ততিলক** [মূলঃ 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিষদঃ সুকর্মা—' (না০)], **মালিনী** [মূল ঃ 'বিমলধবললীলা শম্ভুমৌলৌ বিলোলা—' (গ০)], **তূণক** [অনুগঃ 'ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে—' (অ০), 'ভূপ! মৈঁ তিঁহারো ভট্ট কাঞ্চীপুর জায়কে—' (বি০)], **শিখরিণী** [মূলঃ 'অরে কৃষ্ণস্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদম্—' (না০)], **শার্দূলবিক্রীড়িত** [মূলঃ 'সঙ্গায়ন্ যদশেষকৌতুককথাঃ পঞ্চাননঃ পঞ্চভি—' (চ০)], **স্রগ্ধরা** [অনুগঃ 'খট্মট্ খট্মট্ খুরোত্থধ্বনিকৃতজগতীকর্ণপুরাবরোধঃ—' (চ০)], **অনুষ্টুপ** [মূলঃ 'যদম্বু নাশিতুং মলং মহামলং সুশীতলং—' (গ০)]।[১০]

বাঙ্গালা ছন্দ— পয়ার ['অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা—' (অ০)], **মালঝাঁপ পয়ার** ['কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে—' (বি০)], **ঢামালী** ['আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো—' (অ০)], **ত্রিপদী** ['সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা, সখী তোলে ধরাধরি করি—' (বি০), 'গঙ্গ কহো গুণসিন্ধু, মহীপতি-নন্দন সুন্দর, ক্যোঁ নহী আয়া—' (বি০)], **চতুষ্পদী** ['বাসনা করয়ে মন, পাই কুবেরের ধন, সদা করি বিতরণ, তুষি যত আশনা—' (ক০), 'কাম লিয়ে, তুঝে ভেজ দিয়া, সুধী ভুল গয়ী, অরু মোহি ভুলায়া—' (বি০), 'শ্যাম হি তু প্রাণেশ্বর, বায়দ্ কি গোয়দ্ রু-বর, কাতর দেখে আদর কর, কাহে মরো রোয়কে—' (ক০)], **পঞ্চপদী** ['মালিনী কিল খাইয়া, বলিছে দোহাই দিয়া, আমারে যেমন, মারিলি তেমন, পাইবি তাহার কিয়া—' (বি০)], **দিগক্ষরা বৃত্তি** ['কান্দে নলকূবর দুঃখিত। চন্দ্রিণী পদ্মিনী সম্মিলিত—' (অ০)] **একাবলী** ['অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন। অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥—' (অ০), 'নারীর যৌবন বড় দুরন্ত।—' (র০), 'চল চল সব ব্রজকুমারী। তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি॥—' (মা০)]।

---

[১০] ভূজঙ্গপ্রয়াতং চতুর্ভির্যকারৈঃ। জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ। ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ। তূণকং সমানিকা পদদ্বয়ম্ বিনান্তিমম্—গ্লৌ রজৌ সমানিকা তু। রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী। সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্। ম্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনির্যতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্। পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ, গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ।—[ছন্দোমঞ্জরী]।

অগ্র-লিখিত ছন্দাবলীর পূর্ণাঙ্গ রূপ দর্শন করিতে হইলে প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহের স্মারকপদানুসরণ পূর্বক সম্পূর্ণ শ্লোকগুলিকে পাঠ করিতে হইবে।

শব্দে, চিত্রে ও ভাবে প্রতিভাধর কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য অনবদ্য। তিনি কেবল শাব্দিক কবি ছিলেন না, 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী' রসস্রষ্টা ছিলেন। কবির আদর্শ ছিল—'যে হোক্ সে হোক্ ভাষা কাব্য রস লয়্যা'। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলঙ্কার সমাবেশে তাঁহার কাব্য যথার্থই রসাত্মক বাক্য হইয়াছে। ভাষার উপর অনন্যসাধারণ অধিকার হেতু ভাষাকে শক্তিশালিনী ও সৌন্দর্যময়ী করিবার প্রয়াসে কবি তদীয় রচনাবলীতে বিবিধ অলঙ্কার প্রয়োগ (পৃথক্ ও মিশ্রিত, উভয় ভাবে) করিয়াছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রাভিজ্ঞ দক্ষরূপকার কবি ভারতচন্দ্রের প্রয়োগ-নৈপুণ্য কুত্রাপি তাঁহার কাব্যকে ভারাক্রান্ত করে নাই, বরং বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্লেষণযোগ্য বাচ্যার্থের সহিত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা সংযুক্ত হইয়া অন্তরেন্দ্রিয়বেদ্য রস-সম্পদে পরিণতি-লাভ করিয়াছে। ভারত-কাব্যে অব্যুৎপত্তি এবং রসসৃষ্টিশক্তির লাঘবতা দৃষ্ট হয় না। কবির অলঙ্কার প্রয়োগ স্বতঃস্ফূর্ত, রসতত্ত্বের ঔচিত্যের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। অখণ্ড রসানুভূতি-যুক্ত আন্তর পরিস্পন্দনের বাহ্য প্রকাশ বলিয়া তদীয় কাব্য 'চিত্রকাব্যে' পর্যবসিত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হইতেই সর্বভারতগ্রাহ্য 'বৈদর্ভী রীতি-'র পার্শ্বে 'গৌড়ী রীতি' আপনার আসন করিয়া লইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের রচনাবলীতে যে অলঙ্কার-প্রাচুর্য লক্ষিত হয়, তাহা উক্ত 'গৌড়ী রীতি'র পরিণতি মাত্র।

ভারতচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীতে মিশ্রালঙ্কার ব্যতীত ন্যূনপক্ষে ছাব্বিশ প্রকার স্বতন্ত্র অলঙ্কার-প্রয়োগ দেখা যায়। প্রস্তুত সঙ্কলন হইতে সংগৃহীত, অগ্র-লিখিত দৃষ্টান্তাবলী হইতে কবির অলঙ্কার-প্রয়োগের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে—

অনুকার ['লটপট জটাজুট সঙ্ঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥' (অ০), 'ধো ধো ধো ধো, নাগারা গড় গড় গড় গড়, চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈঃ।—' (চ০)], **অনুপ্রাস** ['শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে—' (অ০)], **শ্লেষ** বা **দ্ব্যর্থ** ['গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত। পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ-খ্যাত॥' (অ০), 'কি বিদ্যা-প্রভাবে বিদ্যা-বিদ্যমানে যাব।' (বি০)], **যমক** ['আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি॥' (বি০)], **উপমা** ['বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।' (বি০)], **প্রতীপ** ['পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল। ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥' (বি০)], **উৎপ্রেক্ষা** ['ব্যাসের তপের গাছ, অন্নদার লয়ে পাছ, ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে।' (অ০)], **ব্যতিরেক** ['কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥' (বি০)], **তুল্যযোগিতা** ['যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥' (বি০)], **অর্থান্তরন্যাস** ['একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥' (বি০)], **দৃষ্টান্ত** ['দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার। হায় বিধি চাঁদে কৈলে রাহুর আহার॥' (বি০)], **অপ্রস্তুত প্রশংসা** ['বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥' (বি০)], **বিশেষোক্তি** ['গরল খাইল, তবু না মরিল, ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥' (অ০)], **অতিশয়োক্তি** ['অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর। ক্ষীরোদে থাকিলা হরি,

হিমালয়ে হর॥' (বি°)], **বিরোধ** ['পাখা নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়।' (অ°)], **ব্যাজস্তুতি** ['অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥' (অ°)], **সুভাষিত পর্যায়োক্ত** ['আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে। এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥' (বি°)], **পল্লবিত** বা **বাক্যবিস্তর** ['বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাধর জাতি, বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম।' (বি°)]।

ভারতচন্দ্রের রচনাবলীতে এইরূপ অলঙ্কার-প্রয়োগের বহু নিদর্শন মিলিবে। প্রয়োগ-বিজ্ঞানের অভিনবত্বে ভারতচন্দ্র যথার্থই অতুলনীয়। লীলায়িত অলঙ্কৃত ভাষার সঙ্গীতধর্ম অপূর্ব দক্ষতার সহিত শিল্পসাধক কাব্যকার রায়গুণাকর ভারত-চন্দ্রের সৃষ্টির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহার সাহিত্যের চিত্রশালায় মৃত্যু কিংবা অপমৃত্যুর প্রবেশদ্বার সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ॥

ঃ॥ প্রদর্শনী-পর্ব ॥ঃ

॥ ১ ॥ সত্যপীরের কথা; ॥ ২ ॥ রসমঞ্জরী; ॥ ৩ ॥ অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল; ॥ ৪ ॥ বিবিধ বিষয়িণী কবিতাবলী; ॥ ৫ ॥ পত্রম্; ॥ ৬ ॥ নাগাষ্টকম্; ॥ ৭ ॥ চণ্ডী নাটক; ॥ ৮ ॥ গঙ্গাষ্টকম্ ॥

॥ঃ॥ নূতন মঙ্গল আশে ঃ ভারত সরস ভাষে ঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় ॥ঃ॥

ঃ॥ ১ ॥ সত্যপীরের কথা ॥ ঃ

শুন সবে একচিত ঃ সত্যপীর গুণ গীত ঃ দুইলোকে পাবে প্রীত ঃ সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ ঃ বন্দ সত্যনারায়ণ ঃ সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ ঃ যারে যেই ভাবনা॥
কলির প্রথমে হরি ঃ ফকীর শরীর ধরি ঃ অবনীতে অবতরি ঃ হরিবারে যন্ত্রণা।
দ্বিতীয়েতে বিষ্ণুনামে ঃ দরিদ্র দ্বিজের ধামে ঃ ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কামে ঃ দানে কৈল মন্ত্রণা॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যায় ঃ প্রভু দেখা দিলা তায় ঃ হইয়া ফকীর-কায় ঃ মুখে দিব্য দাড়ি রে।
গায়ে কাঁথা শিরে টোপ ঃ গলে ছেলি মুখে গোঁপ ঃ ঝুলিতে ঝুলিছে থোপ ঃ হাতে আশাবাড়ি রে॥
সেলাম্ হমারা পাঁড়ে ঃ ধূপ্‌মেঁ তুম্ কাহে খড়ে ঃ পরেশান্ দেখে বড়ে ঃ মেরি বাত্ ধর্ তো।
সির্ণি ব°দে পীর বা° ঃ সভি হম্‌কো মির বা° ঃ মুকামে জাহির্ বা° ঃ দর্‌ব°হস্ত তব্ তো॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখি দ্বিজ ঃ নিবাসে আসিয়া নিজ ঃ পূজিল গরুড়-ধ্বজ ঃ সির্ণি দিয়া বিহিতে।
দেখিয়া বিপ্রের ধন ঃ ঘরে ঘরে সর্ব্বজন ঃ পূজে সত্যনারায়ণ ঃ খ্যাতি হৈল ক্ষিতিতে॥
চতুর্থে উৎকট কষ্ট ঃ কাঠুরের হৈল নষ্ট ঃ জগতে হৈল শ্রেষ্ঠ ঃ সৃষ্টি কৈল পালনা।[১]
সত্যপীর গুণ গেয়ে ঃ মনোমত ধন পেয়ে ঃ সিরিণি প্রসাদ খেয়ে ঃ সিদ্ধি করে বাসনা॥
সদানন্দ নামে বেণে ঃ সত্যপীরে সির্ণি মেনে ঃ পঞ্চমে পাইল কন্যে ঃ চন্দ্রকলা নামেতে।
কি কব তাহার ছাঁদ ঃ কাম ধরিবার ফাঁদ ঃ মুখখানি পূর্ণ চাঁদ ঃ জিত রতি-কামেতে॥
বর আনি নীলাম্বর ঃ রূপে গুণে মনোহর ঃ সদানন্দ সদাগর ঃ কন্যা দিল দানেতে।
চন্দ্রকলা নিকেতনে ঃ সত্যদেবে পূজা মানে ঃ সত্যদেব ভাবি মনে ঃ সদা থাকে-ধ্যানেতে॥
কন্যার বিবাহ দিয়ে ঃ জামাতারে সঙ্গে নিয়ে ঃ সিরিণি বিস্মৃত হয়ে ঃ পাটনেতে চলিল।
পীর ক্রোধ করে তায় ঃ ধরা পড়ে চোর-দায় ঃ গলে ডোর বেড়ি পায় ঃ কারাগারে রহিল॥
এ সব প্রকার ষষ্ঠে ঃ সদাগর মুক্ত কষ্টে ঃ সপ্তমে সাধুর দৃষ্টে ঃ পথে কৈল ছলনা।
অষ্টমেতে ঘরে এল ঃ চন্দ্রকলা বার্ত্তা পেল ঃ প্রসাদ খাইতেছিল ঃ ফেলে করে হেলনা॥
জলে ডুবে মরে পতি ঃ উভরায় কান্দে সতী ঃ কি হবে রামার গতি ঃ প্রভু কোথা গেলে হে।
এ নবযৌবন-নিশি ঃ হয়ে তায় পূর্ণ-শশী ঃ কোথা আছ অহর্নিশি ঃ প্রেমাধীনী ফেলে হে॥

---

[১] ত্রিতিয়েতে বিষ্ণুলোক ঃ নিস্তারিতে রোগ সোক ঃ সর্গে জায় ব্রহ্মলোক ঃ সভে কৈলেন মন্ত্রণা ঃ ॥ চতুর্থে উৎকষ্ট কাষ্ট ঃ কাঠুরে করিলে তুষ্ট ঃ প্রিথিবি করিলে ছেষ্ট ঃ ছিষ্টী কৈলেন পালনা ঃ ॥—সং পুঁথি।

যৌবন প্রভুর কাল ঃ মদন-দহন-জাল ঃ কোকিল-কোকিলা কাল ঃ রাখ পদতলে হে।
যৌবনে প্রফুল্ল ফুল ঃ কেবল দুঃখের মূল ঃ খেদে হয় প্রাণাকুল ঃ ঝাঁপ দিই জলে হে॥[২]
স্তবে তুষ্ট জগৎকর্ত্তা ঃ বাঁচাইল তার ভর্ত্তা ঃ সদানন্দ পেয়ে বার্ত্তা ঃ পূজারম্ভ করিল।
ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা ঃ সির্ণি-কৈল কাঁচা পাকা ঃ যেন শশধর রাকা ঃ দুই লোকে তরিল॥
ভরদ্বাজ অবতংস ঃ ভূপতি রায়ের বংশ ঃ সদা ভাবে হতকংস ঃ ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ঃ ভারত ভারতী-যুত ঃ ফুলের মুখটি খ্যাত ঃ দ্বিজ-পদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম ঃ দেবানন্দপুর নাম ঃ তাহে অধিকারী রাম ঃ রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় ঃ দেশে যার যশ গায় ঃ হয়ে মোরে কৃপাদায় ঃ পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি ঃ সংক্ষেপে করিতে পুঁতি ঃ তেমতি করিয়া গতি ঃ না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয় ঃ হরি হোন্ বরদায় ঃ ব্রতকথা সাঙ্গ পায় ঃ সনে রুদ্র চৌগুণা॥ঃঃ॥

[২] জোবন প্রভূর মূল ঃ অলি হইল প্রিতিকূল ঃ কেবল দুখের মূল ঃ কে বলিবে ভাল হে ঃ॥—সং পুঁথি।

ঃ ॥ ২ ॥ রসমঞ্জরী ॥ ঃ

॥ উপক্রমণিকা ॥

জয় জয় রাধাশ্যাম ঃ নিত্য নব রসধাম ঃ নিরুপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব্ব-সুলক্ষণধারী ঃ সর্ব্ব-রসবশকারী ঃ সর্ব্ব প্রীতি প্রণয়কারক॥
বীণা বেণু যন্ত্র গানে ঃ রাগ রাগিণীর তানে ঃ বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক।
গোপ-গোপীগণ সঙ্গে ঃ সদা রাস-রস রঙ্গে ঃ ভারতের ভক্তি-প্রদায়ক॥
রাঢ়ীয় কেশরী-গ্রামী ঃ গোষ্ঠীপতি দ্বিজ-স্বামী ঃ তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার।
রাজ-ঋষি-গুণযুত ঃ রাজা রঘুরাম-সুত ঃ কলিকালে কৃষ্ণ অবতার॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ঃ সুরেন্দ্র ধরণী-মাজ ঃ কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে ঃ শশী ঝাঁপ দেয় সুখে ঃ যার যশে হয়ে অভিমানী॥
তার পরিজন নিজ ঃ ফুলের মুখটি দ্বিজ ঃ ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভূরিশিট রাজ্যবাসী ঃ নানা কাব্য-অভিলাষী ঃ যে বংশে প্রতাপনারায়ণ॥
রাজবল্লভের কার্য্য ঃ কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য ঃ মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস ঃ ভাষায় করিতে বশ ঃ আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥
সেই আজ্ঞা অনুসরি ঃ গ্রন্থারম্ভে ভয় করি ঃ ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত ঃ যদি দেখ দুষ্ট মত ঃ সারি দিবা এই নিবেদন॥

॥ নায়িকাপ্রকরণ ॥

মুগ্ধা ঃ

মুগ্ধা বলি তারে যার অঙ্কুর যৌবন। বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ॥
দেখিনু নাগরী ঃ রূপের সাগরী ঃ বয়স-সন্ধি সময়।
শিশুগণ মেলে ঃ বাঁধুবাড়ু খেলে ঃ পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয়॥
হংস খঞ্জরীটে ঃ দেখি পদে দিঠে ঃ কবে হৈল বিনিময়।
হৃদয়-সরোজ ঃ পূজিতে মনোজ ঃ পণ্ডিত হয় সংশয়॥

মধ্যা ধীরা ঃ

আজি প্রভু দড় দড় ঃ বেশ বন্যায়্যাছ বড় ঃ শ্বেত-রক্ত চন্দনের চাঁদ ভালে ধরেছ।
মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঃ নয়ন হয়েছে রাঙ্গা ঃ বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ॥

তোমা বিনা প্রভু নাই ঃ যাইবার নাহি ঠাঁই ঃ কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন হরেছ।
অপরাধ ক্ষমা কর ঃ নূতন চন্দন পর ঃ এই লও নব মালা বাসি মালা পরেছ॥

প্রগল্‌ভা অধীরাঃ

কোন্ ফুলে বঁধু ঃ পান কর্‍্যা মধু ঃ হয়্যা আলে যাদু ঃ পোড়াতে মোরে।
আলতা কজ্জল ঃ সিন্দূর উজ্জ্বল ঃ জাগিয়া বিকল ঃ নয়ন ঘোরে॥
এতেক বলিয়া ঃ ক্রোধেতে জ্বলিয়া ঃ কমল ফেলিয়া ঃ মারিল জোরে।
কাঁদয়ে নাগর ঃ গুণের সাগর ঃ কোথায় আদর ঃ থাকয়ে চোরে॥

প্রগল্‌ভা ধীরাধীরাঃ

জাগিয়া নয়ন ঃ তোমার যেমন ঃ আমার তেমন ঃ সকল বটে।
সব কাজে সম ঃ ফলে তর-তম ঃ কিসে আমি কম ঃ বুঝিলে ঘটে॥
বিধি কৈল নারী ঃ লাজ দিল ভারী ঃ তেঁইসে না পারি ঃ তোমার হটে।
বৃক্ষ মূলে হানি ঃ শিরে ঢাল পানি ঃ চরণ দুখানি ঃ নৌকায় তটে॥

অভিসারিকাঃ

স্বামীর সঙ্কেত-স্থলে যে করে গমন। তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ॥
নিকট সঙ্কেত সময় আইল ঃ শুনে রসময়ী মুরলী গাইলঃ
ধরি ধনু-শর মদন ধাইল ঃ চলে নিধুবনে কামিনী।
পিক কলকলি শারীশুক-ধ্বনি ঃ ফুটে বনফুল ভ্রমর-গুণগুণী ঃ
তাহাতে মিলিত নূপুর-রুণরুণী ঃ শীঘ্র চলে মৃদুগামিনী॥
বাছিয়া পরিলেক নীল-অম্বর ঃ মদন-হেমগৃহে মেঘডম্বর ঃ
পথিকজন-ডর করিতে সম্বর ঃ ঝাঁপিল তাহে তনু দামিনী।
বদন-সরসিজ-গন্ধযুত মন ঃ মোহিত সহচরী ভ্রমর-শিশুগণ ঃ
তথি মলয়াচল-গতি মন্দ পবন ঃ বাওয়ল দ্রুত সখি যামিনী॥

খণ্ডিতাঃ

অন্যভোগচিহ্ন-অঙ্গে আসে যার পতি। খণ্ডিতা তাহার নাম বলে শুদ্ধমতি॥
আইস বঁধু দ্রুত হয়্যা ঃ কেন আইস রয়্যা রয়্যা ঃ মরি রে বালাই লয়্যা ঃ কিবা শোভা পায়্যাছে।
কপালে সিন্দূর-বিন্দু ঃ মলিন বদন-ইন্দু ঃ নয়ন রক্তের সিন্ধু ঃ মোর দিকে ধ্যায়্যাছে॥
অধরে কজ্জল-দাগ ঃ নয়নে তাম্বূল-রাগ ঃ বুঝি কেবা পায়্যা লাগ ঃ মোর মাথা খ্যায়্যাছে।
তোমার কি দোষ দিব ঃ বাপ-মায় কি বলিব ঃ হরি হরি শিব শিব ঃ যম মোরে ভুল্যাছে॥

॥ নায়িকা-সহায় ॥

সখীঃ

আমার নিকটে রয়ে ঃ মরম আমারে কয়ে ঃ এমন শিখাব কথা সুধা-বৃষ্টি করিবে।
আঁচড়িয়া দিব কেশ ঃ বনাইয়া দিব বেশ ঃ থাকুক্ পতির মন মুনি-মন ভুলিবে॥
হাব ভাব লীলা হেলা ঃ শিখাইব নানা খেলা ঃ আসিবে আমার কাছে কাহারে না ডরিবে।
দোষ যত লুকাইব ঃ গুণ যত প্রকাশিব ঃ বড় দায়ে ঠেক যদি আমা হতে তরিবে॥

॥ নায়ক-প্রকরণ ॥

অনুকূল পতিঃ

ওলো ধনি প্রাণধন ঃ শুন মোর নিবেদন ঃ সরোবরে স্নান-হেতু যায়্যো না লো যায়্যো না।
অদ্যাপি বা যাও ভুলে ঃ অঙ্গুলে ঘোমটা খুলে ঃ কমল-কানন পানে চায়্যো না লো চায়্যো না॥
মরাল মৃণাল-লোভে ঃ ভ্রমর কমল-ক্ষোভে ঃ নিকটে আইলে ভয় পায়্যো না লো পায়্যো না।
তোমা বিনা নাহি কেহ ঃ ঘামে পাছে গলে দেহ ঃ বায়ে পাছে ভাঙ্গে কটি ধ্যায়ো না লো ধায়্যো না॥

॥ নায়ক-সহায় ॥

পীঠমর্দ্দঃ

রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সান্ত্বনা। ধর্ম্মধী সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা॥
রমণী-রত্ন সহে না আঁচ ঃ টুটায় অগ্নি-পরশে কাঁচ ঃ
করিতে মান ঃ দিবে না স্থান ঃ দিবে না স্থান।
কি করে ক্ষোভ সহে রামার ঃ অবলা জাতি মৃদু আকার ঃ
জ্বালায় বহ্নি ঃ নহে সে মান ঃ নহে সে মান॥
রস-তাপে হিয়ে বিনাশ পায় ঃ তপন-তাপে সুখ্যায়া যায় ঃ
রসিয়ে মান ঃ রবে কোথায় ঃ রবে কোথায়।
প্রমদা বন্ধন সংসারেরি ঃ প্রমদা আকর আহ্লাদেরি ঃ
সতত রাখহ ঃ সুযত্নে তায় ঃ সুরত্ন প্রায়॥

॥ শৃঙ্গার-নিরূপণ ॥

স্বপ্নদর্শনঃ

নিদ্রার আবেশে ঃ রজনীর শেষে ঃ মনোহর বেশে ঃ বঁধু আসিয়া।
প্রেম-পারাবার ঃ করিল বিস্তার ঃ নাহি পাই পার ঃ যাই ভাসিয়া॥
যে রস হইল ঃ মনেতে রহিল ঃ যে কথা কহিল ঃ মৃদু হাসিয়া।
ধরম করম ঃ সরম ভরম্ ঃ নরম মরম ঃ গেল নাশিয়া॥

॥ ভাব-প্রকরণ ॥

সাত্ত্বিক ভাব ঃ

স্তম্ভ হয় ঘর্ম্ম বয় রোমাঞ্চ-প্রকাশ। বিবর্ণ কম্পন অশ্রু গদ্‌গদ ত্রাস॥
প্রিয় বিনা সুখ যত দুঃখ সে তো হয়। প্রিয় পাইলে দুঃখে সুখ রাগ তারে কয়॥

॥ বয়োবিভাগ ॥

যৌবন ঃ

যৌবনের চারি ভেদ শুন বিবরণ। আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন॥
যৌবন পরম ধন ঃ স্ববশ ইন্দ্রিয়গণ ঃ শিশু বৃদ্ধ দেখি লোক রসকথা কহে না।
বালকের নাহি শুদ্ধিঃবৃদ্ধ হলে হতবুদ্ধিঃযুবা বিনা রস আর কোন খানে রহে না॥
যুবা সূর্য্য বলবান্ ঃ যুবা চন্দ্র দ্যুতিমান্ ঃ যুবা বিনা সংসারের ভার অন্যে বহে না।
কিবা নর কিবা অন্য ঃ যৌবনে সকল ধন্য ঃ যৌবন হইলে নষ্ট দেখি দেহ রহে না॥

নারীর যৌবন বড় দুরন্ত। শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত॥
বিনোদ-বিননে বিনায়্যা বেণী। পুরুষ দংশিতে পোষে সাপিনী॥
কত কত অলি নয়নে ঘোরে। মধু বাক্যে কত কোকিল ঝোরে॥
মলয় বাতাস শ্বাসেতে বহে। সৌরভে সুরভি গৌরবে নহে॥
কমল-কানন আননে থাকে। বান্ধুলি মধুর অধরে রাখে॥
লোহিত কমল মৃণাল সাতে। আভরণে ঢাকি রাখ্যাছ হাতে॥
ত্রিবলি ডোরেতে বান্ধি অনঙ্গ। কটি-তটে থুয়্যা দেখরে রঙ্গ॥
কিশলয় করি-করের ভয়। চরণের তলে শরণ লয়॥
যৌবন-মরম না জানে যে বা। পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা॥
তপ জপ জ্ঞান দান যে কিছু। সকলি যৌবন-ধনের পিছু॥
যৌবন এ তিন অক্ষর লেখ। যে জন পরম উত্তম দেখ॥
যৌবন-মরম যে জানে নাই। প্রথম ছাড়িয়া তাহার ঠাঁই॥
যদ্যপি যৌবনে উদ্যম করে। প্রথমের মত গলিয়া মরে॥
ভারতচন্দ্রের ভারতী-যোগ। যৌবনেতে কর যৌবন-ভোগ॥

॥ জাতি-কথন ॥

জাতি ঃ

অতঃপর চারি জাতি বর্ণিব কামিনী। পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী॥
চারি জাতি নায়িকার শুনহ নায়ক। শশ মৃগ বৃষ অশ্ব সন্তোষ-দায়ক॥
রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত। চারি জাতি নায়কের লক্ষণ-সম্মত॥
নরনারী স্বভাবেতে বিশেষ যে হয়। কহিতে কবিতা বাড়ে ক্ষোভ এই রয়॥ ঃঃ ॥

ঃ ॥ ৩ ॥ অন্নদামঙ্গল (অন্নপূর্ণা মঙ্গল) ॥ ঃ

॥ প্রথম খণ্ড ঃ অন্নদামাহাত্ম্য ॥

গণেশাদি দেব-বন্দনা ঃ

গণেশাদি নমঃ নমঃ ঃ আদি ব্রহ্ম নিরুপম ঃ পরম পুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্ব-স্থূল কলেবর ঃ গজমুখ লম্বোদর ঃ মহাযোগী পরম সুন্দর॥
আমি চাহি এই বর ঃ শুন প্রভু গণেশ্বর ঃ অন্নপূর্ণা মঙ্গল-রচিব।
কৃপাবলোকন কর ঃ বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর ঃ ইথে পার তবে সে পাইব॥
শঙ্করায় নমঃ নমঃ ঃ গিরিসুতা-প্রিয়তম ঃ বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন ঃ সুশোভিত ত্রিনয়ন ঃ ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি॥
ভাস্করায় নমঃ ঃ হর মোর তমঃ ঃ দয়া কর দিবাকর।
চারি বেদে কয় ঃ ব্রহ্ম তেজোময় ঃ তুমি দেব পরাৎপর॥
কেশবায় নমঃ নমঃ ঃ পুরাণ পুরুষোত্তম ঃ চতুর্ভুজ গরুড়বাহন।
বরণ জলদ-ঘটা ঃ হৃদয়ে কৌস্তুভচ্ছটা ঃ বনমালা নানা আভরণ॥
কৌষিকি কালিকে ঃ চণ্ডিকে অম্বিকে ঃ প্রসীদ নগনন্দিনি।
চণ্ডবিনাশিনি ঃ মুণ্ডনিপাতিনি ঃ শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি॥
ঊর মহামায়া ঃ দেহ পদচ্ছায়া ঃ ভারতের স্তুতি লয়ে।
কৃষ্ণচন্দ্র-বাসে ঃ থাক সদা হাসে ঃ রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে॥
ঊর দেবি সরস্বতি ঃ স্তবে কর অনুমতি ঃ বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনি।
শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস ঃ শ্বেত বীণা শ্বেত হাস ঃ শ্বেত সরসিজ-নিবাসিনি॥
দয়া কর মহামায়া ঃ দেহ মোরে পদচ্ছায়া ঃ পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল।
আসরে আসিয়া ঊর ঃ নায়কের আশা পূর ঃ দূর কর অজ্ঞান সকল॥
অন্নপূর্ণা মহামায়া ঃ দেহ মোরে পদচ্ছায়া ঃ কোটি কোটি করি এ প্রণাম।
আসরে আসিয়া ঊর ঃ নায়কের আশা পূর ঃ শুন আপনার গুণগ্রাম॥
স্বপনে রজনীশেষে ঃ বসিয়া শিয়র দেশে ঃ কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি ঃ নূতন মঙ্গল কহি ঃ পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে ঃ কত গুণ কব অল্পে ঃ নিজগুণে হবে বরদায়।
নূতন মঙ্গল-আশে ঃ ভারত সরস ভাষে ঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়॥

গ্রন্থ-সূচনা ঃ

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা। অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত-অনুজা॥
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অজয়া। অপরাধ ক্ষম অগো অব গো অব্যয়া॥

শুন শুন নিবেদন সভাজন সব। যে-রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা-মহোৎসব॥
সুজা খাঁ নবাব-সুত সরফরাজ খাঁ। দেয়ান্ আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়। আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব। মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব॥
কটকে মুরসীদ্ কুলি খাঁ নবাব ছিল। তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল। ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥
নবাব সৌলদজঙ্গে রহিলা কটকে। মুরাদবাখর তারে ফেলিলা ফাটকে॥
লুঠি নিল নারী গাড়ী দিল বেড়ী তোক। শুনি মহাবদজঙ্গ্ চলে পেয়ে শোক॥
উত্তরিলা কটকে হইয়া ত্বরাপর। যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া। উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম। আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান। দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল। দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল॥
মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল। করিতে যবন সব সমূলে নির্ম্মূল॥
নিষেধ করিলা শিব ত্রিশূল মারিতে। বিস্তর হইবে নষ্ট এককেরে বধিতে॥
অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর। না ছাড় সংহার-শূলে সংহর সংহর॥
আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়। আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন। শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গি-রাজা হইল ক্রোধিত। পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি। আইল বিস্তর সেনা বিকৃত-আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল। গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম-গ্রাম পুড়ি। লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥
পলাইয়া কোটে গিয়া নবাব রহিল। কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন-পাতকী। সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্ত মতি॥
দেবীপুত্র বলি লোক যাঁর গুণ গায়। এই পাপে সেই রাজা ঠেকিলেন দায়॥
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়। নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ। সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ॥
বর্গিতে লুঠিল কত কত-বা সুজন। নানা মতে রাজার প্রজার গেল ধন॥
বন্ধ করি রাখিলেক মুরশিদাবাদে। কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে॥
দেবীপুত্র দয়াময় ধরাপতি ধীর। বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া। স্বপনে কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়। এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গল-গীত করহ প্রকাশ। কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥
সভাসদ্ তোমার ভারতচন্দ্র রায়। মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥

তারে তুমি রায়গুণাকর নাম দিও। রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥
সেই আজ্ঞা-মত কবি রায়গুণাকর। অন্নদামঙ্গল কহে নব রসতর॥

গীতারম্ভ—সতীর দক্ষালয়ে গমনঃ

॥ সাহানা-মল্লার—দ্রুত ত্রিতালী॥

কালী-রূপে কত শত পরাৎপরা গো।

অন্নদা ভুবনবালা ঃ মাতঙ্গী কমলা ঃ দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো॥
সুন্দরী ভৈরবী তারা জগতের সারা। উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো॥
রাধানাথের দুঃখভরা নাশ গো সত্বরা। কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো॥

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন। যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপ-ঘরে যাবে। নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম। আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা। বাপ-ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ। ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ। তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর। চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥
দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি। রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী॥
দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা। হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা॥
দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে। ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত। ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত॥
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন। ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥
ধূমাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা। হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা॥
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া। পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া॥
মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান। মহালক্ষ্মী-রূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান॥
পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈলা হর। কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়। কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয়॥
কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে। পূর্ব্ব সর্ব্ব জান কেন পাসরিলা এবে॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে। প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে॥
তিন জন তোমরা কারণ-জলে ছিলা। তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥
তিনজন পরস্পর লাগিলা জপিতে। শব রূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥
পচা গন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ। বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন। প্রকৃতি-রূপেতে তোমা করিনু ভজন॥
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে। সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥
এত শুনি শিবের হইল চমৎকার। প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার॥
লুকাইয়া দশমূর্ত্তি সতী হৈলা সতী। গৌরবর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীর মুরতি॥

মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়। যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে। রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥
প্রসূতি সতীরে দেখি কালীয় বরণ। কহিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন॥
আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছ। ছাড়িবে আমায় বুঝি মনে করিয়াছ॥
স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে। শিব-নিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে॥
শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞ-সহ নাশ। তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস॥
জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়। জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥
মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া। যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বরা হইয়া॥
কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে। শিব-নিন্দা করিয়া সভার আগে বলে॥
ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে॥

শিব-নিন্দায় সতীর দেহত্যাগঃ

সভাজন শুন ঃ জামাতার গুণ ঃ বয়সে বাপের বড় ।
কোন গুণ নাই ঃ যেথা সেথা ঠাঁই ঃ সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান-অপমান ঃ সুস্থান-কুস্থান ঃ অজ্ঞান-জ্ঞান সমান ।
নাহি জানে ধর্ম্ম ঃ নাহি মানে কর্ম্ম ঃ চন্দনে ভস্ম-জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে ঃ কুক্কুরে আপনে ঃ শ্মশানে স্বরগ সম।
গরল খাইল ঃ তবু না মরিল ঃ ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥
সুখে দুখ জানে ঃ দুখে সুখ মানে ঃ পরলোকে নাহি ভয় ।
কি জাতি কে জানে ঃ কারে নাহি মানে ঃ সদা কদাচার-ময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ ঃ কি আছে লক্ষণ ঃ বেদাচার-বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন ঃ না হয় ঘটন ঃ জটা-ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয় ঃ চাষী কেন নয় ঃ নাহি কোন ব্যবসায় ।
শূদ্র বলে কেবা ঃ দ্বিজ দেয় সেবা ঃ নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায় ঃ ভিক্ষা মাগি খায় ঃ না করে অতিথি-সেবা ।
সতী ঝি আমার ঃ গৃহিণী তাহার ঃ সন্ন্যাসী বলিবে কে বা॥
বনস্থ বলিতে ঃ নাহি লয় চিতে ঃ কৈলাস নামেতে ঘর ।
ডাকিনী-বিহারী ঃ নহে ব্রহ্মচারী ঃ একি মহাপাপ হর॥
সতী ঝি আমার ঃ বিদ্যুৎ-আকার ঃ বাতুলের হৈল জায়া ।
আমি অভাজন ঃ পরম ভাজন ঃ নারদ ঘটক ভায়া॥
আহা মরি সতী ঃ কি দেখি দুর্গতি ঃ অন্ন বিনা হৈলা কালি ।
তোমার কপাল ঃ পর বাঘছাল ঃ আমার রহিল গালি॥
মোর কন্যা হয়ে ঃ প্রেত সঙ্গে রয়ে ঃ ছিছি একি দশা তোর ।
আমি মহারাজ ঃ তোর এই সাজ ঃ মাথা খাতি্য আলি মোর॥
বিধবা যখন ঃ হইবি তখন ঃ অন্নবস্ত্র তোরে দিব ।
সে পাপ থাকিতে ঃ নারিব রাখিতে ঃ তার মুখ না দেখিব॥

শিব-নিন্দা শুনি ঃ মহা দুঃখ গুণি ঃ কহিতে লাগিলা সতী।
শিব-নিন্দা কর ঃ কি শকতি ধর ঃ কেন বাপা হেন মতি॥
যারে কালে ধরে ঃ সেই নিন্দে হরে ঃ কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজনু ঃ ত্যজিব এ তনু ঃ তবে যাবে মোর পাপ॥
যে মুখে পামর ঃ নিন্দিলে শঙ্কর ঃ সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া ঃ শরীর ছাড়িয়া ঃ উত্তরিলা হিমাচল॥
হিমগিরি-পতি ঃ ভাগ্যবান্ অতি ঃ মেনকা তাঁহার জায়া।
পূর্ব্ব তপোবরে ঃ তাঁহার উদরে ঃ জনমিলা মহামায়া॥
সতী-দেহত্যাগে ঃ নন্দী মহারাগে ঃ সত্বরে গেল কৈলাসে।
শূন্য রথ লয়ে ঃ শোকাকুল হয়ে ঃ নিবেদিল কৃত্তিবাসে॥
শুনিয়া শঙ্কর ঃ শোকেতে কাতর ঃ বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজগণ ঃ করিলা গমন ঃ করিতে দক্ষ-দমন॥

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা ঃ

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট্ সংঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণী ফন্ন গাজে। দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধক্ধ্বক্ ধক্ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে। ববম্বম্ ববম্বম্ মহা শব্দ গালে॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা। কটি কট্ট সদ্যোমরা হস্তি-ছালা॥
পচা চর্ম্ম-ঝুলী করে লোল ঝুলে। মহা ঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে। উলঙ্গী-উলঙ্গে পিশাচী-পিশাচে॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা। হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্প-বাণা॥
চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী। মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে। চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে। কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে। অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে। সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

দক্ষযজ্ঞ-নাশ ঃ

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে। যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প-কম্প ঝাঁপিছে। ঘোর বোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে॥
সৈন্যসূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি। জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালী মাহুতী॥
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্র বর্গ ডাকিয়া। যাও যাও হুঁ দিখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়া॥
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নির্বৃতি। দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি॥
রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দীভৃঙ্গি-সঙ্গিয়া। ঘোর বেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ-রঙ্গিয়া॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি-গোঁফ ছিণ্ডিল। পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥

বিপ্র সর্ব্ব দেখি খর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে। ভূতভাগ পায় লাগ লাথি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্ত কেশ ধায় রে। হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ-দায় রে॥
যজ্ঞ-গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে। ঊর্দ্ধ্বহাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে॥
মার্-মার্ ঘের্-ঘার্ হান্-হান্ হাঁকিছে। হুপ্-হাপ্ দুপ্-দাপ্ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট-অট্ট ঘট্ট-ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে। হুম্-হাম্ খুম্-খাম্ ভীম শব্দ ভাষিছে॥
ঊর্দ্ধ্ব বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে। লম্ফ-ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ-কূর্ম্ম নাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পিঃ ঢালি লক্ষ-দেহ পুড়িছে। ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে॥
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে। হুল-থুল কুল-কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে॥
মৌনতুণ্ড হেঁটমুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে। কেহ ধায় মুষ্টি-ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে। ভারতের তূণকের ছন্দ-বন্ধ বাড়িছে॥

প্রসূতি-স্তবে দক্ষের জীবনঃ

এইরূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায়। প্রসূতি বাঁচিল মাত্র সতীর কৃপায়॥
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া। প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া॥
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ। শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেঁটমুখ॥
দূর গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়। প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয়॥
বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী। অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি॥
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই। সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই॥
বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়। সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ। দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ॥
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল। যে করিলে সেহ নহে তার মত ফল॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি। ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী॥
সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার। তথাপি বিধবা-দশা হইল আমার॥
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি। তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি॥
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়। আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময়॥
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা। রাজ্যসহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা॥
ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়। উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ। প্রসূতি বলিছে প্রভু একি বিড়ম্বন॥
নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ। ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়। যেমন করিলা কর্ম্ম উপযুক্ত হয়॥
শিব-বাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া। মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেন আঁটিয়া॥
মিলন হইল ভাল হর দিলা বর। শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিলা বিস্তর॥
বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া। যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া॥
যজ্ঞ-স্থানে সতী-দেহ দেখিয়া শঙ্কর। বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥
শিরে লয়ে সতী-দেহ করিলা গমন। গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ॥
বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিল গদাধর। সতী-দেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর॥

তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি। কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর। মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির॥
করিয়া একান্ন খন্ড কাটিলা কেশব। বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব॥

শিব-বিবাহের সম্বন্ধ ঃ

এরূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া। উত্তরিল হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া॥
দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে। চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে॥
মৃত্তিকার হরগৌরী পুত্তলি গড়িয়া। সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া॥
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম। আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম॥
অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে। নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভৎর্সনে॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-ঠাকুর মহাশয়। আমারে প্রণাম করা উপযুক্ত নয়॥
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে। দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥
মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে। তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি। ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী॥
নাতি-জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে। পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে॥
আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত। ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাৎ॥
বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে। কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেল ধেয়ে॥
আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে। ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ি গিয়া। ধূলা-ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামন। প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে। কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥
দুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ একখান। বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কুন্দলিয়া। দেখিবে যদ্যাপি চল বাপারে লইয়া॥
শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ। সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ॥
হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে। সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে॥
নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়। কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়॥
এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে। অখিল ভুবনমাতা জানিতে কে পারে॥
বিবাহ কাহারে দিবে ভাবিয়াছ কিবা। শিব পতি ইঁহার ইঁহার নাম শিবা॥
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে। ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে॥
নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি। জনক-জননী-ভাবে জন্মিলা যখনি॥°

° তব ঘরে উমা মাতা আস্যাছে যখনি॥—বং পুঁথি।

শিব-বিবাহ ঃ

॥ বসন্ত—দাদরা ॥

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।

করবিলসিত নিশিত পরশু ঃ অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥
লক্ লক্ ফণী জটাবিরাজ ঃ তক্ তক্ তক্ রজনীরাজ ঃ
ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ ঃ বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল ঃ হুলু হুলু হুলু যোগিনী-বোল ঃ
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী-রোল ঃ প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া॥
ভভম্ ভবম্ ববম্ ভাল ঃ ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল ঃ
রুদ্রতালে তাল দেয় বেতাল ঃ ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া।
সুরগণ কহে জয় মহেশ ঃ পুলকে পূরিল সকল দেশ ঃ
ভারত যাচত ভকতি লেশ ঃ সরস অবশ অঙ্গিয়া॥

সভা-মাঝে হিমালয় পূর্ব্ব মুখ হয়ে। বসিয়াছে দান-সজ্জা বাম দিকে লয়ে॥
উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন। পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ॥
হেনকালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান। সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান॥
বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি। ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি॥
কহিতে না পারে দক্ষ-যজ্ঞ ভাবি মনে। ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে॥
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া। গিরির আসনে গিয়া বসিল ভুলিয়া॥
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম। তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম॥
কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত। হেনকালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত॥
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ। কি বা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ॥
হেঁটমুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা। বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা॥
স্মরহর বর বর-পিতা পুরহর। পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর॥
শিব-গোত্র শম্ভু, শর্ব্ব-শঙ্কর প্রবর। শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর॥
এইরূপে গিরিশে গিরি গৌরীদান দিলা। স্ত্রী-আচার করিবারে মেনকা আইলা॥
কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে। নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া। শিব-কটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া॥
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া। লইয়া নিছনী ডালা হুলাহুলি দিয়া॥
বরের সমুখে মাত্র মেনকা আইলা। পালাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা॥
গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া। মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া॥
লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ। মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ॥
শুন এয়ো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও। কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও॥
মেনকা নারদ-বাক্যে দুনা মনোদুখে। পলাইতে গোবিন্দের পড়িলা সম্মুখে॥
দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়। আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায়॥
ঘরে গিয়া মহা ক্রোধে ত্যজি লাজ-ভয়। হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়॥
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ। নারদের কথায় করিল হেন কাজ॥
ভারত কহিছে আর কি আছে আপদ। কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক॥

কন্দল ও শিবনিন্দাঃ

॥ বসন্ত—দাদরা ॥

আই আই ঃ ওই বুড়া কি ঃ এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা ঃ এয়োর মাঝে ঃ হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামর-ছটা ঃ তামার শলা বুড়ার জটাঃ
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী ঃ দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া ঃ বুড়ার দাড়ি শণের নুড়া ঃ
ছার-কপালে ছাই কপালে ঃ দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার ঃ বুড়ার গলে হাড়ের ভার ঃ
কেমন করে ওমা উমা ঃ করবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া ঃ ভাঙগড় পাগল ওই না বুড়া ঃ
ভারত কহে পাগল নহে ঃ ওই ভুবনেশ্বর লো॥

কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী। আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকী॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়। কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র। দাড়ি লয়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥
আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব। মেয়েগুলো মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব॥
বেণা-ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া। এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখরে আসিয়া॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে। সেহাকুল কাঁটা হতে ঝাট এস চলে॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়। দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়॥
নারদের তন্ত্র-মন্ত্র না হয় বিফল। পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল॥
এইরূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি। ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কোটাকুটি॥
দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি। হেঁটমুখে মৃদুমন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥
হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত। হরিষ-বিষাদে হিমালয় জ্ঞান-হত॥
ভূত-ভয়ে এয়োগণ নীরবে রহিছে। ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥
আহা মরি ওমা উমা সোনার পুতুল। বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে। সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। দক্ষ-যজ্ঞ মনে করি নিন্দিহ শঙ্কর॥

হরগৌরী-রূপঃ

॥ ঝিঁঝিট—ঠুংরী ॥

কি এ নিরুপম ঃ শোভা মনোরম ঃ হরগৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীত কায় ঃ রাঙগা দুটি পায় ঃ নিছনি লইয়া মরি রে॥

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে ঃ আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে ঃ
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে ঃ আধ ফণি-ফণা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা ঃ আধ মণিময় হার উজালা ঃ
আধ গলে শোভে গরল কালা ঃ আধই সুধা-মাধুরী রে॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ ঃ এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ ঃ
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ ঃ আধই তাম্বুল পুরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন ঃ কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন ঃ
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন ঃ আধই সিন্দুর পুরি রে॥[৪]
কপাল লোচন আধই আধে ঃ মিলন হৈল বড়ই সাধে ঃ
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে ঃ হইল প্রণয় করি রে।
দোঁহার আধ আধ আধশশী ঃ শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি ঃ
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী ঃ আধই চারু কবরী রে॥
এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল ঃ এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল ঃ
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল ঃ আধই গন্ধ কস্তুরী রে।
ভারত কবি গুণাকর-রায় ঃ কৃষ্ণচন্দ্র-প্রেমভকতি চায় ঃ
হর-গৌরী বিয়া হৈল সায় ঃ সবে বল হরি হরি রে॥

কৈলাস-বর্ণন ঃ

কৈলাস ভূধর ঃ অতি মনোহর ঃ কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর ঃ যক্ষ বিদ্যাধর ঃ অপ্সরগণের বাস॥
রজনী বাসর ঃ মাস সংবৎসর ঃ দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ ঃ কিছু নাহি ভেদ ঃ সুখদুঃখ একাকার॥
তরু নানাজাতি ঃ লতা নানা ভাতি ঃ ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ ঃ বিবিধ ভুজঙ্গ ঃ নানা পশু সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে ঃ শিখরে শিখরে ঃ সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ঃ ভ্রমর ঝঙ্কারে ঃ মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল ঃ শার্দ্দুল রাখাল ঃ কেশরী হস্তি-রাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে ঃ ক্রীড়া করে রঙ্গে ঃ ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥
সবে পেয়ে সুধা ঃ নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা ঃ কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক ঃ সে তার রক্ষক ঃ সার অসার সংসারে॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম ঃ সম কর্ম্মাকর্ম্ম ঃ শত্রু-মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই ঃ অপরূপ ঠাঁই ঃ কেবল সুখের মূল॥
চৌদিকে দুস্তর ঃ সুধার সাগর ঃ কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদী-পরে ঃ চিন্তামণি-ঘরে ঃ বসি গৌরী ত্রিপুরারি॥
শিব-শক্তি-মেলা ঃ নানা রসে খেলা ঃ দিগম্বরী-দিগম্বর।

---

[৪] কাজলে রঞ্জিত এক নয়ন ঃ ভাঙ্গে ঢুল ঢুল আর লোচন ঃ আধ ভালে সোভে সিন্দুর চন্দন ঃ আধ হরিতাল পুরি রে॥—এ০ (গ), ব০ পুঁথি।

বিহার যে সব ঃ সে সব কি কব ঃ বিধি-বিষ্ণু-অগোচর॥
নন্দী দ্বারপাল ঃ ভৈরব বেতাল ঃ কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ ঃ ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ ঃ গণিতে কার শকতি॥
এক দিন হর ঃ ক্ষুধায় কাতর ঃ গৌরীরে কহিলা হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ ঃ করে নিবেদন ঃ দয়া কর কাশী-বাসী॥

হর-গৌরীর বিবাদ-সূচনা ঃ

॥ গৌড়-সারঙ্গ—দ্রুত ত্রিতালী॥

বিধি মোর লাগিল রে বাদে। বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে॥
এ বড় বিষম ধন্দ ঃ যত করি ছন্দ-বন্দ ঃ ভাল ভাবি হয় মন্দ ঃ পড়িনু প্রমাদে।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয় ঃ তবু মন নাহি লয় ঃ অধর্ম্মে বিবিধ ভয় ঃ তবু তাই স্বাদে॥
মিছা দারা সুত লয়ে ঃ মিছা সুখে সুখী হয়ে ঃ যে রহে আপনা কয়ে ঃ সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের ঃ আর সব মিছা ফের ঃ ভারত পেয়েছে টের ঃ গুরুর প্রসাদে॥

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি। ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই। সাদ করি একদিন পেট ভরে খাই॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে। সরম-ভরম গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল। তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ। কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি। ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারী॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি। গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়। রস-কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর। খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর॥
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা। কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে যত দায়। আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥
পরম্পরা পরম্পরা শুনি এই সূত্র। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥
এইরূপে দুইজনে বাড়িছে বাক্‌ছল। ভারতে বিদিত ভাল দুখের কন্দল॥

হর-গৌরীর কন্দল ঃ

॥ লুম্‌-ঝিঁঝিট—একতালা॥

কে বা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া ঃ এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে॥
আপনি মাখেন ছাই ঃ আমারে কহেন তাই ঃ কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি ঃ অন্ন চাহে ভূমে লুটি ঃ কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষপানে নাহি ভয় ঃ কথা হৈতে ভয় হয় ঃ উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ-হিয়া ঃ হেন ঘরে দিল বিয়া ঃ ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে॥

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে। ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট-লোচনে॥
শুনিলি বিজয়া-জয়া বুড়াটির বোল। আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী। চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক। বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি। রসনা কেবল কথা-সিন্ধুকের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া। কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন। উঁহার কপালে সব হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়। কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই। মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে। গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু। ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি-লাড়ু॥
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন। তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥
উঁহার ভাগ্যের ফলে হইয়াছে বেটা। কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক্ কেটা॥
বড় পুত্র গজানন চারি হাতে খান। সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়। উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায়॥[৫]
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন। সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে। তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া। নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥
ভারত কহিছে মাগো কত বল আর। শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রাঃ

[৬]ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া। ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন-হেতু যান। হা অন্ন হা অন্ন বিনা শুনিতে না পান॥
ববম্ ববম্ বম্ ঘন বাজে গাল। ভভম্ ভভম্ ভম্ শিঙ্গা বাজে ভাল॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে। তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥
দূর হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা। শিব এলে বলে ধায় যত রঙ্গ-চিঙ্গা॥
কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ। কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল। কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও। কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া। ছাই মাটি কেহ দেয় গায় ফেলাইয়া॥

---

[৫] ধনু-বাণ হাতে হাতে সদাই বেড়ান। খাইতে বাপের সাপ ময়ূরে শিখান॥—বং পুঁথি।

[৬] জয় শিব নাচহি পাঁচহি তালা। বাজত ডমরু পিনাক রসালা॥ নাচত ভূত ঃ বাজাওত ভৈরব ঃ গাওত তাল বেতালা। নন্দী কহে ঃ তাতাকার মনোহর ঃ ভৃঙ্গী বাজাওত গালা॥ গঙ্গা ঝরে জল ঃ চাঁদ সুধারস ঃ অনল হলাহল জ্বালা। ভারতকে হর ঃ শঙ্কর মূরতি ঃ নাশ কপাল কপালা॥ ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া—।—গ্রং (গ)।

কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল। কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিম গরল॥
আর আর দিন তাহে হাসেন গোঁসাই। ওদিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥
চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ। চেতনা যাহার চিতে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী। যে জন অচেত-চিত্ত সেই সদা দুখী॥
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব। সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব॥
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল। অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া। কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥
আজি মেনে ফিরি মাগ শঙ্কর ভিখারি। কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পারি॥
এইরূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর-ঘর। অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ। বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মী-নারায়ণ॥
আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর। ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁপর॥

শিবে অন্নদানঃ

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন। অন্ন খান শিব সুখ-সম্পন্ন॥
কারণ-অমৃত পূরিত করি। রত্ন-পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী॥
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা। পরশেন হরে হরিষে মাতা॥
পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত। পূরেন উদর সাধের মত॥
পায়স-পয়োধি সপ্‌সপিয়া। পিষ্টক-পর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চূষ্য চুষিয়া। কচর-মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহ্বে লেহ্য লেহিয়া। চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া। নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢুলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে। নাচেন শঙ্কর রঙ্গ-তরঙ্গে॥
লটপট জটা লপটে পায়। ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর্‌ গর্‌ গর্‌ গরজে ফণী। দপ্‌ দপ্‌ দপ্‌ দীপয়ে মণি॥
ধক্‌ ধক্‌ ধক্‌ ভালে অনল। তর্‌ তর্‌ তর্‌ চাঁদ মণ্ডল॥
সর্‌ সর্‌ সরে বাঘের ছাল। দল্‌মল্‌ দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাথিয়া তাথিয়া বাজায় তাল। তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
ববম্‌ ববম্‌ বাজয়ে গাল। ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥
ভভম্‌ ভভম্‌ বাজয়ে শিঙ্গা। মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা॥
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে। নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর। হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্নদে অন্ন দেহ এই যাচে। ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তাঃ

পুণ্য ভূমি বারাণসী ঃ বেষ্টিত বরুণা অসি ঃ যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দ-কানন নাম ঃ কেবল কৈবল্য ধাম ঃ শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত॥

বাপী যাহে জ্ঞানবাপী ঃ নামে মোক্ষ পায় পাপী ঃ মহিমা কহিতে কেবা পারে।
মণিকর্ণী পুষ্করিণী ঃ মোক্ষপাদ-বিধায়িণী ঃ সার বস্তু অসার সংসারে॥
দশাশ্বমেধের ঘাট ঃ চৌষট্টি যোগিনী পাট ঃ নানা স্থানে নানা মহা স্থান।
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে ঃ একক্ষণ নাহি ছাড়ে ঃ সকল দেবের অধিষ্ঠান॥
মহেশের রাজধানী ঃ দুর্গা যাহে মহারাণী ঃ যাহে কালভৈরব প্রহরী।
শমনের অধিকার ঃ না হয় স্মরণে যার ঃ ভবসিন্ধু তরিবার তরী॥
যাহে জীব ত্যজি জীব ঃ সেইক্ষণে হয় শিব ঃ পুনঃ নহে জঠর-যাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ঃ দনুজ মনুজ রক্ষ ; সবে যার করয়ে মাননা॥
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত ঃ যাহে সদা অধিষ্ঠিত ঃ তাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর।
যত যত যশোধাম ঃ প্রকাশি আপন নাম ঃ শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর॥
সর্ব্ব সুখময় ঠাঁই ঃ সবে মাত্র অন্ন নাই ঃ দেখিয়া ভাবেন সদাশিব।
অনেকের হৈল বাস ঃ সকলের অন্ন-আশ ঃ কি প্রকারে অন্ন যোগাইব॥
আপন আহার বিষ ঃ ধ্যানে যায় অহর্নিশ ঃ অন্ন-সনে নাহি দরশন।
এখানে বসিবে যারা ঃ অন্নজীবী হবে তারা ঃ অন্ন বিনা না রবে জীবন॥

ভব ভাবি চিতে ঃ পুরী নির্ম্মাইতে ঃ বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
বিশ্বকর্ম্মা আসি ঃ প্রবেশিলা কাশী ঃ যোড়হাতে সাবধান॥
বিশ্বকর্ম্মে হর ঃ কহিলা বিস্তর ঃ শুন রে বাছা বিশাই।
অন্নপূর্ণা আসি ঃ বসিবেন কাশী ঃ দেউল দেহ বনাই॥
বিশ্বকর্ম্মা শুনি ঃ নিজ পুণ্য গুণি ঃ দেউল কৈলা নির্ম্মাণ।
অন্নদা-মূরতি ঃ নিরুপম অতি ঃ নিরমায় সাবধান॥
দেউল-ভিতরে ঃ মণিবেদীপরে ঃ চিন্তামণির প্রতিমা।
চতুর্ব্বর্গ-প্রদা ঃ গড়িল অন্নদা ঃ অনন্ত নাম-মহিমা॥

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ঃ

॥ সোহিনী-বসন্ত—ঠুংরী ॥

কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে॥
কমল-পরিমল ঃ লয়ে শীতল জল ঃ পবনে ঢল ঢল ঃ উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি ঃ ছয় রাগিণী রাণী ঃ করিল রাজধানী ঃ অশোক-মূলে॥
কুসুমে পুন পুন ঃ ভ্রমর গুন গুন ঃ মদন দিল গুণ ঃ ধনুক-হুলে।
যতেক উপবন ঃ কুসুমে সুশোভন ঃ মধু-মুদিত মন ঃ ভারত ভুলে॥

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল। চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইল॥
সরোবর বন-শোভা দেখি সুখী শিব। জীবন্যাস মন্ত্রেতে সবার দিলা জীব॥
শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণা-আরাধনে। নিমন্ত্রণ করিলা সকল দেবগণে॥
অন্নপূর্ণা-পুরী আর মূরতি দেখিয়া। পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া॥

তোমার কৃপার কথা শঙ্কর কি কব। তোমা হৈতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব॥
ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর। পরমেশী পরম-পুরুষ পরাৎপর॥
হেন মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে তুমি শিব। তোমার মহিমা-সীমা কেমনে কহিব॥
ভব-দুঃখসাগরে সকলে কৈলে পার। বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার॥
শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম। এখন আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম॥
যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে। তবে ত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে॥
এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপ। কৈলা পুরশ্চরণ কতেক কৈলা জপ॥
তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া। লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া॥
ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব। পঞ্চমুখে বিবিধ বিধানে কৈলা স্তব॥
আনন্দ-কানন কাশী করিয়াছি স্থান। তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান॥
তুমি সকলের সার অসার সকল। যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল॥
এইরূপে তপস্যায় গেল কত কাল। শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল॥
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্রমাস। ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত-উল্লাস॥
তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্য নাম জয়া। অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাৎ অভয়া॥
অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে! প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে॥
প্রতিমা-প্রভাবে যত দেব-ঋষিগণ। ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন॥
দৃষ্টি-সুধাবৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া। কহিতে লাগিলা দেবী ঈষৎ হাসিয়া॥
চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুখ। অনশনে সকলের শুকায়েছে মুখ॥
এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও। শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও॥
এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন। অন্ন খান সবে সুখে আনন্দ-সম্পন্ন॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া। সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাহিয়া॥
আনন্দ-সাগরে সবে মগন হইয়া। প্রণতি করিয়া কন বিনতি করিয়া॥
অন্নে পূর্ণ কর বিশ্ব বিশেষতঃ কাশী। করিব তোমার পূজা এই অভিলাষী॥
দেবগণে দিয়া দেবী মনোনীত বর। শিবেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর॥
এই বারাণসী পুরী করিয়াছ তুমি। ইহার পরশ-পুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥
এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ। এই স্থানে সর্ব্বদা আমার হৈল বাস॥
কলি কালে এ পুরী হইবে অদর্শন। মোর অবলোকন রহিবে সর্ব্বক্ষণ॥
এই চৈত্রমাস হৈল মোর ব্রতমাস। শুক্লপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস॥
এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি। ধন্য সে এদিনে মোরে যে করে অতিথি॥
আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায়। সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায়॥
যেই জন উপাসনা করিবে আমার। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার॥
বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ। করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ॥

ব্যাসের শিবপূজা-নিষেধ ও শিবনিন্দাঃ

ব্যাস নারায়ণ-অংশ ঃ ঋষিগণ অবতংস ঃ যাঁহা হৈতে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ ঃ নানা মত পরিচ্ছেদ ঃ বেদ-ভাগে বেদান্ত বাখান॥

সদা বেদ-পরায়ণ ঃ প্রকাশিলা নারায়ণ ঃ শিষ্যগণ বৈষ্ণব সংহতি।
পিতা যাঁর পরাশর ঃ শুকদেব বংশধর ঃ জননী যাঁহার সত্যবতী॥
তুলসীর কণ্ঠী গলে ঃ লম্বি মালা করতলে ঃ হাতে কাণে থরে থরে মালা।
কোশা কুশী কুশাসন ঃ কক্ষতলে সুশোভন ঃ তাহে কৃষ্ণসার মৃগ-ছালা॥
এই বেশে শিষ্যগণ ঃ সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ ঃ পাঁজি পুথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত ঃ পুরাণ সংহিতা যত ঃ তর্কাতর্কি নানা মত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান ঃ কে কোথা কি করে ধ্যান ঃ পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয় ঃ কোথা কোন্ যজ্ঞ হয় ঃ আগে-ভাগে উত্তরেন গিয়া॥
এইরূপে শিষ্য সঙ্গে ঃ সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে ঃ চিরজীবী নরাকার-লীলা।
একদিন দৈব-বশে ঃ শিষ্য-সহ শাস্ত্র-রসে ঃ নৈমিষ-কাননে উত্তরিলা॥
শৌনকাদি ঋষিগণ ঃ পূজা করে ত্রিলোচন ঃ গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষ মাল ঃ অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভাল ঃ কলেবরে বিভূতি মাখিয়া॥
এইরূপে ঋষি যত ঃ শিবের সেবায় রত ঃ দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।
ভারত পুরাণে কয় ঃ ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয় ঃ বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন॥

ব্যাসদেব কহেন শুনহ ঋষিগণ। কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন॥
সর্ব্বশাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই। ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম। মোক্ষ-ফল কেবল কৈবল্য পরিণাম॥
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্য জনে। মোক্ষ-ফল পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥
সত্ত্বগুণে সত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি। অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি॥
সত্য সত্য এই সত্য আরও সত্য করি। সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্বদেবে হরি॥
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে। আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে॥
এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে। কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে॥
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ। তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়। তোমার এমন কথা এ ত বড় দায়॥
এই কথা কহ যদি কাশী মাঝে গিয়া। তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া॥
এত বলি শৌনকাদি নিজ গণ লয়ে। বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥
ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে। ঊর্দ্ধ্বভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে॥
একেবারে হরি-হরি হর-হর রব। ভাবেতে আঁখির ধারা মানি মহোৎসব॥
বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি-হর লয়ে। দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে॥
অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ। কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ॥
এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ। ঊর্দ্ধ্বভুজে কহেন সকল লোক শুন॥
সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি। সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্বদেবে হরি॥
হর আদি আর যত ভোগের গোঁসাই। মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে। শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে॥
ক্রোধ-দৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল। ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল॥

চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহিলেন ব্যাস। শৈবগণে কত মত করে উপহাস॥
চারিদিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায়। কোনমতে উদ্ধারের উপায় না পায়॥
গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িলা সঙ্কটে। শিবের অজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে॥
বিস্তর ভর্ৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা। আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব। শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাব-বলে আমি চক্রধারী। শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে। শিব-স্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে। কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে॥
গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুঁইয়া। বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া॥
শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস। কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর। যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর॥
এত শুনি বেদব্যাস পরম উল্লাস। তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির-তিলকে। অর্দ্ধচন্দ্র-ফোঁটা কৈলা কপাল-ফলকে॥
ছিঁড়িয়া তুলসী-কণ্ঠী লম্বিমালা যত। পরিলা রুদ্রাক্ষ মালা শৈব-অনুগত॥
ফেলিয়া তুলসী-পত্র বিল্বপত্র লয়ে। ছাড়িলা হরির গুণ হর-গুণ গেয়ে॥
ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম। অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥

ব্যাসের ভিক্ষা-বারণঃ

এইরূপে ব্যাস দেব রহিলা কাশীতে। নন্দীরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে॥
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দৈব। ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল। যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি। আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে। কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি-হর দুই মোরা অভেদ-শরীর। অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
রুদ্রাক্ষ-তুলসীমালা যেই ধরে গলে। তার গলে হরি-হরে থাকি গলে-গলে॥
অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস। উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস॥
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা। কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈল মানা॥
স্নান-পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর। ভিক্ষা-হেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর॥
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত। কিঞ্চিৎ না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত॥
ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন। ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন॥
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়। হাত হৈতে হরিয়া ভৈরব লয়ে যায়॥
এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী। ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়া-তাড়ি॥
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া। অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥
এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল। ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল॥
আশ্রমে নিঃশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস। শিষ্য সহ সেদিন করিলা উপবাস॥
পরদিন ভিক্ষা হেতু শিষ্য পাঠাইলা। ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা॥

মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা। কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা॥
ধনবিদ্যামোক্ষ-অহঙ্কারে কাশীবাসী। আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥
তবে আমি বেদব্যাস এই দিন্ শাপ। কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে। ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে॥
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে। যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে॥
শাপ দিয়া পুনরপি চলিল ভিক্ষায়। ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায়॥
ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া। আশ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া॥
হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা। ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা॥
জগতজননী মাতা সবারে সমান। শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান॥
হরি হর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে। শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে॥
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া। আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া॥

অন্নদার মোহিনী-রূপ ও ব্যাসে অন্নদানঃ

মায়া করি জয়া-বিজয়ারে লুকাইয়া। দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥
কোটি শশী জিনি মুখ-কমলের গন্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া। লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে। পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া। হার হয়ে হারিলেন বুক বিন্ধাইয়া॥
বিনানিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী। ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥
চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদ-বিন্দু। মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর-রঙ্গিমা। চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥
রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলি চমকে। মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে। ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কণ-ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার। ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরা ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি। ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা সদয় হইয়া। দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া॥
মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া। অতি বৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া॥
আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমসুন্দরী। কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি॥[৭]
শুন ব্যাস গোঁসাই আমার নিবেদন। নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন॥
শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল। কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল॥
অন্ন বিনা তিনদিন মোরা উপবাসী। কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি॥
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী। সেই বুঝি তবে তুমি হেন মনে করি॥
এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে। কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদু মধুস্বরে॥

---

[৭] অন্নপূর্ণা কহিছেন ব্যাসদেবে হাসি। আস্যেছি গোসাঞি কাছে শুনে উপবাসী॥
—এং (গ) পুঁথি।

কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি। শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী॥
এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া। অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া॥
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত। ভোজন করিলা সবে বাসনার মত॥
ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা। হরপ্রিয়া হরীতকী মুখ শুদ্ধি দিলা॥
বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে। হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে॥
ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও। বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও॥

শিব-ব্যাসে কথোপকথনঃ

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমি ত পণ্ডিত। কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥
তপস্বী কাহারে বল কিবা ধর্ম্ম তার। কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোকে পার॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস। তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস॥
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য। স্তুতি-নিন্দা মৃত্তিকা-মাণিক তুল্যমূল্য॥
শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া। আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া॥
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন। শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন॥
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি জপ তপ ক্রিয়া। জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া॥
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়। সেইরূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয়॥
ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর। উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর্ গর্ গর্জ্জে ফণী জিহি লক্ লক্। অর্দ্ধশশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক্ ধক্॥
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল। অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ। ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক। শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক॥
ধরিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে। ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন-গর্জ্জনে॥
হরি-হর দুই মোরা অভেদ শরীর। অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥[৮]
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ। কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরি-হরে কর ভেদ॥
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে। আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে॥
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ। কোন্ দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ॥
কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ। কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামন॥
এস্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও। এইক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও॥
ব্যাসদেব রুদ্ররূপী দেখি মহেশ্বরে।[৯] ভয়ে কম্পমান তনু কাঁপে থরে থরে॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে। চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদু ভাষে॥
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া। মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥
পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম। বুঝিতে নারিনু কি বা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥
পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল। সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥

---

৮ আগমে নিগমে ব্যক্ত বুঝে জেই ধীর॥—এ° (গ) পুঁথি।
৯ কথায় বুঝিলা ব্যাস ইনি মহেশ্বর॥—এ° (গ) পুঁথি।

শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে। এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে॥
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা। কাশীবাস যায় মোর রাগ গো অন্নদা॥
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা। শিবেরে করিলা শান্ত ব্যাসে বর দিলা॥
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা। কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে। মণিকর্ণিকার স্থানে পাইবে আসিতে॥
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান। নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী ছাড়ি যান॥
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়। লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায়॥
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়া-তাড়ি। শিষ্য সহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি॥

ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণোদ্যোগঃ

কাশীতে না পেয়ে বাস ঃ মনোদুঃখে বেদব্যাস ঃ বসিলেন ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।
তুচ্ছ লোক আছে যারা ঃ কাশীতে রহিল তারা ঃ আমাব না হৈল কাশীবাস॥
এ বড় দারুণ শোক ঃ কলঙ্ক ঘুষিবে লোক ঃ ব্যাস হৈল কাশী হৈতে দূর।
নাম-ডাক ছিল যত ঃ সকল হইল হত ঃ ভাঙ্গড় করিল দর্প চূর॥
তেজোবধ হয় যার ঃ প্রাণবধ ভাল তার ঃ কোনখানে সমাদর নাই।
সবে করে উপহাস ঃ ইনি সেই বেদব্যাস ঃ কাশীতে না হৈল যাঁর ঠাঁই॥
ভবিতব্য ছিল যাহা ঃ অদৃষ্টে করিল তাহা ঃ কি হবে ভাবিলে আর বসি।
তবে আমি বেদব্যাস ঃ এইখানে পরকাশ ঃ করিব দ্বিতীয় বারাণসী॥
অসাধ্য সাধন যত ঃ তপস্যায় হয় কত ঃ তপোবলে রাত্রি হয় দিবা।
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া ঃ তপস্যায় ভর দিয়া ঃ বিশ্বামিত্র না করিল কিবা॥
মোরে খেদাইল শিব ঃ তার সেবা না করিব ঃ বর না মাগিব তার ঠাই।
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ ঃ নন্দী করেছিল খুন ঃ কিঞ্চিৎ যোগ্যতা তাঁর নাই॥
বিধাতা সবার বড় ঃ তাঁহারে করিব দড় ঃ যাঁহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।
তিনি পিতামহ হন ঃ সন্তানে বিমুখ নন ঃ অবশ্য দিবেন কৃপা-দৃষ্টি॥
তাঁরে তুষি তপস্যায় ঃ বর মাগি তাঁর পায় ঃ সকল পাইব যথা বসি।
পুরী করি মোক্ষধাম ঃ জাগাইব নিজ নাম ঃ নাম থুব ব্যাস-বারাণসী॥

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথনঃ

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন। অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন॥[১০]
আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া। বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া॥
স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া। কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া॥
ওরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল। শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল॥
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে। তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে॥
শিব নাম জপ কর যেথা সেথা বসি। যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী॥

---

[১০] ততক্ষণে দরশন দিলা পদ্মাসন॥—এ০ (গ) পুঁথি।

তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে। কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে॥
শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা। আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা॥
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে। বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা-বিষে॥
ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল। কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল॥
সম যাঁর সুধা-বিষে হুতাশন-জল। অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল॥
তাঁর সাথে তোর বাদ আমি ইথে নাই। জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোঁসাই॥
এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজ স্থানে। ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে॥
যে হোক্ সে হোক্ আরো করিব যতন। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার। কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর॥
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা। বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা॥
শঙ্কর আমারে অন্ন মানা করেছিলা। শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা॥
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়। অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়॥
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি। তবে সে হইবে মোর ব্যাস-বারাণসী॥
এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির। অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর॥
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ। কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ॥

অন্নদার জরতী-বেশে ব্যাস-ছলনা ঃ

॥ হাম্বির—একতালা ॥

কে তোমা চিনিতে পারে। গো মা ঃ বেদে সীমা দিতে নারে॥
কত মায়া কর ঃ কত মায়া ধর ঃ হেরি হরি-হর হারে।
জিত-মরামর ঃ হয় সেই নর ঃ তুমি দয়া কর যারে॥
এ ভব সংসারে ঃ যে ভজে তোমারে ঃ যম নাহি পারে তারে।
যদি না ভাবিবে ঃ যদি না চাহিবে ঃ ভারত ডাকিবে কারে॥

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী। ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি॥
ঝাঁকড়-মাকড় চুল নাহি আঁদি-সাঁদি। হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়া-কাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নিকি করে ইলিবিলি। কোটি কোটি কাণকোটারির কিলিকিলি॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে। চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে। শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার। অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান। ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝুপড়ি লড়ী আহা উহু কয়ে। জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুঁথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়। কুঁজভরে পিঠদাঁড়া ভূমিতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল। চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥
মৃদুস্বরে কন কথা অন্তরে হাসিয়া। ওরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥
তিনকাল গিয়া মোর এককাল আছে। পতি পুত্র বাপ ভাই কেহ নাহি কাছে॥

বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই। কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥
কাশীতে মরিলে তাহে পাপ ভোগ আছে। তারকমন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই। মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়। সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়। মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ি এথা বাস কর। সদ্য মুক্ত হবে যদি এইখানে মর॥
ছলেতে অন্নদাদেবী কহেন রুষিয়া। মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥
তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব। সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
ঊর্দ্ধ্বগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত। অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত॥
বায়ুতে পাকিল চুল হইল শণনুড়ি। বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়িগুড়ি॥
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে। কতটা বয়স মোর কেহ যদি বুঝে॥
কাণকোটারিতে মোর কাণ হৈল কালা। কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান। আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান॥
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের। শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া। পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও। এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও॥
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ। ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥
মনে পড়ে নারে বাছা কি কথা কহিলে। পুনঃ কহ কি হইবে এখানে মরিলে॥
ব্যাসদেব কন বুড়ি বুঝিতে নারিলে। সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে॥
বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা। কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা॥
পুনশ্চ চলিল দেবী ছলে ক্রোধ করি। ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি॥
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা। পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা॥
এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।[১১] ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত॥
দৈব-দোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ। বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাই বোধ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।[১২] বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে। গর্দ্দভ হইবে বুড়ি এখানে যে মরে॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ। তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান॥
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা। হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু। হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু॥
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়। মৃণালের তন্তু মধ্যে সদা আসে যায়॥
প্রকৃতি-পুরুষ-রূপা তুমি সূক্ষ্ম-স্থূলে। কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূলে॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব। শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব॥
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব। তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥

---

[১১] এইরূপে জিজ্ঞাসিলা বার পাঁচ সাত।—এ০ (গ) পুঁথি।
[১২] একে বুড়ী তাহে কাণা কর্ণে নাহি শুঝে।—এ০ (গ) পুঁথি।

শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া। কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥
ব্যাস-বারাণসী হবে ভাবিলাম বসি। বাক্য-দোষে হইল গর্দ্দভ-বারাণসী॥
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়। ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয়॥

ব্যাসের প্রতি দৈববাণীঃ

॥ কেদারা—দ্রুত ত্রিতালী ॥

ভুল না রে অরে নর শঙ্কর সার কর। শমনেরে কেন ডর॥
দূর হবে পাপ ঃ চূর হবে তাপ ঃ গঙ্গাধরে ধ্যানে ধর।
শঙ্কর শঙ্কর ঃ এ তিন অক্ষর ঃ মালা করি গলে পর॥
এ ভব-সাগরে ঃ না ভজিয়া হরে ঃ কেন মিছা ডুবি মর।
ভারতের মত ঃ শুন রে ভকত ঃ ভব ভজি ভব তর॥

বিরস-বদন দেখি ব্যাস তপোধনে। কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশ-বচনে॥
শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ। এ দুঃখ তোমারে দিল শিবনিন্দা-পাপ॥
জ্ঞান-অহঙ্কারে বারাণসী-মাঝে গিয়া। শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া॥
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ হয়েছিল বটে। শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্কটে॥
তারপর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে। সেই দোষে কাশী-মাঝে ভিক্ষা না পাইলে॥
এক পাপে দুঃখ পেয়ে আর কৈলা পাপ। না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিলা শাপ॥
অন্ন বিনা শিষ্য সহ উপবাসী ছিলে। আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁই সে বাঁচিলে॥
মোর উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর। নষ্ট না করিলা কৈলা কাশী হৈতে দূর॥
আমি বর দিনু চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে। মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এইরূপে আমি তোরে বর দান দিয়া। সে দিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া॥
তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ। কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্ব্বোধ॥
আমার দ্বিতীয় কিংবা দ্বিতীয় শূলীর। যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর॥
ইতঃপর ভেদ-দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল। জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরি-হর-বিধি তিন আমার শরীর। অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥[১৩]
তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার।[১৪] নিগম-আগম আদি কেবা জানে পার॥
অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।[১৫] খুঁয়ে তাঁতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥
করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ। অভিমান দূর করি চল নিজ বাস॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে। মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এখানে যে মরিবে সে গর্দ্দভ হইবে। এ হৈল গর্দ্দভ-কাশী অন্যথা নহিবে॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী ব্যাস তপোধন। উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন॥
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া। বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া॥[১৬]

---

১৩ বুঝিবে ইহার ভেদ কে এমন ধীর॥—এং (গ) পুঁথি।
১৪ তুমি কি জানিতে পার কি তত্ত্ব তোমার।—এং (গ) পুঁথি।
১৫ উৎপন্ন না হবে কেন বাড়াও উৎপাত।—এং (গ) পুঁথি।
১৬ কহিলা ব্যাসের কথা সদয় হইয়া॥—এং (গ) পুঁথি।

জয়া-বিজয়ারে কন সহাস বদনে। নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে॥
কহিছে বিজয়া-জয়া ভবিষ্যত-বাণী। কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি॥
বসুন্ধর নামে তার আছে অনুচর। দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর॥
রমণী-সম্ভোগ তার কাননে হইবে। এই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে॥
মনুষ্য হইবে সেই হরি হোড় নামে। ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার। কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্ব্বার॥
ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে। হরি হোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে॥
দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার। তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায়॥
তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়। হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড়॥

বসুন্ধরের মর্ত্ত্য-লোকে জন্মঃ

বসুন্ধর-বসুন্ধরা অন্নদার শাপে। সমাধিতে দিয়া মন তনু ত্যজে তাপে॥
বসুন্ধর-বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে। আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে॥
কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার। কর্ম্ম-হেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার॥
সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ। তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান। সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান॥
বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান। তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান॥
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী। সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী॥
জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া। এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া॥
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর। বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর॥
হেনকালে এক রামা স্নান করি যায়। তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা-বান্ধা পদ্মপাতে কটি-আচ্ছাদন। ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থি-চর্ম্ম সার। গেঁয়ো লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তির চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি। পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি॥
তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া। হের আসি বলি তারে ডাক দিল জয়া॥
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়। মনুষ্য দেখিলে পথে বনে-বনে যায়॥
নিকটে বিজয়া গিয়া ডাকিল তাহারে। হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে॥
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন। কে ডাকিলে অভাগীরে কে আছে এমন॥
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী। পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥
ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে। যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে॥
মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়। কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়॥
বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে। বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥
এমন দুঃখিনী আমি আমারে কে ডাকে। সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে॥
যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে। অভাগীর কাছে বল কিবা কার্য্য আছে॥
বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা। কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা॥

আমার আশিসে তুমি পুত্রবতী হবে। সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে॥
ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর। কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা-বর॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুষিও পূজায়। হইবেক নাম-ডাক রাজায়-প্রজায়॥
মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে। বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিলা তাহাতে॥
কাণে-কাণে কহিলেন যতনে রাখিবে। ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে॥
এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান। দেখিতে না পেয়ে রামা হৈলা হতজ্ঞান॥
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে লাগিলা কান্দিতে। হায় রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে॥
পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বাঁধিনু। নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু॥
কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়েছিলা। অভাগীর ভাগ্যদোষে পুনঃ লুকাইলা॥
শুভক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ভবাস। এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশমাস॥
গর্ভবেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা। দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা॥
পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাঁই। ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই॥
আপনি দিলেন হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি। দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি॥

হরি হোড়ের বৃত্তান্তঃ

অন্নদার দাস হয়েঃ হরি হোড় নাম লয়েঃ বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখঃ বিষ্ণু হোড় পায় সুখঃ পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল॥
ষষ্ঠী-পূজা হৈল সায়ঃ ছয় মাসে অন্ন খায়ঃ যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।
বনে মাঠে বেড়াইয়াঃ কাঠ-ঘুঁটে কুড়াইয়াঃ বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে॥
এক দিন শূন্যপথেঃ অন্নপূর্ণা সিংহরথেঃ কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
জয়া বিজয়ার সঙ্গেঃ কথোপকথন-রঙ্গেঃ হরি হোড়ে পাইলা দেখিতে॥
মনে হৈল পূর্ব্বকথাঃ আপনি আসিয়া তথাঃ মায়া করি হইলেন বুড়ী।
কাঠ খড় জড়াইয়াঃ সব ঘুঁটে কুড়াইয়াঃ রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ি॥
হরি হোড় যেথা যানঃ কাঠ ঘুঁটে নাহি পানঃ আট দিক আন্ধার দেখিলা।
বিস্তর রোদন করিঃ হরি হরি স্মরে হরিঃ বুড়ীটিরে দেখিতে পাইলা॥
দয়া করি হরপ্রিয়াঃ হরি হোড়ে ডাক দিয়াঃ ছল করি লাগিলা কহিতে।
কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়াঃ রাখিয়াছি সাজাইয়াঃ ওরে বাছা না পারি বহিতে॥
মঙ্গল হইবে তোরঃ অতি দূরে ঘর মোরঃ ঘুঁটেগুলি যদি দেহ বয়ে।
অর্দ্ধেক আমার হবেঃ অর্দ্ধেক আপনি লবেঃ দয়া করি চল মোরে লয়ে॥
হরি হোড় এত শুনিঃ অর্দ্ধ লাভ মনে গুণিঃ মাথায় লইল ঘুঁটে-ঝুড়ি।
বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকেঃ লড়ী ধরে থেকে থেকেঃ আগে আগে চলিলেন বুড়ী॥
নিকটে হরির ঘরঃ নহে অতি দূরতরঃ সাঁজ কৈলা সেইখানে যেতে।
তাহারি উঠানে গিয়াঃ বসিলেন হর-প্রিয়াঃ কহেন চলিতে নারি রেতে॥
কহিলা মধুর স্বরেঃ থাকিলাম তোর ঘরেঃ হরি বলে এ হবে কেমনে।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতেঃ বৃদ্ধ পিতা-মাতা তাতেঃ ঠাঁই নাহি হয় চারিজনে॥

হরির শুনিয়া বাণী ঃ কহেন হরের রাণী ঃ অরে বাছা না ভাবিও দুখ।
ভারত সান্ত্বনা করে ঃ অন্নদা আইলা ঘরে ঃ অতঃপর পাবে যত সুখ॥

হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি। না জানে গৃহিণীপণা তোমার জননী॥
গৃহিণীর পাপে পুণ্যে ঘর থাকে মজে। সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে॥
শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী। অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি॥
বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া। অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া॥
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে। কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥
হরি হোড় বলে তুমি কে বট আপনি। পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণী॥
হাসিয়া কহেন দেবী আরে বাছা হরি। পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি॥
এত বলি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে। দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে॥
ঘুঁটে হৈল হেম-ঘুঁটে দেবীর পরশে। লোহা যেন হেম হয় পরশ-পরশে॥
হেম-ঘুঁটে হাতে হরি কাঁপে থর থর। অনিমিষ নয়নে সলিল ঝর ঝর॥
অরে বাছা হরি হোড় দূর কর ভয়। আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়॥
আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে। মাটি-মুটা ধর যদি সোণামুটা হবে॥
দেবীর অমৃত-বাক্যে পাইয়া আনন্দ। প্রণমিয়া হরি হোড় কহে মৃদুমন্দ॥
শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান। সেই মূর্ত্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ॥
নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয়। ভেল্‌কীতে কত ভাত ঘুঁটে সোণা হয়॥
হাসিয়া কহেন দেবী দেখ রে চাহিয়া। বসিলেন অন্নপূর্ণা মূরতি ধরিয়া॥
হরি হোড় বলে মাগো ধনে কাজ কিবা। এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা॥
হরি হোড় কহে মাগো কর অবধান। চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলা-সমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে। নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে দেহ এই বর। বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা। ভোজন করিতে পুনর্ব্বার আজ্ঞা দিলা॥
এইরূপে হরি হোড় পেয়ে ধনবর। ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ কুবের-সোঁসর॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা। বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া। রাখিলেক কিছুদিন অচলা করিয়া॥
ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন। স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥
হেনকালে বসুন্ধরা অব্যাহত-রূপে। কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোক-কূপে॥
আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া। আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥
আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার। সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
জয়া বলে এই ভাল হইল উপায়। ইহারে মানুষী করি বিভা দেহ তায়॥
ইহার কন্দলে তার অলক্ষণ হবে। তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে॥
আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ু দত্ত। তার বংশে ঝড়ু দত্ত ঠক মহামত্ত॥
ধুমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া। তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিলা গিয়া॥
শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ। এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ॥

মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া। সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে। বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে॥
ঝড়ু করে ঠকামি সোহাগী দ্বন্দ্ব করে। নানামতে ধন যায় রাজা ছল ধরে॥
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার। ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥
গৃহচ্ছেদে হরি হোড় সতত উন্মনা। দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা॥
একদিন পূজায় বসিলা ধ্যান করে। তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে॥
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে। জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে। ক্রোধভরে হরি হোড় যাহ যাহ বলে॥
স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে। বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল। অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল॥
চারিদিকে বন্ধুগণ করে হায় হায়। দেখিতে দেখিতে ধন-ধান্য উড়ে যায়॥
সোহাগী মরিল পুড়ি হরি হোড় লয়ে। স্বর্গে গেল বসুন্ধর-বসুন্ধরা হয়ে॥

নলকূবরের প্রাণত্যাগ ও ভবানন্দের জন্মঃ

কান্দে নলকূবর দুঃখিত। চন্দ্রিণী-পদ্মিনী সংমিলিত॥
না জানিয়া করিয়াছি দোষ। দয়াময়ি দূর কর রোষ॥
কেন দিলা নিদারুণ শাপ। ভূমে গেলে বাড়িবেক পাপ॥
শাস্তি দিবা যদি মনে আছে। সঁপে দেহ শমনের কাছে॥
কুম্ভীপাকে রৌরবে রহিব। তথাপি ভূতলে না যাইব॥
ভূমে কলি বড় বলবান। নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান॥
পাতকী লোকের মাঝে গিয়া। পড়ি রব পাপ বাড়াইয়া॥
ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া। মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া॥
ভয় নাহি ও নলকূবর। চল তুমি অবনী-ভিতর॥
অন্নদার হবে ব্রতদাস। ব্রত-কথা করিবে প্রকাশ॥
পুনরপি এখানে আসিবে। কলি তোমা ছুঁইতে নারিবে॥
অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঙ্গে। আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে॥
কান্দি কহে কুবেরের বেটা। এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা॥
অধম নরের ঘরে যাব। কোন্ গুণে অন্নদারে পাব॥
ব্যস্ত হব উদর-ভরণে। কি জানিব ভজন-পূজনে॥
সন্তান কেমনে মেনে হবে। তাহে কি দেবীর দয়া রবে॥
অন্নপূর্ণা কহেন আপনি। ভয় নাই চল রে অবনী॥
জনমিবে ব্রাহ্মণের ঘরে। মোর ভক্তি রহিবে অন্তরে॥
আপনি তোমার ঘরে যাব। বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাব॥
তোমার সন্তানে রাজা হবে। তাহাতে আমার দয়া রবে॥
এত শুনি কুবের নন্দন। জায়া সহ ত্যজিল জীবন॥
অন্নপূর্ণা তিনজনে লয়ে। অবনী চলিলা হৃষ্টা হয়ে॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে। উত্তরিলা ধরাতলে মহা হৃষ্টা হয়ে॥
ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান্ নাম। গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম। তাহে অন্নদার দাস হরি হোড় নাম॥
রহিতে বাসনা নাই হরি হোড়-ধামে। সেই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে॥
শুভক্ষণে নলকূবরের গর্ভবাস। এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥
ভূমিষ্ঠ হইল নলকূবর স্বচ্ছন্দে। ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে॥
চন্দ্রিণী পদ্মিনী দোঁহে কতদিন পরে। জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দুজনার। বিবাহ করিলা ভবানন্দ মজুন্দার॥
ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরি হোড়ে ছাড়ি। আসিবেন ভবানন্দ মজুন্দার-বাড়ী॥

অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রাঃ

॥ পিলু-বারোঁয়া—ঠুংরী॥

কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা গো। ভীম ভজে নাম ভীমা গো॥
আগমে নিগমে ঃ পুরাণে নিয়মে ঃ শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম ঃ মোক্ষ ধাম নাম ঃ শিবের সেই যে অণিমা গো॥
নিলে তারা-নাম ঃ তবে পরিণাম ঃ নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর ঃ কহে নিরন্তর ঃ কি কর কৃপাবক্রিমা গো॥[১৭]

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে। পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী। ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী। একা দেখি কুল-বধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার। ভয় করি কি জান কে দিবে ফের-ফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী। বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ-জাত। পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ-খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম। অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি। জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে। না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই। যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল। যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল। দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥
যার নামে পার করে ভব-পারাবার। ভাল ভাগ্যে পাটুনী তাঁহারে করে পার॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ। কিবা শোভা নদীতে ফুটিলা কোকনদ॥

---

[১৭] ছাড়হ ছাড় বক্রিমে॥—এং (গ) পুঁথি।

পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে। পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল। আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন। সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে। রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়। হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি উপরে। তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে॥
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে। সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥
সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়। এ মেয়ে ত মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিলা। পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা॥
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী। পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল। দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলা পদ। কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়। দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপ জপ নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান আর। তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য-উদয়। সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া। কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে। চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥
কতদিন ছিনু হরি হোড়ের নিবাসে। ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে॥
ভবানন্দ মজুন্দার-নিবাসে রহিব। বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব॥
প্রণমিয়া পাটনী বলিছে যোড় হাতে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান। দুধে-ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায়। পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায়॥
সাত-পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল। ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল॥
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়। সোনার সেঁউতি দেখি করিলা প্রত্যয়॥
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি। দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি॥
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য-বাদ্য-গান। কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান॥
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা। হইল আকাশ-বাণী অন্নদা কহিলা॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে। তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে॥
আকাশ-বাণীতে দয়া জানি অন্নদার। দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার॥
অন্নপূর্ণা-পূজা কৈল কত কব আর। নানা মতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার॥
করুণাকটাক্ষচয় উত্তর-উত্তর। সংক্ষেপে রচিত হইল কহিতে বিস্তর॥ ঃঃ॥

॥ দ্বিতীয় খণ্ড : বিদ্যাসুন্দর (কালিকামঙ্গল) ॥

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন :

যশোর-নগর ধাম : প্রতাপ-আদিত্য নাম : মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় : কেহ নাহি আঁটে তায় : ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥
বরপুত্র ভবানীর : প্রিয়তম পৃথিবীর : বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী : অযুত তুরঙ্গ সাতি : যুদ্ধ-কালে সেনাপতি কালী ॥
তার খুড়া মহাকায় : আছিল বসন্ত রায় : রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচু রায় : রাণী বাঁচাইল তায় : জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল ॥
ক্রোধ হৈল পাতশায় : বান্ধিয়া আনিতে তায় : রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে : কচু রায় লয়ে রঙ্গে : মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা ॥
কেবল যমের দূত : সঙ্গে যত রজপুত : নানা জাতি মোগল পাঠান।
নদী-বন এড়াইয়া : নানা দেশ বেড়াইয়া : উপনীত হৈলা বর্দ্ধমান ॥
দেবী-দয়া অনুসারে : ভবানন্দ মজুন্দারে : হইয়াছে কানগোই তার।
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে : নানা দ্রব্য ডালি লয়ে : বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার ॥
মানসিংহ বাঙ্গালার : যত যত সমাচার : মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।
দিন কত থাকি তথা : বিদ্যাসুন্দরের কথা : প্রসঙ্গতঃ শুনিলা সেখানে ॥

বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ :

শুন রাজা সাবধানে : পূর্ব্বে ছিল এইস্থানে : বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তাঁর কন্যা : আছিল পরম-ধন্যা : রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই : বিচারে জিনিবে যেই : পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় : আসিয়া হারিয়া যায় : রাজা ভাবে কি হবে ইহার ॥
শেষে শুনি সবিশেষ : কাঞ্চী নামে আছে দেশ : তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত : বড় রূপগুণ-যুত : বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায় ॥
বীরসিংহ তার পাট : পাঠাইয়া দিল ভাট : লিখিয়া এ সব সমাচার।
সেই দেশে ভাট গিয়া : নিবেদিল পত্র দিয়া : আসিতে বাসনা হৈল তার ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান-যাত্রা :

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার। উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার ॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা-নাম জপ। বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব। কি বিদ্যা-প্রভাবে বিদ্যা-বিদ্যমানে যাব ॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট। খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ-ব্যাপারের তরে। খেয়াব তনুর তরী প্রবাস-সাগরে ॥
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ॥
একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥

যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু। মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু॥
হইল আকাশ-বাণী বুঝে অনুভবে। চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ-হবে॥
আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ। আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ॥
খড়্গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর। পড়া-শুক লৈলা হাতে সহিত পিঞ্জর॥
রত্ন-ভরা খুঙ্গী পুঁথি ঘোড়ার হানায়। জনক-জননী-ভয়ে ভাটে না জানায়॥
অতসীকুসুমশ্যামা স্মরি সকৌতুক। দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক॥
বিদ্যা নাম সোঁসর দোসর নাই সাতে। কথার দোসর মাত্র শুক পক্ষী হাতে॥
কাঞ্চীপুর-বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ। ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥

পুর-বর্ণনঃ

॥ যোগীয়া-ভৈরোঁ—দ্রুত ত্রিতালী॥

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে। অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নব-জলধর-তনু ঃ শিখিপুচ্ছ শক্র-ধনু ঃ পীতধড়া বিজুলিতে ময়ূর নাচাও হে।
নয়ন-চকোর মোর ঃ দেখিয়া হয়েছে ভোর ঃ মুখ-সুধাকর-হাসি-সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা ঃ নিত্য ভাল নহে তাহা ঃ আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও ঃ সে চাহনি কোথা পাও ঃ ভারত যে মত চাহে সেইমত চাও হে॥

চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা। দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার। আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার॥
ব্রাহ্মণ-মণ্ডলে দেখে বেদ-অধ্যয়ন। ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥
ঘরে-ঘরে দেবালয় শঙ্খ-ঘণ্টা-রব। শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ। চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
দেখিয়া নগর-শোভা বাখানে সুন্দর। সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি। অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি॥
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন। গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়। নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায়॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ। ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ॥
ডাহুক-ডাহুকী নাচে খঞ্জনী-খঞ্জন। সারস-সারসী রাজহংস আদিগণ॥
পুষ্পবনে পক্ষীগণে নিশি দিশি জাগে। ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে॥
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী। কামদেব দিল বর্দ্ধমান নামখানি॥
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা। স্নান করি শিব-শিবা-চরণ পূজিলা॥
আকুল হৈয়া বৈসে বকুলের মূলে। দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে॥

সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎঃ

বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে। শুক-সঙ্গে শাস্ত্র-কথা কহে কুতূহলে॥
সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী। হেনকালে তথা এক আইল কামিনী॥

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম। দাঁত-ছোলা মাজা-দোলা হাস্য অবিরাম॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী। ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী-বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে। এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা-ফোঁটা মন্ত্র-তন্ত্র আসে কতগুলি। চেঙগড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়। পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥
মন্দ-মন্দ গতি ঘন-ঘন হাত-নাড়া। তুলিতে বৈকালী ফুল আইল সেই পাড়া॥
কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা। কে তুমি কোথায় যাবে কোনখানে বাসা॥
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যা-ব্যবসাই। এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ-আশা। ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা॥
মালিনী বলিছে আমি দুঃখিনী মালিনী। বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই। ভালবাসে রাজা-রাণী সদা আসি-যাই॥
কাঙগাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়। আমি দিব বাসা আইস আমার আলয়॥
রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ। ইহা হৈতে বিদ্যার শুনিব সবিশেষ॥
শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার। বাসার সুসারে হবে আশার সুসার॥
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী। আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর। তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর॥

সুন্দরের মালিনী-বাটী প্রবেশঃ

দুর্গা বলি সকৌতুকে ঃ লয়ে খুঙগী পুঁথি শুকে ঃ মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উচা ঃ কাছে নাহি গলি কুচা ঃ পুষ্পবনে ঢাকে শশী-রবি॥
দেখি তুষ্ট কবি রায় ঃ বাড়ীর ভিতরে যায় ঃ রহিলা দক্ষিণ-দ্বারী ঘরে।
মালিনী হরিষ মন ঃ আনি নানা আয়োজন ঃ অতিথি-উচিত সেবা করে॥
নানা উপহারে রায় ঃ রন্ধন করিয়া খায় ঃ নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী।
শীতল মলয় বায় ঃ কোকিল ললিত গায় ঃ উঠে রায় দুর্গা-দুর্গা স্মরি॥
রাজা-রাণী সম্ভাষিয়া ঃ বিদ্যারে কুসুম দিয়া ঃ মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসী ঃ নাহি মোর দাস-দাসী ঃ বল হাট-বাজার কে করে॥
মালিনী বলিছে বাপু ঃ এত কেন ভাব হাপু ঃ আমি হাট-বাজার করিব।
কড়ি কর বিতরণ ঃ যাহে যবে যাবে মন ঃ কৈও মোরে তখনি আনিব॥
কড়ি ফটকা চিড়া দই ঃ বন্ধু নাই কড়ি বই ঃ কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া ঃ কড়ি-লোভে মরে গিয়া ঃ কুল-বধূ ভুলে কড়ি দিলে॥
শুনি তুষ্ট কবি রায় ঃ দশ টাকা দিলা তায় ঃ দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুঠাভরা ঃ হীরা পরধন-হরা ঃ বুঝিল এ মেনে আজবোঝ॥
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি ঃ রাঙগ-তামা বার করি ঃ হাটে যায় বেসাতির তরে।
চলে দিয়া হাত নাড়া ঃ পাইয়া হীরার সাড়া ঃ দোকানী দোকান ঢাকে ডরে॥
দর করে এক মুলে ঃ জুখে লয় দুনা তুলে ঃ ঝগড়ায় ঝড়ের আকার।
পণে বুড়ি-নিরূপণ ঃ কাহনেতে চারি পণ ঃ টাকাটায় শিকার স্বীকার॥

এরূপে করিয়া হাট ঃ ঘরে গিয়া আর নাট ঃ বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা।
সুন্দর ওলান বোঝা ঃ তবু নহে মুখ সোজা ঃ যাবত না চোকে লেখা-জোখা॥

মালিনীর বেসাতির হিসাবঃ

বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি। মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেয় খোঁটা। যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়। এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়॥[১৮]
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি। ভাঙ্গাইনু দুকাহনে ভাগ্যে বেগে ভাঙ্গি॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ। আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ॥[১৯]
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥[২০]
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা। যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা॥
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান। আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক্ হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক্। নাহি বিনা দোকানীর না সরে গুবাক্॥[২১]
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে। আমি বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আট পণে কিনিয়াছি কাঠ আট আঁটি। নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আঁটি॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে। শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি। শেষে পাছে বল মাসী খেয়াইল কড়ি॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর। যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর-উত্তর॥[২২]
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত। এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

বিদ্যার রূপ-বর্ণনঃ

বাজার বেসাতি করি মালিনী আনিল। রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল॥
শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে। রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে॥
হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি। পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি॥
রায় বলে চাতুরী করিলে কিবা হবে। ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপা ত না রবে॥

---

১৮ জে লাজ পাইনু বাপু কহিতে ডরাই। এমন টাকা দায় বাছা মাসি লজ্জা পাই। তবে হত প্রত্যয় আনিতেম জদি ফিরে। ভাঙ্গাইলাম পাঁচ টাকা দুই কাহন দরে॥—এ০ (খ) পুঁথি। এ টাকা উচিত দেযা কেবল জুয়ায়॥—গ্র০ (খ)।

১৯ আনিয়াছি আদসের রস্করা সন্দেশ। খির তক্তি আনিয়াছি অতি বড় বেস॥—এ০ (ক) পুঁথি।

২০ আমি বই কার সাধ্য আনিবারে পারে। অন্য কেহ হইলে বাপু ফিরে যাইত ঘরে॥ —এ০ (খ) পুঁথি।

২১ কত কষ্টে ঘৃত পাইলো সারা হাট ফিবা। জেটি কথা সেটী লয় কহিতেছে হীরা॥ —এ০ (ক) পুঁথি।

২২ বিভাহ অনেক ঠাই কর্ণবেদ কারো। এ জন্মে দ্রব্যের দর বাড়িয়াছে আর॥—ব্রি০ পুঁথি। শুনিয়া সুন্দর রায় বলিছেন হাসি। জে এনেছ সেই ভাল রাখ গিয়া মাসি॥—এ০ (খ) পুঁথি।

শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাঞ্চী নামে পুর। গুণসিন্ধু নামে রাজা তাহার ঠাকুর॥
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়। এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয়॥
শিহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়। অপরাধ মার্জ্জনা করিবে মহাশয়॥
এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির। রাজার সকল জানি অন্দর-বাহির॥
অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী। পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি॥
এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার। তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার॥
লক্ষ্মী-সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়। দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয়॥
দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে। যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে॥
বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥[২০]
কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরু-ভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিল্লোলে। কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার। ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্ত-পাঁতি তার॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল। ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কত সরু ডমরু কেশরি-মধ্যখান। হরগৌরী-করপদে আছয়ে প্রমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়। দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল-বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ। অনলে পুড়িছে করি তায় দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ। কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে। পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥
কিঞ্চিৎ কহিনু রূপ দেখেছি যেমন। গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়। যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥
সীতা-বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ। ভেবে মরে রাজা-রাণী হইবে কেমন॥
রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে। বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে॥
যদি কহ কহি রাজা-রাণীর সাক্ষাত। রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যার কত দৌড়। কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥
নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও। এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও॥
মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা। বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা॥
ভাল বলি হাস্য মুখে হীরা দিল সায়। গাঁথিনু বড়িশে মাছ আর কোথা যায়॥

---

[২০] বাহু ভয়ে করি তার সিন্ধুরের ছলে। কর্ম্মার্থে না ছাড়ে সঙ্গ বাহু কেসমূলে॥ মাণিক রচিত কর্ণ গীধিনি দেখীঞা। লাজে মৃত-মাঝে মুখ বেড়ায় লুকাঞা॥ নাসা দেখি নিজ নিন্দা বাচাবার আসে। খগপতি থাকিলা খিরোদসাহী পাসে॥ কেশ বেশ মুকুতায় হেন মোনে লয়। নক্ষত্র করিল বাস দিবসের ভয়॥ মলয় মারুত সদা নাসিকার তলে। দিব্যস্থান দেখি থাকে নিস্বাসের ছলে॥ কে বলে শারদ-শশী—ইত্যাদি।—এ০ (ক) পুঁথি।

বিদ্যাসুন্দরের পরিচয়ঃ

ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি। অন্যের অদৃশ্য কিছু কারিকরি করি॥
পাত-কৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে। সাজাইল থরে থরে মল্লিকা-বকুলে॥
তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু। তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু॥
চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে। নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে॥

'বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥'

লোকে যদি কোন লোক মন্দজাতি হয়। বসু-হেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয়॥
করি-সুত-শুণ্ডসম ঊরুবর-শোভা। রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার। দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষর গণ দুইবার॥
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে। অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
বেলা হৈল উচুর প্রচুর ভয় মনে। ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে॥
নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে। সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে॥
বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে। কোনমতে দেখাইতে পার নাকি মোরে॥
ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া। কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া॥
এতদিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল। ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল॥
পুষ্পময় রতি-কাম দিয়াছিলা রায়। কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায়॥
চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি। বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি॥

'সবিতা পদ্মাম্বুজানাং ভুবি তে নাদ্যাপি সমঃ।
দিবি দেবাদ্যা বর্দান্ত দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥'

কবিতা-কমলে রবি তুমি মহাশয়। নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়॥[২৪]
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার। দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে গণ তিনবার॥
তিন অর্থে তিনবার মোর নাম পাবে। অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
এইরূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়। বড় ভক্তিভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায়॥
ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে। আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে॥
ওথায় মালিনী গিয়া আপনার ঘরে। কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে॥
শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে। কহিল সংকেত-স্থান রথের নিকটে॥
এত বলি সুন্দর লইয়া হীরা যায়। রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদায়॥
শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে। কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে॥
মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া। ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥

---

[২৪] আমার কি সাধ্য উত্তর দিব জে তোমায়॥—ব্রিং পুঁথি।

বিদ্যাসুন্দরের বিচার ঃ

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া। যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥
আকাশ-পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়। কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায়॥
স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্ন হইয়া। সন্ধি করিবারে দিলা উপায় করিয়া॥
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া। শূন্য হৈতে সিঁদকাঠি দিলা ফেলাইয়া॥
কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ। মালিনী-বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ॥

চলিল সুন্দর ঃ রূপ মনোহর ঃ ধরিয়া বরের বেশ।
নবীন নাগর ঃ প্রেমের সাগর ঃ রসিক-রসের শেষ॥
ওথায় সুন্দরী ঃ লয়ে সহচরী ঃ ভাবয়ে মন আকুল।
করিয়া কেমন ঃ আসিবে সে জন ঃ ঘুচিবে দুঃখের শূল॥
এরূপে কামিনী ঃ কাটিছে যামিনী ঃ সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে ঃ উঠিলা ত্বরিতে ঃ ভূমিতে চাঁদ উদয়॥

বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয়। কে তুমি আইলে এথা দেহ পরিচয়॥
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয়। সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়॥
প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট। সূত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট॥
সখী-সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদু স্বরে। মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া ঘরে॥
সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে। উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে॥
হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহ-পাশে। কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিত বুঝিল। সখী উপলক্ষ মাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল॥

'গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে সহস্রগোভূষণ-কিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা নর্দন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥'

গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি। এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহ-লোচন-ধরণী॥
সিংহের মাজার সম মাজার বলন। মৃগের লোচন সম তোমার লোচন॥
সহস্র-লোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর। তাঁহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর॥
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে। পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে॥
লোচন-শ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ। তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়। বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায়॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ। এখন করিল কিংবা আছিল অভ্যাস॥
পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে। তবে ত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে॥
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী-সম্বোধনে। না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্য মনে॥
সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন। যত বল তত পারি নূতন রচন॥

'স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্ব-প্রতিবিম্বধারী রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥'

আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল। তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ। পর্ব্বত-গহ্বরে বিরহীর পরমাদ॥
পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ। তাহারে আহার করে ময়ূর বিহঙ্গ॥
তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই। যার পিছে চাঁদ-ছাঁদ ডাকিলেক সেই॥
শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে। ইহার অধিক আর হারি কারে বলে॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ। প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥[২৫]
মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হইলা মদন। যার সঙ্গে ষড়ঋতু ছয় দরশন॥
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা। হর-গৌরী সাক্ষী করি দিল বরমালা॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন। বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী-কঙ্কণ॥
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়। আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায়॥
রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন। বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ॥
ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলা চোর। সাধু লোক চোর হয় চুরি শুনি তোর॥

সুন্দরের সন্ন্যাসি-বেশে রহস্যঃ

রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার। এখন উচিত দেখা করিতে রাজার॥
সাত-পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে। পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে॥
উপনীত হৈল গিয়া রাজার সভায়। উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায়॥
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা। জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা॥
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে। আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে॥
রাজার তনয়া নাকি বড় বিদ্যাবতী। শুনিলাম রূপে বিদ্যা গুণে সরস্বতী॥
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই। যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই॥
বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস। নারীর এমন পণ একি সর্ব্বনাশ॥
বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি। ছাড়িয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম দাস হব তারি॥
সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম। সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাকি কিছু কাম॥
তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়। নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায়॥
তীর্থব্রতে লয়ে যাব দেশ-দেশান্তরে। এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে॥
কানাকানি করে পাত্র-মিত্র সভাসদ্। রাজা বলে একি আর ঘটিল আপদ॥
সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
রাজা বলে গোঁসাই বাসায় আজি চল। করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল॥
সেদিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া। বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া॥
হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়। বিপাক ঘটিল মোর তোর প্রতিজ্ঞায়॥
বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই। এমনি থাকিব আমি যে করে গোঁসাই॥

---

[২৫] পণ্ডিতে পণ্ডিতে মেলা সাস্ত্রের প্রসঙ্গ। সুন্দরে বিদ্যায় মিলে রসের প্রসঙ্গ॥—এ০ (খ) পুঁথি।

সুন্দরের রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ। দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ॥
একদিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি। আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী॥
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে। শুনিনু বাপার মুখে জিনিল সভারে॥
রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই। আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোঁসাই॥
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়। যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়॥
বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ। রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ॥
সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে। আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে॥
ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়। হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥
থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে। সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে॥
বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর। এনেছিলা বটে বর পরম সুন্দর॥
সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই। সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই॥
হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল। সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল॥
শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে। সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে॥
এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায়। চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেল্‌কীর প্রায়॥
এইরূপে ধূর্ত্তপনা করিয়া সুন্দর। করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর॥
দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ। গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস॥

চোর-ধরা ঃ

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমক-হারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা ঃ দেখিবি করিব যেই হাল॥
তোর জিম্মা মোর পুরী ঃ বিদ্যার মন্দিরে চুরি ঃ কি কহিব কহিতে সরম।
মাতালে কোটালি দিয়া ঃ পাইনু আপন কিয়া ঃ দূরে গেল ধরম-ভরম॥
প্রাণ রাখিবার হেতু ঃ নিবেদয়ে ধূমকেতু ঃ অবধান কর মহারাজ।
সাত দিন ক্ষম মোরে ঃ ধরি আনি দিব চোরে ঃ প্রাণ রাখ গরীব-নেবাজ॥
কোটাল বিদ্যার ঘরে ঃ সুরাখ সন্ধান করে ঃ কোন পথে আসে যায় চোর।
কি করিব কোথা যাব ঃ কেমনে সে চোর পাব ঃ কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর॥

দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল। দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জঞ্জাল॥
নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ। পাতাল-সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক। দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক॥
হরিষ-বিষাদে হৈল একত্র মিলন। আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥
না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ। সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥
পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য। নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য॥
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়। পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র-মন্ত্র-ফাঁদে। নিরাকার ব্রহ্ম দেহ-ফাঁদে পড়ে কাঁদে॥

নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন। ধরিল নারীর বেশ ভাই দশজন॥
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর। সে ধরে বিদ্যার বেশ প্রভেদ বিস্তর॥
ওথায় ভাবেন বিদ্যা একি পরমাদ। না জানিলা প্রাণনাথ এ সব সংবাদ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে। হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে॥
এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর। সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর॥
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে। হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে॥
আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর। পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ ঃ

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে। ধরি বাণ খরশান হান হান হাঁকে॥
জয় কালি ভাল ভালি যত ঢালী গাজে। দেই লম্ফ ভূমিকম্প জগঝম্প বাজে॥
ডাকে ঠাট কাট কাট মালসাট মারে। কম্পমান বৰ্দ্ধমান বলবান-ভারে॥
হাঁকে হাকে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে ডাকে জাগে। ভাই মোর দায় তোর পাছে চোর ভাগে॥
করে ধুম অতি জুম নাহি ঘুম নেত্রে। হাতে কড়ি পায়ে দড়ি মারে ছড়ি বেত্রে॥
নঠশীল মারে কীল লাগে খিল দাঁতে। ভয়ে মুক কাঁপে বুক লাগে হুক আঁতে॥
কোন বীর শোষে তীর দেখি ধীর কাঁপে। খরধার তরবার যমধার দাপে॥
কোতোয়াল বলে কাল রাখ জাল রূপে। ছাড় শোর হৈল ভোর দিব চোর ভূপে॥
সব দল মহাবল খলখল হাসে। গেল দুখ হৈল সুখ শতমুখ ভাষে॥
সুন্দরেরে শত ফেরে সবে ঘেরে জোরে। ভাবে রায় হায় হায় একি দায় মোরে॥
মরি মেন লোভে যেন কৈনু হেন কাজ। স্ত্রীর দায় প্রাণ যায় কৈতে পায় লাজ॥
কত বরে বিয়া করে কেবা ধরে কারে। কেবা গণে রোষ মনে কত জনে মারে॥
রাজা কালি দিবে গালি চুণ-কালি গালে। কিবা সেই মাথা নেই কিবা দেই শালে॥
দরবার সব তার চাব কার পানে। গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান জানে॥
যার লাগি দুঃখভাগী সে অভাগী চায়। এ সময় কথা কয় তবু ভয় যায়॥
দিক দশ গুণে বশ মহা যশ দেশে। করিলাম বদ্‌কাম বদ্‌নাম শেষে॥
ছাড়ি বাপ করি পাপ পরিতাপ পাই। অহর্নিশ বিমরিষ পেলে বিষ খাই॥
এইমত শতশত ভাবে কত তাপ। নতশির যেন ধীর হড়পীর সাপ॥
তোলে শির যত বীর মালিনীর ঘরে। পায় পায় সবে যায় কাঁপে কায় ডরে॥
কোতোয়াল শুনি ভাল খাঁড়া ঢাল ধরে। ছুটে বীর যেন তীর মালিনীর ঘরে॥
আগুসরে চুলে ধরে দর্প করে কয়। কথা জোর বল্ চোর কেবা তোর হয়॥

মালিনী-নিগ্রহ ঃ

মালিনী কীল খাইয়া ঃ বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন ঃ মারিলি তেমন ঃ পাইবি তাহার কিয়া॥

নষ্টের এ বড় গুণ ঃ পিঠেতে মাখয়ে চূণ।
কি দোষ পাইয়া ঃ ওরে কোটালিয়া ঃ মারিয়া করিলি খুন॥[২৬]
এ তিন প্রহর রাতি ঃ ডাকিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার ঃ লুঠিলি আগার ঃ ধরিয়া খাইলি জাতি॥
হাতে-লোতে ধরিয়াছে ঃ আর কি উপায় আছে।
যার ঘরে সিঁদ ঃ সে কি যায় নিদ ঃ ইহা কব কার কাছে॥
কোটাল জিজ্ঞাসা করে ঃ হীরার না কথা সরে।
চোরের যে ছিল ঃ লুঠিয়া লইল ঃ যে ছিল হীরার ঘরে॥
সুন্দর কহেন হাসি ঃ এস গো মাসি হিতাশী।
মালিনী রুষিয়া ঃ বলে গালি দিয়া ঃ কে তুই কে তোর মাসী॥
কি ছার কপাল মোর ঃ আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী কয়ে ঃ ছিলি বাসা লয়ে ঃ কে জানে সিঁদেল চোর॥
যত দিন আর জীব ঃ কারেহ না বাসা দিব।
গিয়া তিন কাল ঃ শেষে এই হাল ঃ খত বা নাকে লিখিব॥
ওরে বাছা ধূমকেতু ঃ মা-বাপের পুণ্য-হেতু।
কেটে ফেল চোরে ঃ ছাড়ি দেহ মোরে ঃ ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু॥
কোটাল কহে এ নয় ঃ দুহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে ঃ যাহার যে ঘটে ঃ ভারত উচিত কয়॥

বিদ্যার আক্ষেপ ঃ

প্রভাত হইল বিভাবরী ঃ বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা ঃ শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা ঃ সখী তোলে ধরাধরি করি॥
কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে ঃ ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ হানে ঃ অধীর রুধির-বাণে ঃ কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥
হায় রে বিধাতা নিদারুণ ঃ কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানা দুখ ঃ মধ্যে দিন কত সুখ ঃ শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥[২৭]
হায় হায় কি কব বিধিরে ঃ সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে।
শিরোমণি মস্তকের ঃ মণিহার হৃদয়ের ঃ দিয়া লয় সুখের নিধিরে॥[২৮]
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া ঃ শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে ঃ এখনো পরাণ আছে ঃ বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া॥

---

[২৬] মাল্যানি কিল খায়্যা ঃ চেচায় দোহাই দিয়া ঃ বলে নিল সর্ব্বস্ব হরিয়া। নষ্টের আছয়ে গুণ ঃ পিঠেতে মাখয়ে চুন ঃ কেন মোরে মারিষ কোটালিয়া॥—ব্রিং পুঁথি।

[২৭] যুবাতি জনম কালামুখ ঃ পরের অধিক সুখ-দুঃখ। পরের মরণে মরে ঃ পরের ঘর করে ঃ পরে সুখ দিলে হয় সুখ॥—বিং পুঁথি।

[২৮] লুটিল পরসমণি ঃ বুকে সান্তিসেল হানি ঃ বান্ধা লয় সুখের নিধিরে॥—এং (ক) পুঁথি।

রাণী বলে কাহার বাছনি ঃ মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ ঃ মদনমোহন-কূপ ঃ ধন্য ধন্য ইহার জননী॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল ঃ পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে ঃ মোরে না কহিল মেয়ে ঃ তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥
চোর লয়ে কোতোয়াল যায় ঃ দেখিতে সকল লোক ধায়।
যুবক যুবতী জরা ঃ কাণা খোঁড়া করে ত্বরা ঃ গবাক্ষেতে কুলবধূ চায়॥
কেহ বলে এ চোর কেমন ঃ এখনি করিল চুরি মন।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে ঃ ভারত কহিছে ছলে ঃ পতি নিন্দে আপন আপন॥

নারীগণের পতি-নিন্দা ঃ

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি। আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি॥
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার। হায় বিধি চাঁদে কৈলে রাহুর আহার॥
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা। ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা॥
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া। পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ। আমারে মিলিল বিধি কালা কালামুখ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্য-রস যত। কালার কপালে পড়ি সব হইল হত॥
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে। আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে॥
আর রামা বলে সই এত বরং সুখ। মোর দুঃখ শুনিলে পলাবে তোর দুখ॥
মন্দভাগা অন্ধপতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল। গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল॥
রাজসভাসদ্ পতি বৈদ্য-বৃত্তি করে। ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥
অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার। বারবেলা-কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা। অভাগারে একদিন না ছাড়িবে পারা॥
সর্ব্বদা আঙ্গুলে পাঁজি করি কাল কাটে। তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে॥
পাঁতি-লেখা রাজার মুন্সী মোর পতি। দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি॥
কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তক্রার। দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥
আর রামা বলে সই ভাল ত মুন্সী। বখ্সী আমার পতি সদাই খুন্সী॥
পরের হাজির গর্হাজির লিখিতে। ঘরে গরহাজিরী সে না পায় দেখিতে॥
আর রামা বলে সই এ ত গুণ বড়। উকীল আমার পতি কীল খেতে দড়॥
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে। সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে॥
আর রামা বলে সই এ ত ভাল শুনি। আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী॥
আরজীর আঁটি ফরিয়াদীগণ সঙ্গে। বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গ-ভঙ্গে॥
আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম। খাজাঞ্চী আমার পতি সবার অধম॥
চাঁদমুখা টাকা দেই সোনামুখে লয়। গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয়॥
কহে আর রসবতী গাল-ভরা পান। পোদ্দার আমার পতি কৃপণ-প্রধান॥
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন। চিনির বলদ সবে একখানি গুণ॥
আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গ তামা দিয়া। সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া॥

আর রামা বলে সই এত বড় গুণ। দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন॥
সদা ভাবে কোন্ ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়। পড়া-ভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায়॥
হেঁটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়। পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়॥"
আর রামা বলে সই এত শুনি ভাল। ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কাল॥
রাত্রি দিন আট পর ঘড়ি পিটে মরে। তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাস না করে॥
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে। যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই। বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ষাটি। জাতির যেমন হোক্ কুলে বড় আঁটি॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার। শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার॥
সুতা-বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়। তবে মিষ্টমুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥[২৯]
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী। অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে। কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥[৩০]
পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র যোগাইতে নারে। চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে। তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥[৩১]

রাজার নিকট চোরের পরিচয়ঃ

কহে বীরসিংহ রায় ঃ কহে বীরসিংহ রায়। কাটিতে বাসনা হয় ঠেকেছি মায়ায়॥
কহ তোমার কি নাম ঃ কহ তোমার কি নাম। কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন গ্রাম॥
শুনি কহিছে সুন্দর ঃ শুনি কহিছে সুন্দর। কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিৎ নাহি ডর॥
শুন রাজা মহাশয় ঃ শুন রাজা মহাশয়। চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥
আমি রাজার কুমার ঃ আমি রাজার কুমার। কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥
বিদ্যাপতি মোর নাম ঃ বিদ্যাপতি মোর নাম। বিদ্যাধর-জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥
শুন শ্বশুর ঠাকুর ঃ শুন শ্বশুর ঠাকুর। আমার পিতার নাম বিদ্যার শ্বশুর॥
বিদ্যা করেছিল পণ ঃ বিদ্যা করেছিল পণ। সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন॥
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে ঃ তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে। বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে॥
আমি যে হই সে হই ঃ আমি যে হই সে হই। জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই॥
মোর বিদ্যা মোরে দেহ ঃ মোর বিদ্যা মোরে দেহ। জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ॥
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ ঃ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ। তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান॥
ক্রোধে কহে মহীপাল ঃ ক্রোধে কহে মহীপাল। নাহি দিল পরিচয় কাটরে কোটাল॥
চোর তবু কহে ছল ঃ চোর তবু কহে ছল। বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল॥

---

[২৯] এইরূপে আমার বহিয়া গেল কাল। কতো দিন গেলে মোর ঘুচিবে জঞ্জাল॥—বি৹ পুঁথি।

[৩০] আর রামা বলে রাজকবি মোর পতি। সারা রাত্রি ভাব্যা মরে নাহি করে রতি॥—বি৹ পুঁথি। তুলাত হাতেতে কর্যা বিড়বিড়য়ে মুখে। বুজ দেখি সখি সব থাকি কিবা সুখে॥ বারমাস্যা কবিতা ভাব্যা কাটাইল কাল। কত দিন গেল্যা মোর ঘুচিবে জঞ্জাল॥—এ৹ (গ) পুঁথি।

[৩১] হেন বুঝী এই চোর হইতে বা পারে। তেই বুঝী কবি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥ তার বাক্যে আর সবে দুনা ক্রোধে জ্বলে। ধরাধরি গেলা তিতি নয়নের জলে॥—এ৹ (ক) পুঁথি।

আমি বিদ্যার লাগিয়া ঃ আমি বিদ্যার লাগিয়া। আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া॥
আমি তোমার সভায় ঃ আমি তোমার সভায়। নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায়॥
তুমি নাহি দিলা যেই ঃ তুমি নাহি দিলা যেই। সুড়ঙ্গ করিয়া আমি গিয়াছিনু তেঁই॥
শুনি সভাজন কয় ঃ শুনি সভাজন কয়। সেই বটে এই চোর মানুষ ত নয়॥
চাহে কাটিতে কোটাল ঃ চাহে কাটিতে কোটাল। নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল॥
চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া ঃ চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া। পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥
শুনি চমকিত লোক ঃ শুনি চমকিত লোক। কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥

রাজার নিকট সুন্দরের শ্লোক-পাঠঃ

॥ দেও-বিভাস—একতালা ॥

মোর পরাণ-পুতলী রাধা। সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায় ঃ মন সদা ধায় ঃ নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার ঃ আমি সে রাধার ঃ আর যত সব ধাঁধা॥
রাধা সে ধেয়ান ঃ রাধা সে গেয়ান ঃ রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে ঃ কভু নাহি টলে ঃ রাধাকৃষ্ণ-পদে বাঁধা॥

'অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং বিদ্যাং প্রমাদগলিতামিব চিন্তয়ামি॥'
এখনো সে কনকচম্পক-সুবরণী। তনুলোমাবলী ফুল্লকমল-বদনী॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বল-লালসা। প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা॥

'অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা॥'
এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা। এক রাতি মোর দোষে না কহিল কথা॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে। ছলে হাঁচিলাম জীব-বাক্য বলাইতে॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল। জানায়ে পরিল কাণে কনক-কুণ্ডল॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ্য ভাবিয়া। ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া॥

'অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নিমঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥'
এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর। কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর॥
বারিনিধি দুর্ব্বহ বাড়ব-অগ্নি বহে। সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥

ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়। মহাবিদ্যা-স্তুতি করে গুণাকর কয়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুঁথি বেড়ে যায়। বুঝিবে পণ্ডিত চোর-পঞ্চাশী টীকায়॥
হেঁট মুখে ভাবে রাজা কি করি এখন। না পাইনু পরিচয় এবা কোন জন॥
বিষয়ে আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়। সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয়॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ ঊষা হরেছিল। তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥
অতএব সহসা বধিতে যুক্তি নয়। বটে বটে গুরু-পাত্র-মিত্রগণ কয়॥

কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর। ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর॥
সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে। ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তিঃ

গঙ্গ কহো ঃ গুণসিন্ধু মহীপতি ঃ নন্দন সুন্দর ঃ কেঁ্যা নহী আয়া।
জো সব ভেদ ঃ বুঝায় কহা ঃ কিধোঁ নহী তুঁহ ঃ সমুঝায় শুনায়া॥
কাম লিয়ে ঃ তুঝে ভেজ দিয়া ঃ সুধী ভুল গয়ী ঃ অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো ঃ অব ভণ্ড ভয়া ঃ কবিতাঈ ভটাঈ মেঁ ঃ দাগ্ চঢ়ায়া॥
য়ার্ কহা ঃ বহু প্যার কিয়া ঃ গজবাজী দিয়া ঃ শির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া ঃ তলবার দিয়া ঃ জরপোষ কিয়া ঃ সব কাব্য পঢ়ায়া॥
গ্রাম ইনাম ঃ মহাকবি নাম ঃ দিয়া মণিদাম ঃ বড়াঈ বঢ়ায়া।
কাম গয়া ঃ বরবাদ সব ঃ অরু ভারতীরে ঃ নহী ভেদ জনায়া॥

ভাটের উত্তরঃ

ভূপ মৈঁ তিহাঁরো ভট্ট কাঞ্চীপুর জায়কে। ভূপকো সমাজ-মাঝ রাজপুত্র পায়কে॥
হাত জোরি পত্র দীহ্ সীস্ ভূমি লায়কে। রাজপুত্রীকী কথা বিশেষ মৈঁ শুনায়কে॥
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছো ভেদ ভায়কে। একমেঁ হজার লাখ মৈঁ কহা বনায়কে॥
বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে। আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে॥
য়হী মেঁ কহা ভয়া কঁহা গয়া ভুলায়কে। বাপ-মা মহাবিয়োগী দেখ্নে ন পায়কে॥
সোচি সোচি পাঁচ মাহ মৈঁ তুঁহ গমায়কে। আগুহী কহা হুঁ বাত্ বর্দ্ধমান আয়কে॥
য়াদ্ নহী হৈঁ মহীপ মৈঁ গয়া জনায়কে। পুছহুঁ দীবানজীসোঁ বখ্সিকে মঙ্গায়কে॥
বুঝ্কে কহা মহীপ ভট্টকো মনায়কে। চোর কৌন্ হৈ তু চিহ্ন দেখ্ দেখ্ জায়কে॥
ভূপকো নিদেশ পায় গঙ্গ জায় ধায়কে। চোরকো বিলোকি চিহ্ন সীস্ ভূমি লায়কে॥
বেগমেঁ কহা মহীপ-পাস ভট্ট আয়কে। সো হি য়হী হৈ কুমার কাঞ্চীরাজ-রায়কে॥
ভাগ্ হৈ তিহাঁরো ভূপ আপ য়হী আয়কে। বাসমেঁ রহা তিহাঁরী পুত্রীকো বিহায়কে॥
চোরকো মশানমেঁ কহাঁ দিও পঠায়কে। ভাগ মানি আপ জায় লাবহুঁ মনায়কে॥
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোদ লায়কে। লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে॥

সুন্দর-প্রসাদনঃ

মশানেতে গিয়া রায় ঃ সুন্দরে দেখিতে পায় ঃ ঊর্দ্ধমুখে দেবতা ধেয়ায়।
কোটাল সৈন্যের সনে ঃ বান্ধা আছে জনে জনে ঃ কে বান্ধিল দেখিতে না পায়॥
দেব-অনুভব জানি ঃ রাজা মনে অনুমানি ঃ সুন্দরে বিস্তর কৈল স্তব।
না জানি করিনু দোষ ঃ দূর কর অভিরোষ ঃ জানিনু তোমার অনুভব॥
হাসিয়া সুন্দর রায় ঃ শ্বশুর-জ্ঞেয়ানে তায় ঃ কহিলেন প্রসন্ন বদনে।
আপনি হইনু চোর ঃ দুঃখ নহে সুখ মোর ঃ তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে॥

বিশেষিয়া শুন কই ঃ কালিকা আকাশে অই ঃ অই অনুভবে এ সকল।
পূজা কর কালিকার ঃ রক্ষা হবে সবাকার ঃ ইহ-পরলোকের মঙ্গল॥
বীরসিংহ এত শুনি ঃ মহাপুণ্য মনে গণি ঃ গুরু পুরোহিত আদি লয়ে।
আনি নানা উপহার ঃ পূজা কৈল অন্নদার ঃ স্তুতি কৈলা সাবধান হয়ে॥
ডাকিনী-যোগিনীগণ ঃ সঙ্গে গেল সর্ব্বজন ঃ কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া।
রাজা রাজ্য জ্ঞান পায় ঃ সুন্দরে লইয়া যায় ঃ নিজপুরে উত্তরিল গিয়া॥
সিংহাসনে বসাইয়া ঃ বসন ভূষণ দিয়া ঃ বিদ্যা আনি কৈলা সমর্পণ।
করিলা বিস্তর স্তব ঃ নানামত মহোৎসব ঃ হুলাহুলি দেই রামাগণ॥
সুন্দর বিদ্যারে লয়ে ঃ চোর ছিল সাধু হয়ে ঃ কত দিন বিহারে রহিলা।
পূর্ণ হৈল দশমাস ঃ শুভদিন পরকাশ ঃ বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা॥

সুন্দরের স্বদেশ-গমন-প্রার্থনা ঃ

॥ ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দ্রুত ত্রিতালী॥

ওহে পরাণবধূ যাই গীত গায়ো না। তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না॥
তনু মোর হৈল যন্ত্র ঃ যত শির তত তন্ত্র ঃ আলাপে মাতিল মন ঃ মাতালে নাচায়ো না।
তুমি বল যাই যাই ঃ মোর প্রাণে বলে তাই ঃ বারে বারে কয়ে কয়ে ঃ মুরখে শিখায়ো না॥
অপরূপ মেঘ তুমি ঃ দেখি আলো হয় ভূমি ঃ না দেখিলে অন্ধকার ঃ আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও ঃ ভারতের ভার লও ঃ না ঠেলিয়ো ও ভারতী ঃ ভারতে ছাড়ায়ো না॥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন। তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যে বা লয় মন॥[৩২]
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ। যদি মোরে ভালবাস সংহতি চলহ॥
বিদ্যা বলে হোক্ প্রভু পারিব তাহারে। বিধিকৃত স্ত্রীপুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ। এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ॥
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই-মাই কথা। হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর। সে দেশের সুধা-সম এ দেশের নীর॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট। ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট॥
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সি। জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী॥
বিদ্যা বলে এতদিন ছিলা চোর হয়ে। সাধু হয়ে দিন কত থাক আমা লয়ে॥
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন। চোর নাম আমার না ঘুচিবে কখন॥
কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে। তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে॥

বারমাস-বর্ণন ঃ

বৈশাখে এ দেশ বড় সুখের সময়। নানা ফুল-গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম্র এদেশে বিস্তর। সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর॥

---

[৩২] বিদ্যারে কহেন রায় জাব নিকেতন। চলহ আমার সঙ্গে জদী লয় মন॥ না কহিয়া বাপ-মায় এদেসে আইনু। কেমন আছেন তাঁরা কিছু না জানিনু॥—ব্রি° পুঁথি।

আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন। বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥
শ্রাবণে রজনী-দিনে এক উপক্রম। কমল-কুমুদ-গন্ধে কেবল নিয়ম॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ-চকমকি। শুনিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি॥
ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটী। কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাঁটি॥
আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা-প্রতিমা-প্রচার। কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥
নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥
কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা। দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্ত মহিমা॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ। সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার। শীতের বিহিত রীত করিব বিহার॥
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্ল্লভ। সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥
পৌষমাসে তিন লোকে ভোগে থাকে দড়। দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়॥
বাঘের বিক্রম-সম মাঘের হিমানী। ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি॥
বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাল্গুন। মলয় পবনে জ্বালে মদন-আগুন॥
কোকিল-হুঙ্কার আর ভ্রমর-ঝঙ্কার। শুষ্ক তরু মঞ্জুরিবে কত কব আর॥
মধুর সময় বড় চৈত্র মধু মাস। জানাইব নানা মতে মদন-বিলাস॥
আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর। ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর। ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর॥
হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর। তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর॥
অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়। শ্বশুর-শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায়॥
বিস্তর নিষেধ বাক্য কয়ে রাজারাণী। বিদায় করিলা শেষে করি জোড়পাণি॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর। দাস-দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর॥

বিদ্যা-সহ সুন্দরের স্বদেশ-যাত্রা ঃ

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে ঃ ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে ঃ বাপ মায় প্রণাম করিলা।
রাজা-রাণী তুষ্ট হয়ে ঃ পুত্র-বধূ-পৌত্র লয়ে ঃ মহোৎসবে মগন হইলা॥
সুন্দরের পূজা লয়ে ঃ কালী মূর্ত্তিময়ী হয়ে ঃ দম্পতীরে কহিতে লাগিলা।
তোরা মোর দাস-দাসী ঃ শাপেতে ভূতলে আসি ঃ আমার মঙ্গল প্রকাশিলা॥
দেবী দিলা দিব্যজ্ঞান ঃ দুঁহে হৈলা জ্ঞানবান ঃ পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা।
দেবীর চরণ ধরি ঃ বিস্তর বিনয় করি ঃ দুই জনে অনেক কাঁদিলা॥
বিদ্যা-সুন্দরেরে লয়ে ঃ কালিকা কৌতুকী হয়ে ঃ কৈলাস-শিখরে উত্তরিলা।
ইতিহাস হৈল সায় ঃ ভারত ব্রাহ্মণ গায় ঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা॥ঃঃ॥

॥ তৃতীয় খণ্ড ঃ মানসিংহ ॥

মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টিঃ

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার। মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার ॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ। ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ ॥
মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া। অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া ॥
মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই। দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই ॥
তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সংকটে। বিনা ভয়ে প্রীতি নাই জয়া বলে বটে ॥
শুনি দেবী আজ্ঞা দিল যত জলধরে। ঝড়-বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে ॥
[৩৩] দশ দিক আন্ধার করিলা মেঘগণ। দুন হয়ে বহে ঊনপঞ্চাশ পবন ॥
ঝঞ্চনার ঝঞ্চনী বিদ্যুৎ-চকচকি। হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি ॥
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি। চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরি ॥
থরথরি স্থাবর বজ্রের কড়মড়ি। ঘুট-ঘুট আঁধার শিলার তড়তড়ি ॥
ঝড়ে উড়ে কানাৎ দেখিয়া উড়ে প্রাণ। কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান ॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী। পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি ॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার। ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার। তল গেল মালমত্তা উরদু-বাজার ॥
বক্‌রী-বক্‌রা মরে কুকড়ী-কুকড়া। কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥
ঘাসের বোঝায় বসে ঘেসেড়ানী ভাসে। ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা-ভাষে ॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোঁসাই। এমন বিপাকে কভু আর ঠেকি নাই ॥
বৎসর পনর-ষোল বয়স আমার। ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার ॥
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া। অনেকে অনাথা কৈল মোরে ডুবাইয়া ॥
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়। উভরায় কাঁদে লোক প্রাণ যায় যায় ॥
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে। শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে ॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি। মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি ॥
গাড়ী করি এনেছিল নৌকা বহুতর। প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়। মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায় ॥
নায়ে ভরি লয়ে নানা জাতি দ্রব্যজাত। রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত ॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়। বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড় ॥
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়। অবশ্য আনিব কিছু তোমার সেবায় ॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার। কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার ॥

---

[৩৩] প্রলয় সমান হৈল সপ্তাহ বাদল। উপবাসী মানসিংহ সহ দলবল ॥ দশদিক আন্ধার—ইত্যাদি।—এ০ (গ) পুঁথি।

দৈব-বল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার। এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার॥
মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার। অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর॥
অন্নপূর্ণা-পূজা কৈলা মানসিংহ রায়। দূর হৈলা ঝড়-বৃষ্টি দেবীর কৃপায়॥

মানসিংহের যশোহর-যাত্রাঃ

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে। সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে॥
ঘোড়া উট হাতী-পিঠে নাগারা নিশান। গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবাণ॥
হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর। আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥
আগে চলে লালপোশ খাস্‌বরদার। সিফাই সকলে চলে কাতার কাতার॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল। দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার। নটীনট হরকরা উরুদু-বাজার॥
সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া। ভাট পড়ে রায়বার যশ-বর্ণাইয়া॥
ধাঢ়ী গায় কড়্‌খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়। মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥
আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর। চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥[৩৪]
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া। কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া। থানা দিলা চারিদিকে মুরুচা করিয়া॥
শিষ্টাচার-মত আগে দিলা সমাচার। পাঠাইয়া ফরমান্‌ বেড়ী তলবার॥
প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে। বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে। বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে। যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর॥

প্রতাপাদিত্য-পতন ও ভবানন্দের দিল্লী-যাত্রাঃ

যুঝে প্রতাপ-আদিত্য ঃ যুঝে প্রতাপ-আদিত্য।
ভাবিয়া অসার ঃ ডাকে মার মার ঃ সংসার সব অনিত্য॥
শিলাময়ী নামে ঃ ছিলা তার ধামে ঃ অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া ঃ বসিলা রুষিয়া ঃ তাহারে অকৃপা করি॥
পাতসাহী ঠাটে ঃ কবে কেবা আঁটে ঃ বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া ঃ কে করিবে দয়া ঃ প্রতাপ-আদিত্য হারে॥

প্রতাপ-আদিত্য রায়ে পিঁজরা-ভরিয়া। চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া॥
মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল। পাতশার হুজুরে আমার সঙ্গে চল॥
পাতশার সহিত সাক্ষাৎ মিলাইব। রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥
প্রতাপ-আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে। ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥
কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত। সাক্ষাৎ করিলা পাতশাহের সহিত॥

[৩৪] গজপৃষ্ঠে মানসিংহ ইন্দ্র-অবতার॥—এং (গ) পুঁথি।

ঘৃতে-ভাজা প্রতাপ-আদিত্য ভেট দিলা। কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়। প্রতাপ-আদিত্য ভাসাইলা যমুনায়॥
মজুন্দারে লয়ে গেলা পাতশার পাশে। ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে॥
মানসিংহ-পাতশায় হইল যে বাণী। উচিত যে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ-গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়্যা। যে হোক্ সে হোক্ ভাষা কাব্য রস লয়্যা॥

পাতশাহের নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত-কথনঃ

কহ মানসিংহ রায় ঃ গিয়াছিলা বাঙ্গালায় ঃ কেমন দেখিলা সেই দেশ।
কেমন করিলা রণ ঃ কহ তার বিবরণ ঃ না জানি পাইলা কত ক্লেশ॥
মানসিংহ যোড়হাতে ঃ অঞ্জলি বান্ধিয়া মাতে ঃ কহে জাঁহাপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে ঃ মহিম হইল ফতে ঃ কেবল তোমারি কেরামত॥
হুকুম শাহন্‌শাহী ঃ আর কিছু নাহি চাহি ঃ জের হইল নিমকহারাম।
গোলাম গোলামী কৈল ঃ গালিম কয়েদ হৈল ঃ বাহাদুরী সাহেবের নাম॥
গিয়াছিনু বাঙ্গালায় ঃ ঠেকেছিনু বড় দায় ঃ সাত রোজ দারুণ বাদলে।
বিস্তর লস্কর মৈল ঃ অবশেষে যাহা রৈল ঃ উপবাসী সহ দলবলে॥
ভবানন্দ মজুন্দার ঃ নাম খুব হুঁশিয়ার ঃ বাঙ্গালী বামণ এই জন।
সপ্তাহি খোরাক দিল ঃ সকলেরে বাঁচাইল ঃ ফতে হইল ইহার কারণ॥
অন্নপূর্ণা নামে দেবী ঃ তাঁহার চরণ সেবি ঃ কেরামত কামাল ইহার।
সে দেবীর পূজা দিয়া ঃ ঝড়-বৃষ্টি নিবারিয়া ঃ যোগাইল সকলে আহার॥
রাজ্য দিব কহিয়াছি ঃ সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি ঃ গোলাম কবুলে পার পায়।
স্বদেশে রাজাই পায় ঃ দোয়া দিয়া ঘরে যায় ঃ ফরমান ফরমাহ তায়॥
দেখা কৈল হজরতে ঃ বজা আনে খেদমতে ঃ গোলামের এ বড়ই নাম।
শুনিয়া এ কথা তার ঃ ক্রোধ হৈল পাতশার ঃ ভারত ভাবিছে পরিণাম॥

পাতশাহের দেবতা-নিন্দাঃ

পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়। গজব করিলা তুমি আজব কথায়॥
লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার। হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর॥
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া। বামণ খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া॥
শয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায়। আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায়॥
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম। কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে শরম॥
শয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ। ঝুট-মুট পড়ি মরে আগম-পুরাণ॥
গোঁসাই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া। আপনার নূর দিলা দাড়ী গোঁফ দিয়া॥
হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি বিচারে। কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁফ সাঁই দিল তারে॥

আর দেখ পাঁঠাপাঁঠী না করি জবাই। উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোঁসাই॥[৩৫]
হালাল্ না করি করে নাহক্ হালাক্। যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক্॥
ভাতের কি কব পান পানীয় আয়েব। কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব॥
মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরুত। জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত॥
আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে। ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে॥
বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার। আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥
বন্দগী করিবে বান্দা জমীনে ঠুকিয়া। করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া॥
মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া। যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥
যতেক বামণ মিছা পুঁথি বানাইয়া। কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া॥
দেবী বলি দেয় গাছে ঘড়ায় সিন্দুর। হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর॥
বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে। পান-পানী খানা-পিনা আয়েব না করে॥
দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর যবে খায়। কান ফোঁড়ে টিকী রাখে এই মাত্র দায়॥
জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি। মিছা লয়ে ফের বেইমানী হিন্দুয়ানী॥
দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া। বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥
কাফর বাঙ্গালী হিন্দু বে-দীন্ ব্রাহ্মণ। তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন॥
বুঝিলাম অন্নপূর্ণা-ভূত দেখাইয়া। ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত। মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়। বামণেরে বল ভূত দেখাকু আমায়॥

পাতশাহের প্রতি মজুন্দারের উত্তরঃ

মজুন্দার কহে জাহাঁপনা সেলামত। দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত। ঈশ্বর সভার এক নহে দুই মত॥
মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর। পুরাণে-কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মুরতি গড়ি পূজা করে যেই। নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার। সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥
দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দুর দেয় গাছে। শূন্য ঘরে নমাজ কি কাজ তাহে আছে॥
ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ। শয়তান-বাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥
সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়। সেহ শয়তান-বাজী কহিতে কি ভয়॥
প্রণাম করিতে মাথা দিল যে গোঁসাই। সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাহা ছাড়া নাই॥
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের। হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া। যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥
মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর। ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঙ্গীর দিল্লীর ঈশ্বর॥
নাজীরে কহিলা বন্দী কর রে বামণে। দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে॥

---

[৩৫] আর দেখ পাঁঠাপাঁঠী জবাই না করে। উভ চোটে কেটে বলে খাল্যে দেববরে॥—এ০ (গ) পুঁথি।

দাসু-বাসুর খেদঃ

পাতশার আজ্ঞা পায় ঃ নাজীর সত্বরে ধায় ঃ মজুন্দারে কয়েদ করিল।
দিলেক হাবশি খানা ঃ অন্নজল কৈল মানা ঃ দ্রব্যজাত লুঠিয়া লইল॥
কাহার প্রভৃতি যারা ঃ ছুটিয়া পলায় তারা ঃ দাসু-বাসু কান্দে উভরায়।
হায় হায় হরি হরি ঃ বিদেশে বিপাকে মরি ঃ ঠাকুরের কি হইল দায়॥
দাসু বলে বাসু ভাই ঃ পলাইয়া চল যাই ঃ কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরী পাব ঃ বিস্তর পরিব খাব ঃ কোনমতে পরাণ থাকিলে॥
কান্দিয়া কহিছে বাসু ঃ উচিত কহিল দাসু ঃ এই দুঃখে মোর প্রাণ কাঁদে।
মরি তাহে দুঃখ নাই ঃ নারী রৈলা কোন্ ঠাঁই ঃ বিধাতা ফেলিল একি ফাঁদে॥
কুড়ি টাকা পণ দিয়া ঃ নূতন করিনু বিয়া ঃ একদিনো শুতে না পাইনু।
কাদাখেড়ু হইয়াছে ঃ পুনর্ব্বিয়া বাকি আছে ঃ মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু॥
হেদে বামুণের ছেলে ঃ আগুপাছু নাহি চেলে ঃ দিল্লী আইল রাজাই করিতে।
দুধে-ভাতে ভাল ছিল ঃ হেন বুদ্ধি কেটা দিল ঃ পাতশার দেয়ানে আসিতে॥
মানসিংহ-সঙ্গ পেয়ে ঃ রাজা হৈতে এল ধেয়ে ঃ এখন সে মানসিংহ কই।
গাঁজাখোর রজপুত ঃ আফিঙ্গেতে মজবুত ঃ ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই॥
মোগল রহিল ঘেরি ঃ সদা করে তৌরি মৌরি ঃ রাঙ্গা আঁখি দেখে ভয় পাই।
খোট্টা-মোট্টা বুঝি নাই ঃ লুকাইব কোন্ ঠাঁই ঃ ছাতি ফাটে জল দে রে খাই॥
উজবেক কিজিলবাশে ঃ ঘেরিয়াছে চারি পাশে ঃ রোহেলা জল্লাদ আদি যত।
কামড়ায়ে খেতে চায় ঃ জাতি লৈতে কেহ চায় ঃ কত জনে কহে কত মত॥
ধরিবারে কেহ ধায় ঃ কাটিবারে কেহ চায় ঃ অন্নদা ভাবেন মজুন্দার।
অন্নদা-ধ্যানের বলে ঃ তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে ঃ ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার॥
স্তুতি-পাঠে অন্নদার ঃ বসিলেন মজুন্দার ঃ চৌদিকে যবনে ধূম করে।
সিংহ যেন বসি থাকে ঃ চারিদিকে শিবা ডাকে ঃ কাছে যেতে নাহি পারে ডরে॥
স্তুতি কৈলা মজুন্দার ঃ স্মৃতি হৈল অন্নদার ঃ আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা।
জয়া বিজয়ারে লয়ে ঃ আকাশ-ভারতী কয়ে ঃ মজুন্দারে অভয় করিলা॥
পাপী পাতশার পুত ঃ আমারে কহিল ভূত ঃ ভালমতে ভূত দেখাইব।
পাতশাহী সরঞ্জাম ঃ যত আছে ধূমধাম ঃ ভূত দিয়া সব লুঠাইব॥

দিল্লীতে ভূতের উৎপাতঃ

॥ খট-ভৈরবী—দ্রুত ত্রিতালী ॥

একি ভূতাগত দেশে রে। না জানি কি হবে শেষে রে॥
উত্তম অধম ঃ না হয় নিয়ম ঃ কেহ নাহি ধর্ম্ম লেশে রে।
দাতা ছিল যারা ঃ ভিক্ষা মাগে তারা ঃ চোর ফিরে সাধু-বেশে রে॥
যবনে-ব্রাহ্মণে ঃ সম-ভাবে গণে ঃ তুল্য-মূল্য গজ-মেষে রে।
ভারতের মন ঃ দেখি উচাটন ঃ না দেখিয়া হৃষীকেশে রে॥

এইরূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার। যবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার॥
ঘরে-ঘরে সহরে হইল ভূতাগত। মিঞাঁরে কহিছে বান্দী শুন হজরত॥
বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল। পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল॥
চিৎপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে। কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে॥
শুনি মিঞাঁ তস্‌বী কোরাণ ফেলাইয়া। দড় বড় রড় দিল ওঝারে লইয়া॥
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত। বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত॥
অরে রে খবিস্‌ তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত। ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত॥
কূপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়। ফতমা বিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়॥
ধূলা ঝাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা। মিঞাঁ হৈল মিঞাঁনী ওঝার ঘাড়ে বোঝা॥
এইরূপে ভূতাগত হইল সহরে। হাহাকার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায়॥
উপোসে উপোসে লোক হৈল মৃতপ্রায়। থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায়॥
এইরূপে সপ্তাহ সহরে অন্ন নাই। ছেলে-পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই॥
পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজীর। সহরের উপদ্রব করিল জাহির॥
পাতশা কহেন বাবা কি কৈল গোঁসাই। সাত রোজ মোর ঘরে খানা-পিনা নাই॥
মামুর করিল মোর বাবরুচি-খানা। ঘর হৈতে নিকলিতে না পারে জনানা॥
গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে। ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে॥
আন্ধারে কি কব রোজ রোশনে আন্ধার। হুপ্‌-হাপ্‌ দুপ্‌-দাপ্‌ হুঙ্কার হাঁকার॥
খবিস্‌ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা। লিখি দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥
এমন খবিস্‌ আর না শুনি কোথায়। তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥
কাজী কহে জাহাঁপনা কত কব আর। কোরাণ টানিয়া কালি ফেলিল আমার॥
নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত। এ কভু খবিস্‌ নহে হিন্দুর এ ভূত॥
উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত। আমি বুঝি সেই বামণের কেরামত॥
তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে। ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে॥
সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়। মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয়॥
উজিরের বাক্যে জাহাঙ্গীর জ্ঞান পায়। দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায়॥
মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন। ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামণ॥
আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত। অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত॥
ভাল হেতু করেছিনু হুজুরে আরজ। নহিলে করিতে মোর কি ছিল গরজ॥
এখনো সে বামণের কর পরিতোষ। তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ॥
মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে। মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে॥
অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া। দয়া হৈল জাহাঙ্গীরে কাতর দেখিয়া॥
ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল। বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল॥
সহরের উপদ্রব বারণ করিয়া। দেখা দিলা জাহাঙ্গীরে মায়া প্রকাশিয়া॥

অন্নপূর্ণার মায়া-প্রপঞ্চ ঃ

রক্ত শতদল তক্তে পাতশা অভয়া। উজির হইলা জয়া নাজীর বিজয়া॥
মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার। আমীর উমরা হৈল যত অবতার॥
বিশ্ববাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি। গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সাতাশি॥
বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুনসী মহেশ। সেনপতি শাহ্‌জাদা কার্ত্তিক গণেশ॥
আটদিকে আনন্দে নায়িকা আটজন। শিরে ছত্র ধরে করে চামর-ব্যজন॥
সক্কা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ুকশ্‌। চন্দ্র-সূর্য্য মশালচী মশাল ওজস্‌॥
মজুন্দারে রাজা করি রাখিলা সম্মুখে। দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে সুখে॥
জাহাঙ্গীর যেমন এমন কত আর। চারিদিকে মজুন্দারে করে পরিহার॥
ভক্ত হৈলা জাহাঙ্গীর অন্তরে জানিয়া। যত মায়া মহামায়া হরিলা হাসিয়া॥
জ্ঞান পেয়ে জাহাঙ্গীর প্রাণ পাল্য হেন। মজুন্দারে স্তুতি করে দাসু-বাসু যেন॥
জাহাঙ্গীর কহে শুন বামন ঠাকুর। না জানি করিনু দোষ রোষ কর দূর॥
দেবী-পুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া। তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া॥
তবে যে আমারে দেখা দিল মহামায়া। তার মূল কেবল তোমার পদছায়া॥
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে। পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুর-মাথে॥
তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইতে। রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে॥
ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে। পরশ পরশে লোহা সোণা করিবারে॥
মজুন্দার কন কেন এত কথা কও। জাহাঁপনা সামান্য মানুষ তুমি নও॥
যেরূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী। এরূপ না দেখি আমি এতদিন সেবি॥
ইথে বুঝি আমা হৈতে তুমি তাঁর প্রিয়। এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিও॥
পাতশা কহেন শুন বামণ ঠাকুর। দেবী-পূজা করি মোর পাপ কত দূর॥
জাহাঙ্গীর ঢেঢ়ী দিলা সকল সহরে। অন্নপূর্ণা পূজা সবে কর ঘরে ঘরে॥
সেইখানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন। উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন॥
অন্নে পূর্ণ কর দিল্লী সকলে বাঁচাও। পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও॥
পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি। সকলের উপর হইল পুষ্পবৃষ্টি॥
পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহা হৃষ্টা হয়ে। কৈলাস-শিখরে গেলা নিজগণ লয়ে॥
পাতশা বসিল গিয়া তক্তের উপরে। মানসিংহ বিদায় হইলা নিজ ঘরে॥
মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান। খেলাত কাটার ঘড়ী নাগরা নিশান॥
পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়। বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায়॥
দাসু-বাসু আদি যত পলাইয়া ছিল। সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল॥
দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেতে চলিলা। ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা॥

ভবানন্দের স্বদেশ-যাত্রা ঃ

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার। ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি। উত্তরিলা অযোধ্যা রামের রাজধানী॥

অযোধ্যা হৈতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার। ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ। ধরিলা কাশীর পথ কৈলাসের পথ॥
শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে। শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে॥
মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান। দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান॥
ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া। সাক্ষাৎ করিয়া দেবী কহিলা হাসিয়া॥
অরে বাছা ভবানন্দ বরপুত্র তুমি। তোমার পরশ-পুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥
তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্য হৈল ধরা। বিলম্ব না কর ঘরে চল করি ত্বরা॥
কাশী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুন্দার। ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত। দেখিয়া দেশের মুখ মহা হরষিত॥
সেইখানে নানা রসে ভোজন করিলা। বাড়ীতে সংবাদ দিতে বাসু পাঠাইলা॥
ত্বরা করি আসি বাসু দিল সমাচার। ঠাকুর আইলা জয় করি দরবার॥
শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী। মাথায় বান্ধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী॥
শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বাসু। দাসুর জননী বলে কোথা মোর দাসু॥
নেচে ফিরে বাসুর রমণী সুখ পেয়ে। চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে॥
সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে। পুত্রের নিছনি কৈলা মহা হৃষ্টা হয়ে॥

বড় ও ছোট রাণীর নিকট সাধী ও মাধীর বাক্যঃ

বড় ঠাকুরাণি গো। ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো॥
যুবা সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো। সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো॥
মাধী লয়ে ছোট করে কাণাকাণি গো। তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো॥
ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো। তার ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো॥
ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো। তোমারে বলিবে বুড়া ঠাকুরাণী গো॥
হাত-তোলা মত পাবে অন্নপানি গো। বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো॥
রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো। রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥
আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো। ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো॥
টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো। শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥

সাধীর বচন শুনি ঃ চন্দ্রমুখী মনে গুণি ঃ বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মনে করে ধড় ফড় ঃ বেশ কৈলা দড়বড় ঃ পতি ভুলাইতে মন দিলা॥
ওথা পদ্মমুখী লয়ে ঃ মাধী রসে মগ্ন হয়ে ঃ নানা মতে বেশ করি দিল।
পতি ভুলাবার কলা ঃ জানে নানা মত ছলা ঃ ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল॥
সতিনী তোমার যেটা ঃ কোলে তার তিন বেটা ঃ ঘর দ্বার সকলি তাহার।
শ্বশুর শাশুড়ী যাঁরা ঃ তাহারি অধীন তাঁরা ঃ এই মাধী কেবল তোমার॥
দরবারে জয় লয়ে ঃ প্রভু আইলা রাজা হয়ে ঃ আগে যদি তার ঘরে যান।
মহারাণী হবে সেই ঃ মোর মনে লয় এই ঃ তুমি হবে দাসীর সমান॥
একে তার তিন বেটা ঃ তাহারে আঁটিবে কেটা ঃ আরো যদি রাণী হয় সেই।

রাজপাট সব লবে ঃ তোমার কি দশা হবে ঃ আমার ভাবনা বড় এই॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক ঃ আঁখি ঠার দিয়া ডাক ঃ আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি।
আগে তাঁরে ঘরে আনি ঃ তোমারে তো করি রাণী ঃ তবে সে সতিনী পায় ফাঁকি॥

কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। দু'সতিনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর॥

অন্নদার এয়োজাত ঃ

॥ পিলু-ঝিঁঝিট—একতালা॥

চল চল সব ব্রজকুমারি। তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি॥
রাধা রাধা কয়ে মোহন মন্ত্রে ঃ নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলী যন্ত্রে ঃ
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে ঃ যাইতে হইল রহিতে নারি।
ত্বরাপর সবে করহ সাজ ঃ কি করিবে মিছা ঘরের কাজ ঃ
সাজিয়া আইল মদন-রাজ ঃ তিলেক রহিতে আর না পারি॥
কেহ লহ পড়া পঞ্জর-শুয়া ঃ কেহ লহ পান কর্পূর গুয়া ঃ
কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুয়া ঃ কেহ লহ পাখা জলের ঝারী।
সে মোর নাগর চিকণ কালা ঃ তারে সাজে ভাল বকুল-মালা ঃ
আমি বয়ে লব পুরিয়া থালা ঃ ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি॥

এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম। ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম॥
পৌষ মাঘ ফাল্গুন বঞ্চিয়া সুখসার। চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার॥
অন্নপূর্ণা-পূজা আরম্ভিলা মজুন্দার। চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার॥
ঘরে-ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল। সারি-সারি এয়োগণ আসিয়া মিলিল॥
অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা। ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী ইন্দুমুখী ইন্দুকলা॥
সোনা রূপা পলা মুক্তা মাণিকী রতনী। মল্লিকা মালতী চাঁপা ফুলী মুলী ধনী॥
গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গান্ধারী। নিমী তেকী ছকী লকী হেলী ফেলী বারী॥
কার কোলে ছেলে কার ছেলে চলে যায়। কার ছেলে কান্দে কার ছেলে মারি খায়॥
বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিনী। ঘন বাজে ঘুনু ঘুনু কঙ্কণ-কিঙ্কিণী॥
কেহ বলে এস সই চল সেঙাতিনী। ঠাকুরাণী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী॥
বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া। শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া॥
কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী। কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোপা-বাড়ী॥
কার বেণী কার খোঁপা কার এলো চুল। কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল॥
চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার। দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার॥

রন্ধন ঃ

॥ পিলু-ঝিঁঝিট—একতালা॥

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া। পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া॥
তোমার অন্নের বলে ঃ অদ্যাবধি আছে গলে ঃ কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।

একহাতে পান-পাত্র ঃ আর হাতে হাতা মাত্র ঃ দিতে পার চতুর্ব্বর্গ ঈষৎ হাসিয়া॥
তুমি অন্ন দেহ যারে ঃ অমৃত কি মিঠা তারে ঃ সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া।
পরশিয়া অন্ন-সুধা ঃ ভারতের হর ক্ষুধা ঃ মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া॥

হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক। শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে। মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ি কলা মুলা নারিকেল ভাজা। দুধ-থোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা॥[৩৬]
কাঁঠালের বীজ রান্ধে চিনি-রসে গুঁড়া। তিল পিটালিতে লাউ-বার্ত্তাকু কুমড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে। আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য-মাসে॥
কাতলা ভেটুক কই ঝাল ভাজা কোল। সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুড়া। তিত দিয়া পচামাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ি। আরি রান্ধে আদা-রসে দিয়া ফুলবড়ি॥
রুই-কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক। মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম। গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥
অন্য মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া। রান্ধিলেন মুড়া আগে মশলা পুরিয়া॥
মৎস্য-মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা। মৎস্য-মুলা বড়া-বড়ি চিনি আদি দিলা॥
আম আমসত্ত্ব আর আমসি আচার। চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মান্দার॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা। সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥[৩৭]
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা। চালু চিনা ভূরা রাজবর চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর। বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন। অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥[৩৮]
অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়। মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয়॥

অষ্টমঙ্গলা ঃ

শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায় ঃ অমঙ্গল দূরে যায় ঃ শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥
প্রথম মঙ্গল শুন ঃ সৃষ্টি করি তিন গুণ ঃ বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিনু।
দক্ষের দুহিতা হয়ে ঃ পতিভাবে হরে লয়ে ঃ দক্ষ-যজ্ঞে সে তনু ছাড়িনু॥
দ্বিতীয়ে হেমন্ত-ধামে ঃ জনমিনু উমা নামে ঃ মোর বিয়া-হেতু কাম মৈল।
বিয়া হৈল হর-সঙ্গে ঃ হর-গৌরী হৈনু রঙ্গে ঃ গণেশ-কার্ত্তিক পুত্র হৈল॥
তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে ঃ কন্দল করিয়া রঙ্গে ঃ ভিক্ষা-হেতু তাঁরে পাঠাইনু।
পানপাত্র হাতে লয়ে ঃ অন্নপূর্ণা-রূপ হয়ে ঃ অন্ন দিয়া শিবে বাঁচাইনু॥

---

[৩৬] বেসমের বড়া রান্ধে বেঞ্জনের রাজা। সুধারসে রস-রস ফুলবড়ি ভাজা॥—এ০ (গ) পুঁথি।
[৩৭] সাধ্যে সাধ্যে সুধা বলে মোরে কর মিঠা॥—এ০ (গ) পুঁথি।
[৩৮] খেচরান্ন পরমান্ন করিয়া রন্ধন। অন্নরান্ধে—ইত্যাদি॥—এ০ (গ) পুঁথি।

কাশী-মাঝে ত্রিলোচন ঃ লয়ে যত দেবগণ ঃ বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত মন্দিরে।
করিয়া তপস্যা ঘোর ঃ পূজা প্রকাশিলা মোর ঃ অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে॥
চতুর্থেতে বেদব্যাস ঃ নিন্দা কৈলা কৃত্তিবাস ঃ ভুজস্তম্ভ হয়েছিল তার।
শেষে অন্ন নাহি পায় ঃ আমি অন্ন দিনু তায় ঃ কাশীখণ্ডে আছয়ে প্রচার॥
সেই ব্যাস তার পরে ঃ ব্যাস-বারাণসী করে ঃ মোর উপাসনা করে বসি।
বুড়ী রূপে আমি গিয়া ঃ বাক্য-ছলে শাপ দিয়া ঃ করিনু গর্দ্দভ-বারাণসী॥
কুবেরের অনুচরে ঃ বসুন্ধরা-বসুন্ধরে ঃ শাপ দিয়া ভূতলে আনিনু।
হরি হোড় নাম দিয়া ঃ বুড়ী-রূপে আমি গিয়া ঃ ঘুঁটে-বেচা ছলে বর দিনু॥
পঞ্চমে শাপের ছলে ঃ আনিনু ধরণী-তলে ঃ নলকূবরেরে এই গ্রামে।
ভবানন্দ তুমি সেই ঃ চন্দ্রিণী-পদ্মিনী এই ঃ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে॥
পরে হরি হোড় ছাড়ি ঃ আইনু তোমার বাড়ী ঃ ঝাঁপি-হাতে পার হয়ে নায়।
শুনি পাটুনীর মুখে ঃ তুমি নিজ ঘরে সুখে ঃ ঝাঁপি-রূপে পাইলা আমায়॥
আসিয়াছি তোর ঘরে ঃ শুন কহি তার পরে ঃ প্রতাপ-আদিত্য ধরিবারে।
এল মানসিংহ রায় ঃ দেখা-হেতু তুমি তায় ঃ বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে॥
মানসিংহ শুনি তথা ঃ বিদ্যাসুন্দরের কথা ঃ জিজ্ঞাসিলা বিশেষ তোমায়।
ইতিহাস-ছলে সুখে ঃ শুনানু তোমার মুখে ঃ আদ্যরস সুন্দর-বিদ্যায়॥
ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি ঃ বিদ্যা-পদ্মিনীর রবি ঃ অশেষ চাতুরী প্রকাশিল।
কপট সন্ন্যাসী হৈল ঃ রাজার সাক্ষাৎ কৈল ঃ নানামতে বিহার করিল॥
সপ্তমেতে আমি গিয়া ঃ কালীরূপে দেখা দিয়া ঃ বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।
বীরসিংহ পূজা কৈল ঃ মোর অনুগ্রহ হৈল ঃ বিদ্যা লয়ে গেল কবি ঘরে॥
এই ইতিহাস-সুখে ঃ শুনিয়া তোমার মুখে ঃ মানসিংহ এল তোর ঘরে।
সপ্তাহ বাদলে তারে ঃ নানা মত উপহারে ঃ তত্ত্ব নিলা তুমি মোর বরে॥
ভেদ পেয়ে তোর মুখে ঃ মোর পূজা দিয়া সুখে ঃ মানসিংহ যশোরে আইল।
প্রতাপ-আদিত্য ধরি ঃ লইল পিঞ্জরে ভরি ঃ তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল॥
তুমি মোর পূজা দিয়া ঃ কুতূহলে দিল্লী গিয়া ঃ পাতশার ক্রোধে বদ্ধ হৈলা।
তুমি পাতশার ডরে ঃ নত হয়ে ভক্তিভরে ঃ একমনে মোরে স্তুতি কৈলা॥
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে ঃ ডাকিনী-যোগিনী লয়ে ঃ উপদ্রব করিনু সহরে।
পাতশা মানিয়া মোরে ঃ রাজাই দিলেক তোরে ঃ মহা সুখে তুমি এলা ঘরে॥
অষ্টমেতে তুমি সেই ঃ মোর পূজা কৈলা এই ঃ আমি অষ্টমঙ্গলা কহিনু।
ব্রত হৈল পরকাশ ঃ এবে চল স্বর্গবাস ঃ এই বর পূর্ব্বে দিয়াছিনু॥

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা ঃ

মজুন্দার কন আর এথা নাহি কাজ। অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ॥
অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর। প্রিয় পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার॥

ভবানন্দ মজুন্দার ঃ সুতে দিয়া রাজ্যভার ঃ বাপ-মায় প্রবোধ করিয়া।
পূর্ব্ব কথা মনে করি ঃ বসিলেন ধ্যান ধরি ঃ স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া॥

চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী ঃ স্বর্গে যাইবারে সুখী ঃ সহমৃতা হইলা হাসিয়া।
চড়িয়া পুষ্পক রথে ঃ চলিলা অলকা-পথে ঃ যক্ষগণে বেষ্টিত হইয়া॥
পুত্র-পুত্রবধূ লয়ে ঃ কুবের সানন্দ হয়ে ঃ পূজা কৈল অন্নদা-চরণ।
কুবেরের পূজা লয়ে ঃ দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে ঃ কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন॥

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ঃ করিলেন অনুমতি ঃ সেই মত রচিয়া বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর ঃ অন্নপূর্ণা দয়া কর ঃ পরীক্ষিত-তনু-ভগবানে॥ঃঃ॥

ঃ ।। ৪ ।। বিবিধ বিস্ময়িণী কবিতাবলী ।। ঃ

।। হাওয়া ।।

চন্দনের দন্ড ধরে ঃ ফণি-ফণা ছত্র করে ঃ মলয় রাজত্ব হরে ঃ আরো রাজ্য চাওয়া।
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে ঃ শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে ঃ কাবেরী ভরিয়া রঙ্গে ঃ হিমালয়ে ধাওয়া ।।
বিয়োগীরে কাঁদাইয়ে ঃ সংযোগীরে ফাঁদাইয়ে ঃ যোগি-যোগ ভাঙগাইয়ে ঃ কামগুণ গাওয়া।
নর্ম্মীরে প্রকাশিয়ে ঃ গর্ম্মিরে বিনাশিয়ে ঃ শীতল করিলি হিয়ে ঃ বাহবা রে হাওয়া ।।
কখনো দারুণ ঝড় ঃ শাখি উড়ে পাখী জড় ঃ ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড় ঃ নাহি যায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে ঃ মেঘ স্থির হতে নারে ঃ হুলুস্থুল পারাবারে ঃ প্রলয়ের দাওয়া ।।
কভু থাক কোন্ গাড়ে ঃ তাপে প্রাণী প্রাণ ছাড়ে ঃ বৃক্ষ নাহি পাতা নাড়ে ঃ
আনন্দের পাওয়া।
কখনো মধুর মন্দ ঃ সুগন্ধ আনন্দ-কন্দ ঃ শীতল পরমানন্দ ঃ বাহবা রে হাওয়া ।।

।। বাসনা ।।

বাসনা করয়ে মন ঃ পাই কুবেরের ধন ঃ সদা করি বিতরণ ঃ তুষি যত আশনা।
আশ নাই আরো চাই ঃ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই ঃ ক্ষুধামাত্র সুধা খাই ঃ যমে করি ফাঁসনা ।।
ফাঁসনা কেবল রৈল ঃ বাসনা পূরণ নৈল ঃ লাভে হতে লাভ হৈল ঃ লোকে মিথ্যা ভাষণা।
ভাষণাই কারে বলে ঃ ভারত সন্তাপে জ্বলে ঃ কলার বাসনা হলে ঃ আঃ আরে বাসনা ।।

।। ভাষা-মিশ্র কবিতা ।।

শ্যাম হি তু প্রাণেশ্বর ঃ বায়দ্ কি গোয়দ্ রূ-বর্ ঃ কাতরে আদর কর ঃ
কাহে মরো রোয়কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা ঃ চুণ্ লালঃ চেহ্‌·র্-এ-মা ঃ ক্রোধিতপর দেও ক্ষেমা ঃ
মিট্টিমে' কাহে শোয়কে ।।
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি ঃ দর্ জান্-ই-মন্ আয়দ্ খুশী ঃ আমার হৃদয়ে বসি ঃ
প্রেম কর খোস্ হোয়কে।
ভূয় ভূয় রোরুদসি ঃ য়াদ্-অৎ নমুদাঃ জাঁ কুসী ঃ আজ্ঞা কর মিলে বসি ঃ
ভারত ফকীরি খোয়কে ।। ঃ ঃ ।।

ঃ ॥ ৫ ॥ পত্রম্ ॥ ঃ

অবশ্য প্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ। নমস্কৃতীনামানন্ত্যং 'সবিশেষনিবেদনম্ ॥
মহারাজ-রাজাধিরাজ প্রতাপস্ফুরদ্বীর্য্য-সূর্য্যোল্লসৎকীর্ত্তিপদ্মে।
স্থিরা রাজপদ্মালয়াস্তাং চিরস্থা যতোঽস্মাকমাস্তে সমস্তং পুরস্তাৎ॥
যদবধি তব মুখচন্দ্রবিলোকনবিরহিত-নয়নচকোরো।
তদবধি নিরবধি দুঃখহুতাশনপ্রসরণবাসরঘোরো॥
আয়াতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ শুষ্কদ্রুমাঃ কোকিলাঃ
কান্তালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোৎকরাঃ।
নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া
নো জানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে॥
হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।
বেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিষ্ফল্গুরাঃ ফাল্গুনো
নো জানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে॥ ঃ ঃ ॥

ঃ ॥ ৬ ॥ নাগাষ্টকম্ ॥ ঃ

গতে রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে
ভবন্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতো মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ১॥

বয়শ্চত্বারিংশৎ তব সদসি নীতং নৃপ ময়া
কৃতা সেবা দেবাদধিকমিতি মত্বাপ্যহরহঃ।
কৃতা বাটী গঙ্গাভজনপরিপাটী পুটকিতা।
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ২॥

পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরিহহ নারী বিরহিণী
হতাশা দাসাদ্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপি চ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৩॥

সমানীতা দেশাদিহ দশভুজা ধাতুরচিতা
শিবাঃ শালগ্রামা হরি-হরিবধূমূর্ত্তিরতুলা।
দ্বিজাস্তৎসেবার্থং নিয়মবিনিযুক্তা অতিথয়ঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৪॥

মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্ক ক্ষিতিমণে
দয়ালো ভূপাল দ্বিজকুমুদজালদ্বিজপতে।
কৃপাপারাবার প্রচুরগুণসার শ্রুতিধর
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৫॥

অরে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি ন হি কিং কালিয়হ্রদং
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদম্।
যদীদানীং তং ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৬॥

হৃতং বাক্যং যেন প্রচুরবসুনা ক্ষান্তিরতুলা
যদুক্তেস্তোহত্রাহং তব সদসি গঙ্গাম্বুনিকটে।

ত্বদীয়ো গণ্ডূষীকৃতমনুজমণ্ডূকনিকরঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৭॥

জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ
কুবর্ণো গোকর্ণঃ সবিষবদনো বক্রগমনঃ।
তদাস্যে কিং রাজন্ ক্ষিপসি নিজপোষ্যদ্বিজমিতঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিষদঃ সুকর্ম্মা ঃ নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্র শর্ম্মা।
এভির্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা ঃ তং তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা॥ ৯॥ ঃ ঃ॥

ঃ॥ ৭ ॥ চণ্ডী নাটক ॥ঃ

মহিষাসুরের প্রবেশঃ

খট্-মট্ খট্-মট্ খুরোত্থ-ধ্বনিকৃত-জগতীকর্ণপুরাবরোধঃ
ফোঁ-ফোঁ ফোঁ-ফেঁ'তি নাসানিল-চলদচলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্-সপ্-সপ্ পুচ্ছাঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিত-স্বর্গমর্ত্যো
ঘর্-ঘর্ ঘর্-ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ॥
ধো-ধো ধো-ধো নাগারা গড়-গড়-গড়-গড় চৌঘড়ী-ঘোর-ঘর্য্যৈঃ
ভোঁ-ভোঁ ভোরঙ্গশব্দৈর্ঘন ঘন-ঘন বাজে চ মন্দীরনাদৈঃ।
ভেরী-তূরী-দামামা-দগড়-দড়মসা-শব্দবিস্তব্ধদেবৈঃ
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভূব॥

মহিষাসুরের উক্তিঃ

শোন্ রে গোঁয়ার্ লোগ ঃ ছোড়্ দে উপাস্ রোগ ঃ মানহুঁ আনন্দ-ভোগ ঃ
ভৈঁষরাজ যোগমেঁ।
আগমেঁ লগাও ঘীউ ঃ কাহে কোঁ জলাও জীউ ঃ য়ক্ রোজ প্যার পিউ ঃ
ভোগ য়হী লোগমেঁ॥
আপকো লগাও ভোগ ঃ কামকো জগাও যোগ ঃ ছোড়্ দেও যাগ-যোগ ঃ
মোক্ষ য়হী লোগমেঁ।
ক্যা এগান্ ক্যা বেগান্ ঃ অর্থ নার আব জান ঃ য়হী ধ্যান য়হী জ্ঞান ঃ
আর সর্ব্ব° রোগমেঁ॥ঃঃ॥

ঃ ॥ ৮ ॥ গঙ্গাষ্টকম্ ॥ ঃ

(সংশোধিত)

যদম্বু নাশিতুং মলং মহামলং সুশীতলং
প্রযাতি নীচমার্গকং দদাতি নিত্যমুচ্চতাম্।
হরেঃ পদাব্জনির্গতাং হরিত্বস্যৈব দায়িনীং
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ১ ॥

নিনেতুমেব গোলোকং রথো ভগীরথাহৃতো
ধ্বজস্তরঙ্গরঙ্গকো যদেব নাম চক্রকঃ।
স্বয়ং হি যত্র সারথী রথী যদাপি পাতকী
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ২ ॥

যদম্বু বহ্নিপ্রোজ্জ্বলং সুশীতলং নৃপাপহং
সুশীকরং স্ফুলিঙ্গকস্তু ধূম এব ব্যোমগঃ।
যদম্বুনঃ প্রবাহ এব চাশ্রয়াশদাহকো
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ৩ ॥

বিষং যদম্বুভক্ষকে নিহন্তি মন্দিরাসতাং
দহত্যশেষপাপিনাং শরীরমেব দেহিনী।
যদম্বু নঃ প্রভঞ্জনঃ প্রপাদদেহভঞ্জনো
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ৪ ॥

সুধা যদম্বুশীতলং দদাত্যমৃত্যুতাং দিবি
সপাপদাহদাহিনো বিগাহনায় স্নিগ্ধদাম্।
বিগাহিতস্য দর্শিতস্য কর্ষিতস্য চিন্তয়া
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ৫ ॥

নিহন্তি সঙ্ঘমুন্মদং সসৈন্যকং পরন্তপং
যদম্বুপত্তিসঙ্কুলং জলধ্বনির্নির্নাদনম্।
রথেভবাজিকাদীনাং মতিঃ স্তুতির্নতিস্তথা
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ৬ ॥

হরিস্তথা ত্রিলোচনস্ত্রিলোচনী হরীশ্বরৌ
বিধায়িতুং নিমজ্জিতাং যদম্বুনা শুভাকলাম্।

ত্রিলোকলোকপাবিকাং ত্রিদেবতাবিধায়িকাং
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ৭ ॥

বিমলধবললীলা শম্ভুমৌলৌ বিলোলা
প্রবলজলবিশালা স্বর্জনে স্বর্ণমালা।
মদনদহনকাঙ্গা স্বর্গসোপানসংজ্ঞা
কলুষহরতরঙ্গা ভারতং পাতু গঙ্গা ॥ ৮ ॥ ঃ ঃ ॥

ঃ॥ পরিশিষ্ট-পর্ব ॥ঃ

॥ ১ ॥ বিদেশী শব্দার্থ; ॥ ২ ॥ কঠিন শব্দার্থ; ॥ ৩ ॥ ভারতচন্দ্রের অনুবাদ; ॥ ৪ ॥ চিত্র-পরিচিতি ॥

॥ঃ॥ মনে বড় পাই ভয় ঃ না জানি কেমন হয় ঃ ভারতের ভারতী ভরসা ॥ঃ॥

॥ ১ ॥ বিদেশী শব্দার্থ

[আ° = আরবী। তু° = তুরকী। ফা° = ফারসী। প° = পশতু। ভা° = ভারতীয়। স° = সংস্কৃত। হি° = হিন্দী।]

আখের < আ° আখ.ীর্ = পরিণাম।
আজব < আ° 'অজব্ = অদ্ভুত, আশ্চর্য।
আদমী < আ° আদম্ = প্রথম সৃষ্ট মানব, মানব-সাধারণ।
আমদানী < ফা° আম্‌দন্ + ভা° ঈ = বহিরাগত।
আমল < আ° 'অমল্ = শাসনকাল।
আমারী < আ° আ.মারী = হাওদা।
আমীর < আ° আ.মীর্ = সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ।
আয়েব < আ° আইব্ = দোষ, ত্রুটি।
আরজ; আরজী < আ° আরজ্; + ভা° ঈ = দরখাস্ত।
আরজবেগী < আ° আরজ্ + বেগ্ + ভা° ঈ = দরখাস্তপাঠকারী।
আলম্পনা < আ° আলম্ + ফা° পনাহ্ = বিশ্বের আশ্রয়।
আশা < আ° 'অসা = লাঠি।
ইজার < ফা° ইজ়.ার্ = পায়জামা, অধোবস্ত্র।
ইনাম < ফা° ইন্ 'আম্ = দান, পুরস্কার।
ইমান < আ° ঈ.মান্. = ধর্ম, বিশ্বাস, বিবেক।
উকীল < আ° ব°কীল্ = প্রতিনিধি।
উজবেক < তু° উজ.বক্ = উপজাতিবিশেষ।
উজীর < আ° ফা° ব°জ়.ীর্ = অমাত্য, মন্ত্রী।
উমরা < আ° উম্‌রা ['আ.মীর্' শব্দের বহুবচন] = সম্ভ্রান্তব্যক্তিবর্গ।
উরদুবাজার < তু° উরদূ + ফা° বাজ.ার = সৈন্যদিগের শিবির বা বাজার।
কবুল < আ° কবূল্ = স্বীকার।
কয়েদ < আ° ক.য়েদ্ = বন্দী।
করিম < আ° করীম্ = শক্তিশালী।
কলম < আ° কলম্ = লেখনী।
কলমা < আ° কল্মা = ঈশ্বরের বচন।
কাজী < আ° ক.াজ়.ী = মুসলমান বিচারক।
কাতার < আ° কতার্ = পঙক্তি।
কানগোই < আ° ক.ানূন্ + ফা° গো, গোঈ = আইনব্যাখ্যাকারী।
কানাৎ < তু° ক.নাৎ = কান্ডপট, বস্ত্রাবাস।
কাফের < আ° কাফ.র্ = অমুসলমান, ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী।
কাবাব < আ° ক.বাব্ = শূল্যবিদ্ধ ভর্জিত মাংস।
কামান < ফা° কমান্ = ধনুক, বন্দুক, আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।
কামাল < আ° কমাল্ = নৈপুণ্য।

কারখানা < ফা° কারখানা = কর্মশালা।
কারিকরি < ফা° কারীগর্ + ভা° ঈ = শিল্পকর্ম।
কিজিলবাশ < তু° কিজি.লবাশ্ = উপজাতিবিশেষ।
কুদরত < আ° কুদ্‌রৎ = শক্তি, প্রকৃতি।
কেরামত < আ° করামৎ = মহত্ত্ব।
কোতোয়াল < ফা° কোৎব.াল্; ভা° ফা° কোত্‌ব°াল [হি° কোট্‌ব°াল] = নগররক্ষী, কোটাল।
কোফর < আ° কুফ্‌র্ = কাফেরোচিত আচরণ।
কোরান < আ° কু.র্'আন্ = মুসলমানদিগের প্রধানতম ধর্মগ্রন্থ।
খত < আ° খ.ৎ = রেখা।
খরচ < ফা° খর্‌চ্ = ব্যয়।
খবিস < আ° খ.বীশ = ভূত।
খাজাঞ্চী < আ° খ.াজ.ানা + তু° চী = তহবিলরক্ষক।
খানা < ফা° খ.ানা = খাদ্য, ভোজ।
খালাস < আ° খ.লাস = মুক্তি।
খাসবরদার < আ° খাস্ + ফা° বর্‌দার্ = অগ্রগামী সৈনিক।
খুন < ফা° খু.ন্ = রক্ত, হত্যা।
খুনসী < ফা° খু.ন্ + সী = কলহপরায়ণতা।
খুসী < ফা° খু.শী = আহ্লাদিত।
খেতাব < আ° খেতাব্ = উপাধি।
খেদমত < আ° খিদমৎ = সেবা।
খেলাত < আ° খিল 'আৎ = পারিতোষিক।
খোরাক < ফা° খুরাক্ = আহার, আহার্য দ্রব্য।
গজব < আ° গ.জ.ব. = অন্যায়, সর্বনাশ।
গরজ < আ° ঘ.রজ. = আবশ্যক।
গরহাজির < আ° গয়্‌র্ + হাজি.র্ (হাম্বির) = অনুপস্থিত।
গরীবনেবাজ < আ° গরীব্ + ফা° নেব°াজ. = দরিদ্র-পালক।
গর্মি < ফা° গর্ম + ভা° ই = গ্রীষ্ম।
গালিম < আ° গ.ালিব্ = শত্রু।
গুমান < ফা° গুমান্ = গর্ব।
গোলন্দাজ < হি° গোলা + ফা° অন্দাজ. = গোলানিক্ষেপকারী সৈনিক।
গোলাম < আ° ঘু.লাম্ = দাস।
চাবুক < ফা° চাবুক = দ্রুতগামী, কশা।
চ.গ্ লালঃ চেহ.র-এ-মা (< আ°) = মল্লিকা পুষ্পের ন্যায় আমার আকৃতি।
জনানা < ফা° জ.নানা; জ.ন্ = স্ত্রীলোক।
জবাই < আ° জ.বহ, জেব.া, জ.ব.ীহা = কণ্ঠনালীচ্ছেদপূর্বক হত্যা।
জমাদার < আ° জম্‌অ + ফা° দার্ = বক্‌শীর নিম্নপদস্থ কর্মচারী।
জমীন্ < ফা° জ.মীন্ = ভূখণ্ড।
জরপোষ < ফা° জ.র্ + পোষ্ = জরীর কারুকার্যযুক্ত পোষাক।

জল্লাদ < আ° জল্লাদ্ = ঘাতক।
জামা < ফা° জামা = অঙ্গরাখা।
জাহাঁপনা < ফা° জহান্ + পন.াহ্ = পৃথিবীর আশ্রয়।
জাহাঙ্গীর < ফা° জহান্ + গীর্ = পৃথিবী-ধারক।
জাহির < আ° জ.াহির (ধ্বাহির) = ব্যক্ত।
জিম্মা < আ° জিম্.মা = অধিকার, সংরক্ষণ।
জুলুম্ (= জুলুম) < আ° জুল্.ম্ (ধ্বুলম্) = অত্যাচার, উৎপীড়ন।
জের < ফা° জে.র্ = পরাভব।
জোর < ফা° জোর্ = শক্তি।
ঝাড়ুকশ < হি° ঝাড়ু + ফা° কশ্ = ঝাড়ুদার।
তকরার্ < আ° তক্.রার্ = বিচার, পুনঃপুনঃ উক্তি।
তক্ত < ফা° তখ.ৎ = সিংহাসন।
তবকী < তু° তুপক্.চী = বন্দুকধারী।
তল্লাস < আ° তলাশ্ = অনুসন্ধান।
তসবী < আ° তস্.বীহ্ = জপমালা।
তাজ < আ° তাজ্ = মুকুট।
তাজা < ফা° তাজ.া = টাটকা।
তাবিজ < আ° তব.ীজ.্ = মাদুলি।
তাম্বু < ফা° তম্বু = শিবির, বস্ত্রাবাস।
তোক্ < আ° ত.ব°ক্ = হাতকড়ি।
দখল < আ° দখ.ল্ = অধিকার।
দপ্তরী < ফা° দফ্.তরী = কাছারীর কাগজপত্রের রক্ষক কর্মচারী।
দফাদার < আ° দফ' + ফা° দার্ = অশ্বারোহী দলের উপরিতন কর্মচারী।
দবা < আ° দব.°া = ঔষধ।
দর্ জান্-ই-মন্ আয়দ্ খু.শী (< আ°) = আমার চিত্তে আনন্দের উদ্রেক হইয়াছে।
দরবহস্ত < ফা° দর্-ও-বস্ত্ = সম্পূর্ণ, মোট।
দরবার < ফা° দরবার্ = রাজসভা।
দাগাদার < আ° দাগ্ + ফা° দার্ = প্রবঞ্চক।
দেয়ান্ < ফা° দীব°ান্ = রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান কর্মচারী, দরবার।
দোকান; দোকানী < ফা° দুকান্; + ভা° ঈ = পণ্যশালা; বিক্রেতা।
দোয়া < আ° দু'আ, দো'আ = প্রার্থনা, আশীর্বাদ।
দোয়াত < আ° দব°া আ.ৎ = মস্যাধার।
নজরানা < আ° নজ.র্ (নধ্.র্) + ফা° আনা = উপঢৌকন।
নবাব < আ° নব.াব্ = রাজপ্রতিনিধি, মুসলমান সামন্তরাজা।
নমাজ < ফা° নমাজ.্ [= স° নমঃ] = কোরাণোক্ত পূজাপদ্ধতি।
নর্মি < ফা° নর্.ম্ + ভা° ই = কোমল, আর্দ্র।
নাগারা < আ° নক্.ক.ারা = বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
নাজীর < আ° নাজি.র্ (নাধির্) = আদালতের কর্মচারী।
নাপাক্ < ফা° না + পাক্ = অপবিত্র।

নাহক্ < ফা° না + আ° হক্ = অসত্য।
নায়েব < আ° না' ইব্ = প্রতিভূ।
নিমকহারাম < ফা° নমক্ + আ° হরাম্ = কৃতঘ্ন।
নিশান < ফা° নিশান্ = চিহ্ন, পতাকা।
নূর < আ° নূর্ = জ্যোতি, আলোক।
পরগণা < ভা° ফা° পরগনহ্ [= স° প্রগণ] = প্রদেশের অংশ, চাকলা।
পরেশান্ < ফা° পরেশান্ = দুঃখকষ্ট।
পাঠান < প° পষ্তানা = জাতিবিশেষ।
পাতশা < ফা° পাতিশাহ্, পাদিশাহ্ = সম্রাট, রাজাধিরাজ।
পারসী < আ° ফ.ারসী = পারশ্য দেশের ভাষা।
পীর্ < ফা° পীর্ = বৃদ্ধ, স্থবির, মুসলমান সাধু।
পেগম্বর < ফা° পয়গম্ + বর্ [= স° প্রতিগমভর] = বাণীবাহক।
পেশোয়াজ < ফা° পেশ্ব.াজ = পরিধেয়।
পোদ্দার < ফা° পোত্ + দার্ = মহাজন।
ফকির্, ফকীর < আ° ফ.ক.্র্ = অভাবযুক্ত ব্যক্তি।
ফতে < আ° ফ.তহ্ = জয়।
ফর্দ < ফা° ফর্দ = তালিকা।
ফরমান < ফা° ফর্মান্ [= স° প্রমাণ] = হুকুমনামা।
ফরিয়াদী < ফা° ফর্য়াদ্ + ভা° ঈ = রাজদ্বারে বিচারার্থ অভিযোগকারী।
বকরা, বকরী < আ° বক.র্ (স্ত্রীলিঙ্গে + ঈ) = গো, ছাগ।
বক্সী,* বখসী < ফা° বখ্শী = ফৌজের হিসাব রক্ষক।
বজা < ফা° বজা = যথাস্থানে অবস্থিত।
বদ্কাম < ফা° বদ্ + ভা° কাম = কুকর্ম।
বদ্নাম < ফা° বদ্ + ভা° নাম = দুর্নাম।
বদল < আ° বদল্ = বিনিময়, পরিবর্ত।
বন্দগী < ফা° বন্দ্গী = বন্দনা।
বন্দা < ফা° বন্দা = ভৃত্য।
বন্দুক < আ° বন্দুক্ = আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।
বরবাদ < ফা° বর্বাদ্ = নষ্ট, অপব্যয়িত।
বর্গী < ফা° বার্গীর্ = ভারগ্রাহী, মারাঠী অশ্বারোহী সেনা।
বাঁদী < ফা° বন্দা + ভা° ঈ = দাসী।
বাজার < ফা° বাজ.ার্ = হাট।
বাজী < ফা° বাজ.ী = কৌতুক, ক্রীড়া।
বাবুর্চিখানা < তু° বব°র্চী + ফা° খানা = মুসলমান পাচকের রন্ধনাগার।
বায়দ্ কি গোয়দ্ রু-বর্ (< আ°) = হইতে পারে যে বলিয়াছে মুখের উপর।
বালাই < আ° বলা + ভা° আই = অমঙ্গল।
বাহবা < ফা° ব°াহ্ ব°াহ্ = উৎসাহ-বাক্য।
বাহাদুরী < তু° বাহ্দর্ + ভা° ঈ = কৃতিত্ব।
বিবি < তু° বীবী = মুসলমান জাতীয়া স্ত্রীলোক, সম্ভ্রান্ত-মহিলা।

বুরুজ < আ° বুর্জ = দুর্গপ্রাচীরের মধ্যে সুদৃঢ় গোলাকৃতি গৃহ।
বেইমান্ < ফা° বে + আ° ঈ.মান্ = বিশ্বাসঘাতক।
বেদীন্ < ফা° বে + দীন্ = অধার্মিক।
বেসাতি < আ° বেজ.াত্ = পণ্য, দ্রব্যজাত।
মজবুত < আ° মজ্.বুত্ = দৃঢ়।
মজুন্দার্ < আ° মজমু' + ফা° দার্ = রাজস্বের হিসাবরক্ষক।
মনিব < আ° মুনীব্ = প্রভু, স্বামী।
মর্দ < ফা° মর্দ্দ = পুরুষ।
মশালচী < ফা° মশাল্ + তু° চী = দীর্ঘবর্তিকাধারী ব্যক্তি।
মসলা < আ° মসালা = ব্যঞ্জন সুরস করিবার উপকরণ।
মহল < আ° মহাল্ = জমীদারী।
মহিম < আ° মুহিম্ = অভিযান।
মানা < আ° মন' = নিষেধ।
মামুর < আ° মাআ.মূর্ = প্রচুর, অধ্যুষিত।
মাল < আ° মাল্ = বাণিজ্যদ্রব্য।
মালুম < আ° মআ.লুম্, ই.ল্ম্ = বোধ, জ্ঞাত।
মিঞা, মিঞানী < ফা° মিআঁ (স্ত্রীলিঙ্গে + আনী) = মধ্যস্থ, মান্য ব্যক্তি।
মুকাম < আ° মু.কাম্ = স্থিতি, বাসস্থান।
মুনসী < আ° মুনশী = লেখক।
মুরুচা < ফা° মুর্চা = পরিখা, দুর্গপ্রাচীর।
মেকী < আ° মক্র্ = কৃত্রিম।
মোগল < ফা° মুঘ.ল্ = মঙ্গোলিয়া-বাসী, (সাধারণ অর্থে) মুসলমান্।
য়াদ্ < ফা° য়াদ্ = স্মরণ।
য়াদ্-অৎ নমুদাঃ জাঁ কুসী (< ফা°) = তোমার স্মৃতি প্রাণ টানে।
যাদু < ফা° জাদ্ [= স° জাতঃ] = স্নেহপাত্র।
য়ার্ < ফা° য়ার্ = বন্ধু।
রায়াঁ < ফা° রায়ান্ = উপাধিবিশেষ।
রোজ < ফা° রোজ্ [= স° রোচঃ] = দিন, আলোক।
রোশন < ফা° রোশন্ [= স° রোচন] = আলোক।
লস্কর < ফা° লশ্কর্ = সৈন্যদল।
লালপোশ < ফা° লালপোষ্ = রক্তবর্ণ পরিচ্ছদপরিহিত।
শয়তান < আ° শৈতান্ = ভূতপ্রধান, পাপাত্মা, নীচ।
শরম, সরম < ফা° শর্ম্ = লজ্জা।
শাহ্জাদা < ফা° শাহ্ + জাদ্ [= স° জাতঃ] = শাহের পুত্র।
শাহনশাহী < ফা° শাহন্ শাহ্ + ভা° ঈ = রাজাধিরাজ-সম্বন্ধীয়।
শির < ফা° সর্ = মস্তক।
শোর্ < ফা° শোর্ = চিৎকার।
সক্কা < আ° সক্কা = জলবাহক, ভিস্তি।
সদাগর < ফা° সওদাগর্ = ব্যবসায়ী।

সদীয়াল < আ° সদী + ব°াল্ = শত সৈন্যের অধ্যক্ষ।
সহর < ফা° শহ্র্ = জনপদ, নগর।
সাজোয়াল্ < আ° সজাব°ল্ = তহশীলদার।
সানাই < ফা° শহ্নাঈ = কাঠের বাঁশী।
সাহেব < আ° সাহ্.ব্, সাহিব = প্রভু।
সিপাই, সিফাই < ফা° সিপাহী = সৈনিক।
সিরণী < ফা° শীরীনী [শীর্ = ক্ষীর, মিষ্ট] = সত্যদেবতার নৈবেদ্য।
সীক < ফা° সীখ্ = লৌহশলাকা।
সুন্নত < আ° সুন্নত্ = মুসলমানদিগের শিশ্নত্বকচ্ছেদন সংস্কার।
সুবা < আ° সুবহ্ =প্রদেশ।
সেলাম্ < আ° সলাম্ = শান্তি, অভিবাদনসূচক উক্তি।
সেলামত < আ° সলামৎ = শান্তি, মঙ্গল।
হক্ < আ° হক্ = সত্য।
হজরত < আ° হজ্রৎ (হদ্বর্ৎ) = প্রভু।
হরকরা < ফা° হর্করা = সংবাদগ্রাহী।
হলকা < আ° হল্ক.া = দল।
হাওয়া < আ° হব°া = বাতাস।
হাজার < ফা° হজা.র্ = সহস্র।
হাজারী < ফা° হজা.র্ + ভা° ঈ = সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ।
হাজির < আ° হাজি.র্ (হাদ্বির্) = উপস্থিত।
হাবসী < আ° হবেশ্ (= মিশ্র) = আবিসিনিয়ার অধিবাসী।
হারাম < আ° হরাম্ = শূকর।
হাল < আ° হাল্ = দশা।
হালাক < আ° হল্লাক্ = বধ, ধ্বংস।
হালাল < আ° হলাল্ = বৈধ, সঙ্গত।
হুসিয়ার্ < ফা° হোশ্য়ার্ = সাবধান।
হুকুম < আ° হুক্ম্ = আদেশ।
হুজুর < আ° হজূ.র্ (হ.দ্বূ.র্) = উপস্থিতি॥

॥ ২ ॥ কঠিন শব্দার্থ

অন্তর্দ্ধান = অদৃশ্য হওয়া।
অপর্ণা = অন্নপূর্ণার নামান্তর। 'স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপত্রবৃত্তিতা পরাহি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ। তদাপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ॥' — [কুমারসম্ভব (৫।২৮)]।
অষ্টমঙ্গলা = অষ্টাহব্যাপী [শুক্রবার হইতে শুক্রবার] গীতকথা।
অষ্টাপদ = সুবর্ণ।
আই = জননী বা তৎস্থানীয়া নারী।
আই-আই = ঘৃণার্থ দ্বিরুক্ত শব্দ।
আঁকশলী = ঢেঁকির নেমি (pivot)।
আঁদিসাঁদি = [< অন্ধি-সন্ধি] শৃঙ্খলা।
আগম = তন্ত্রশাস্ত্র।
আচাভুয়া = [< প্রাকৃত 'অচ্চব্ভুঅ' < সংস্কৃত 'অত্যদ্ভুত'] মিথ্যা, অদ্ভুত।
ইটাল = বৃহৎ প্রস্তর বা ইষ্টকখণ্ড।
উমা = [উ (= মহেশ) + মা (= শ্রী)] মহেশ-গৃহিণী।
এক কাল = নিত্যবর্তমান (Eternal Present)।
এয়োজাত = মাঙ্গলিক কার্যে সধবাদিগকে একত্রিত করিয়া অভিনন্দন।
ওজস্ = তেজ, বল।
ওলান = নামান।
কড়খা = [< সংস্কৃত 'কটাক্ষ'] একপ্রকার স্পর্ধাব্যঞ্জক রণসঙ্গীত।
কন্দল, কোন্দল = কলহ।
কলা = চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ, চৌষট্টি প্রকার শিল্পকর্ম।
কলি-মৃগ-বাঘথাবা = বৈষ্ণবদিগের তিলকের প্রকার ভেদ।
কাঁড় = [< সংস্কৃত 'কাণ্ড'] বাণ।
কাটার = কাটারি।
কানকোটারি = পতঙ্গবিশেষ।
কাপ = [(< কল্প) বা কাচ (< কৃত্য)] নাটগীতিতে ভূমিকার উপযোগী সাজ করার নাম।
কিয়া = কর্মফল।
কুঁকড়া, কুঁকড়ী = [< কুক্কুট, + ঈ] মোরগ, মুরগী।
কুকথা = [কু = আগম, নিগম ইত্যাদি] বেদ-আলোচনা।
কুজড়া, কুজড়ানী = পুরুষ ও নারী ফলমূলাদি ব্যবসায়ী।
কুজি = চাবি।
কুরঙ্গিয়া = মৃগচিহ্নযুক্ত।
কুলীন = আচার-বিনয়-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা-তীর্থদর্শন-নিষ্ঠা-বৃত্তি-তপস্যা ও দান,—এই নব লক্ষণ-যুক্ত ব্যক্তি। 'কু' অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনি 'লীন' অর্থাৎ বর্তমান।
কেয়াকাঁদি = কেতকী পুষ্পের মঞ্জরী।

কৈবল্য = মুক্তি।
কোঠ = দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ় গৃহবিশেষ।
কোশা = নৌকাবিশেষ, ছিপ।
খুঁয়ে তাঁতি = যে তন্তুবায় তিসি গাছের ছাল হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র (খুঞা) বয়ন করে।
খুদমাগা-কাদাখেঁড়ু = স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের পর প্রথম রজোদর্শনের উৎসব ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ।
খেঁড়ু = [< খেউড়] এক প্রকার আদিরসাশ্রিত সংগীত।
খোঁটা = মেকী, অচল।
গুবাক্ = সুপারী। [গু + বাক্ =] কু কথা।
গোত্র = [গো = পৃথিবী] পর্বত, কুল।
ঘাটি = কম।
চন্দ্রবাণ = আতসবাজী, হাউই।
চোয়াড় = বর্বর, নিষ্ঠুর।
ছাবাল = বালক।
জাঙ্গাল = সেতু।
ঢালী = ঢাল যাহার আছে।
তিন কাল = ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান।
দ্বীপ = সপ্তসংখ্যক [জম্বু, প্লাক্ষা, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর।]।
দুণ = দ্বিগুণ।
দোহাই = শপথ, দিব্য।
ধাড়ী = [< ধাট ('ধাড়্' আক্রমণ অর্থে)] দলপতি।
ধুম = আড়ম্বর।
নটশীল = দুষ্টপ্রকৃতি।
নাটক = নর্তক।
নিছনি = বালাই, অশুভ, বরণের মাঙ্গল্য দ্রব্য।
নীক = ক্ষুদ্র উৎকুন।
পাঁতি = পঙক্তি।
প্যাকে = কারণে।
পুনর্বিয়া = বিবাহের পর কন্যার প্রথম রজোদর্শনোৎসব।
পুরশ্চরণ = অভীষ্ট-সিদ্ধার্থ পূজা।
পুরাণ = অষ্টাদশ সংখ্যক হিন্দুধর্মশাস্ত্র।
পোয়া = ঢেঁকির উভয় পার্শ্বস্থিত হাড়িকাঠের মত অংশ যাহাতে আঁকশলী থাকে।
প্রবর = গোত্রপ্রবর্তক ঋষি।
ফটকা = পণ্যদ্রব্যের বাজার দর লইয়া জুয়াখেলা, বিনিময়।
ফণ = ফণা।
ফাঁফর = কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
ফেরফার = ছলনা।
বন্দ্য = বন্দনীয়, উপাধিবিশেষ।

বসু = অর্থ, সম্পদ।
বাছনি = বৎস।
বাতুল = পাগল।
বাথান = গোশালা, গো-চারণের মাঠ।
বাম = বিমুখ, বামদেব (= শিব)।
বারি = [আধার অর্থে] ঘট।
বেনাঝোপ = ছোট গাছের ঝোপ।
বেসাতি = কিনিবার সামগ্রী।
বোঁদেলা = বুন্দেলখণ্ডবাসী পেশাদার সৈন্য।
ব্যাজ = বিলম্ব।
ব্যাভার = [< ব্যবহার] উপহার; কুলীনগণের মর্যাদা।
ব্রহ্মডিম্ব = ব্রহ্মাণ্ড।
ভব = বিশ্ব, শিব।
ভরম = [< সংস্কৃত 'সম্ভ্রম'] সম্মান, মর্যাদা।
ভাতার = [< ভর্তা] স্বামী।
ভুরা = রাঢ় অঞ্চলে শুষ্ক গুড় হইতে প্রস্তুত রক্তবর্ণ চিনি।
ভূচালা = ভূমিকম্প।
ভূতশুদ্ধি = দেবপূজার অঙ্গবিশেষ।
ভৈরব = শিব-দেহসম্ভূত অষ্টসংখ্যক [রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, অসিতাঙ্গ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ ও সংহার] মূর্তি।
মণিকর্ণিকা = কাশীস্থ তীর্থ। বিষ্ণুর তপস্যা দর্শনে বিস্মিত শিবের কর্ণভূষণ-(মণি-কর্ণিকা)-এর নামানুসারে এই তীর্থের নাম।
মাল = [< মল্ল] কুস্তিগীর।
মেঘডম্বর = [< মেঘাড়ম্বর] শাড়ীর নাম।
মেনে = বাক্যালঙ্কার বিশেষ।
মোনা = ঢেঁকির মুসলীর অগ্রভাগের লৌহ।
মোরছল, মোরছা = ময়ূরপুচ্ছের ব্যজনী।
যুবজানি = যুবতী জানি (= স্ত্রী) যাহার।
যোগিনী = কালীর চৌষট্টি সংখ্যক সঙ্গিনী।
রঙ্গচিঙ্গা = কৌতুকী।
রাজবাতি = নেয়াপাতি।
রাজাই = রাজত্ব।
রায়বার = স্তুতি।
রায়বেঁশে = দীর্ঘ বংশদণ্ডবিষয়ে দক্ষ লাঠিয়াল।
শ্রীরাম = শাড়ীর নাম বিশেষ।
সমাজ = সভা।
সমাধি = অষ্টাঙ্গ [যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি] যোগ-সাধনার অন্যতম অঙ্গ।
সেঁউতি = নৌকার জলসেচন পাত্র।

হড়পী = সাপুড়িয়ার ঝুড়ি।
হব্য-কব্য = [হব্য = হবনীয় দ্রব্য। কব্য = পিতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্য] যজ্ঞোপকরণ।
হেট = নিম্নাঙ্গ।
হেমন্ত = হিমালয়॥

॥ ৩ ॥ ভারতচন্দ্রের অনুবাদ

॥ ১ ॥ সত্যপীরের কথা ॥

[সেলাম হমারা পাঁড়ে.........দর্-ব°হস্ত তব্ তো ॥]

আমার প্রণাম লহ, খররৌদ্রে কেন রহ, তব দুঃখ সুদুঃসহ, শুন মোর বাণী।
সত্যপীরে সির্ণি দিবে, আমা হতে সব পাবে, মোকামে জাহির তবে,
ভিক্ষু হবে ধনী ॥*

॥ ৩ ॥ বিদ্যাসুন্দর কাব্য ॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তিঃ

[গঙ্গ কহো গুণসিন্ধু.........নহী° ভেদ জনায়া ॥]

গঙ্গারে ডাকিয়া কহে নৃপতি তখন। 'সিন্ধু-সুত সুন্দর না এল কি কারণ ॥
যে সব রহস্য-কথা দিয়াছিনু বলি। সে সব কি সেথা তুমি বল নাই খুলি ॥
রাজকার্য লাগি তথা প্রেরিত হইলে। কাজ ভুলে গেলে সুধী মোরে ভাণ্ডাইলে ॥
ভণ্ড হইয়াছ এবে পূর্বে ভাট ছিলে। কবিত্বে ভাটত্বে তুমি কলঙ্ক লেপিলে ॥
মিত্রপদে বরি তোমা স্নেহ করিয়াছি। গজ, বাজী আর শিরে মুকুট দিয়াছি ॥
ঢাল, তলবার আর জরপোষ দামী। দিয়াছি তোমারে, কাব্য পড়ায়েছি আমি ॥
পুরস্কার দিনু গ্রাম, মহাকবি নাম। বড়াই বাড়ায়ে দেছি মহামণিদাম ॥
কার্য গেল বরবাদে সবি হল মিছে। ভারত কহিছে রহি রহস্যের পিছে ॥*

ভাটের উত্তরঃ

[ভূপ! মৈ° তিহাঁরো.........মশান ভারতী বনায়কে ॥]

আমি যে তোমার ভাট, গিয়াছিনু কাঞ্চীপাট, রাজার সমাজ মাঝে রাজপুত্রে পানু।
জোড় করে পত্র দিয়া, ভূমে শীর্ষ নামাইয়া, রাজনন্দিনীর কথা বিশেষে শোনানু ॥
পত্র পড়ি রাজসুতে, রহস্য-বারতা পুছে, একেতে হাজার কথা আমি কহি রচিয়া।
মনে বুঝি রাজপুত্র, মনোমত সৎপাত্র, মহাবিয়োগিতচিত্ত চলে বেগে ধাইয়া ॥
হেথা আসিবার কথা, ভুলাইয়া গেল কোথা, বিরহিত পিতামাতা না পেয়ে দর্শনে।
চিন্তা করি পঞ্চমাস, তথি করিলাম বাস, নহিলে তো আসিতাম আগে বর্ধমানে ॥
মনে নাহি মহীপতি, করিয়াছি অবগতি, দেওয়ান্ বক্সীরে ডাকি জিজ্ঞাস আপন।
নৃপ মনে মনে বাসি, ভট্টরাজে পরিতোষি, কহে—দেখ গিয়ে চোরে চিন কি না চিন ॥
ভূপের নিদেশ পায়ে, গঙ্গাভাট চলে ধ্যায়ে, তস্করের চিহ্ন দেখি মাথা নত করে।
সবেগে রাজার পাশে, ভট্ট ফিরা চলি আসে, বলে—সেই এ কুমার কাঞ্চীনরবরে ॥

বহুভাগ্য মহারাজ, আপনি আসিছে আজ, কন্যারে বিবাহ করি, রহে তব ঘরে।
মশানেতে বার্তা দেহ, ভাগ্য মানি নিজে যাহ, পরিতুষ্ট করি এবে আন সেই চোরে॥
শুনি বার্তা ভাটমুখে, মহীপতি মনোসুখে, ভট্টরাজ প্রতি তবে আনন্দেতে বলে।
ভারত ভারতী রচে, যথা চোর বান্ধা আছে, ধাইয়া মশান পানে দুজনাতে চলে॥*

॥ ৪ ॥ বিবিধবিষয়িণী কবিতাবলী॥

ভাষা-মিশ্র কবিতাঃ

[শ্যাম হি তু .... ফকীরি খোয়কে॥]

শ্যাম তব প্রাণেশ্বর, বলেছে মুখের 'পর, কাতরে আদর কর, বৃথা কাঁদ কেন গো।
ইন্দুনিভ মুখখানি, কায়া ফুল্ল মল্লি জিনি, ক্রোধিতেরে ক্ষমা মানি, ভূমিশায়ী
কেন গো॥

যদি কিছু কহ আসি, হৃদয় হইবে খুশী, আমার হিয়াতে বসি, সুখে প্রেম কর গো।
পুনঃ পুনঃ কাঁদ কেনে, তব স্মৃতি প্রাণ টানে, আজ্ঞা কর বসি মেনে, ফকীরি
তেয়াগি গো॥*

॥ ৫ ॥ পত্রম্॥

[অবশ্য প্রতিপাল্যস্য .... ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে॥]

'অবশ্য প্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ। নমস্কার কোটি কোটি সবিশেষে নিবেদন॥
শুন ওহে মহারাজ, প্রতাপ-তপনে আজ, ফুটিল সরসী-মাঝে কীর্তি-পদ্মদল হে।
আশীর্বাদ করি আমি, হও পৃথিবীর স্বামী, রাজলক্ষ্মী অচঞ্চলা হউক কুশল হে॥
যদবধি কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার সে মুখ-চন্দ্র, না দেখিয়া মনোদুঃখী নয়ন সজল হে।
সে অবধি দুঃখাগুনে, জ্বলিতেছি শত গুণে, দুঃখে দিন কাটিতেছি দুঃখই কেবল হে॥
আইল মলয়ানিল, শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জুরিল, কোকিল-কোকিলা ডাকে কুতূহলে দুজনে।
মধুকর মধুপানে, কান্ত-সহ নানা গানে, নারীগণ পথ পানে দেখিতেছে নয়নে॥
আইল হোলীর কাল, ভগবতী কথা জাল, পুরজন আহ্লাদেতে গাইতেছে গান হে।
বেশ্যা বাদ্যকর যত, ফাল্গুনে ফল্গুনে রত, ভাঁড়ামি করিছে ভাঁড় ছাড়িতেছে তান হে॥'
—গ্রং (ক)

॥ ৬ ॥ নাগাষ্টকম্॥

[গতে রাজ্যে কার্য্যে .... নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা॥]

'কিবা রাজ্যে কার্যে কুলবিহিতবীর্যে সকলি ফুরালো,
তোমার দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে রহিছি হে।
ওহে মূলাজোড়ে পরম কুশলে কাল হরিছি,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ১॥

বয়স চল্লিশ বৎসর তব নিকটে গেছে নৃপ আমার,
কিবা সেবা রাজন্ করেছি তব ওহে অহরহঃ।
আমার বাটী গঙ্গা-নিকট পরিপাটী দরশনে,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ২॥

বুড়া বাবা ছেলে কচি আমার ভার্যা বিরহিণী,
হতাশা দাশাদি প্রলয় গণিছে বান্ধবগণে।
ধনে প্রাণে মানে হৃদয়-নিহিত শাস্ত্রে ত্যজিনু হে,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৩॥

কিবা শোভা দেবী শুভ-দশভুজা ধাতুগঠিতা,
শিলা শালগ্রাম হরি-হরিবধূ মূর্তি অতুলা।
অহে সেবা-কার্যে নিয়মিত যত দ্বিজ অতিথিরা,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৪॥

ওহে রাজন্, পৃথ্বী-তিলক অথবা মণ্ডলমণে!
দয়াবান্ ভূপাল দ্বিজ-কুমুদজাল দ্বিজপতে।
কৃপা-পারাবার প্রচুর গুণসার শ্রুতিধর!
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৫॥

ওহে কৃষ্ণস্বামিন্! স্মরণ কর না কালিয় হ্রদে,
ছিল নাগগ্রস্ত প্রথম সময়ে সব জনপদে।
কবে রাজন্ চেষ্টা করিবে তুমি হে নাগ-দমনে,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৬॥

অহঙ্কারে গ্রাসে ধনমদবলে শান্তি ত্যজিয়া,
দুঃখে হেথা রাজন্ তব আছি হে গঙ্গাম্বু-নিকটে।
জলেতে গণ্ডূষীকৃত মানুষ-মণ্ডূক করিয়া,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৭॥

জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরল-বনবাসী নতমুখে,
কুবর্ণে হে সর্পে সবিষ-বদনে বক্রগমনে।
মুখে হে তার রাজন্ ফেলিছ নিজ পোষ্য দ্বিজ জনে,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নৃপচন্দ্রসভা-সুকর্মা
নাগাষ্টকে ভণিছে ভারতচন্দ্র শর্মা।

এতে জনে যে হইবে মণিমন্ত্রবর্মা,
তাকে তারবে সদাই নাগভয়ে সুধর্মা ॥ ৯ ॥'

—গ্রং (খ)

॥ ৭ ॥ চণ্ডী নাটক ॥

মহিষাসুরের প্রবেশ ঃ

[খট্-মট্ খট্.........সার্ব্বভৌমো বভূব ॥]

খট্-মট্ খট্-মট্, ধ্বনি খুর-উত্থিত, ভুবন-শ্রবণ করে রুদ্ধ।
প্রচণ্ড নাসানিল, পর্বত-চালক, ত্রিভুবন করিল বিক্ষুব্ধ ॥
সপ্-সপ্ পুচ্ছাঘাতে, উচ্ছল বারিনিধি, ক্ষিতিতল অম্বর পূর্ণ।
ঘর্-ঘর্ ঘোর নাদে, কামরূপী সুবিকট, প্রবেশিছে মহিষ তূর্ণ ॥
ধো-ধো-ধো-ধো, নাগারা গড়-গড়, চৌ'পর ধরি' ঘোর গাজে।
ভোরঙ্গ ভম-ভম, ঘন ঘন ঘন রোলে, মন্দীর ঘন ঘন বাজে ॥
তূরী ভেরী দামামা, দগড় দড়মসা, শবদে তবধ দেববর্গে।
দৈত্য ঘোর সহ, মহিষ প্রবেশিয়া, অধিকার করি লয় স্বর্গে ॥*

মহিষাসুরের উক্তি ঃ

[শোন্ রে গোঁয়ার.........সর্ব্বং রোগমে ॥]

শোন্ রে গোঁয়ার লোক, ছেড়ে দে উপাস রোগ, মান রে আনন্দ ভোগ, মহিষরাজ যোগেতে।
আগুনেতে ঘৃত ঢাল, কিবা লাগি প্রাণ জ্বাল, দুদিনের বাস ভাল, ভোগ এই লোকেতে ॥
নিজের লাগাও ভোগ, কামের জাগাও যোগ, ছেড়ে দাও যাগ-যোগ, মোক্ষ এই লোকেতে।
এদিক ওদিক কেন, নারী অর্থ এই জান, এই ধ্যান এই জ্ঞান, আর সর্ব রোগেতে ॥*

॥ ৮ ॥ গঙ্গাষ্টকম্ ॥

[যদম্বু নাশিতুং .... ভারতং পাতু গঙ্গা ॥]

মহাপাপ-মল-নাশী, সুশীতল জলরাশি, নীচগতি তবু সদা, ঊর্ধ্বগতিদায়িনী।
হরিপাদপদ্ম-জাতা, হরিত্বদায়িনী মাতা, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়বারিণী ॥ ১ ॥

ভগীরথ-সমাহৃত, তুমি গোলোকের রথ, তরঙ্গ তাহার ধ্বজ, সে রথ আপনি।
তুমিই সারথী সেথা, পাতকী আরোহী যেথা, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়বারিণী ॥ ২ ॥

পাপনাশী সুশীতলা, সুশীকরা বহ্নুজ্জ্বলা, স্ফুলিঙ্গ ধূমের মত, নিত্য ব্যোমচারিণী।
যাহার প্রবাহ রাশি, হুতাশন-দাহনাশী, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়বারিণী॥ ৩॥

পাপ-বিষ ভক্তিহীনে, খণ্ডে যে বারি সেবনে, প্রবাহ-স্বরূপা বহু পাপদেহ-দাহিনী।
নহে তব জলরাশি, ঝঞ্ঝাসম তনু-নাশী, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়বারিণী॥ ৪॥

যে বারি সুধা শীতল, স্বরগ-অমৃত ফল, কলুষ-দহন-দগ্ধে, স্নানে স্নিগ্ধকারিণী।
চিন্তাক্লিষ্ট দেখি যায়, স্নানে সেহ পার পায়, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়বারিণী॥ ৫॥

প্রমত্ত অরাতিদল, বিবিধ সেনা-সম্বল, জলধ্বনি-নিনাদনে, তুমি গো নাশিনী।
রথগজবাজিপতি, তেঁই করে স্তুতি নতি, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়বারিণী॥ ৬॥

পাপহারী শিবশিবা, বিধি বিষ্ণু আর কিবা, মুকতি বিধানে তব, নীরে শুভকারিণী।
ত্রিলোকলোকপাবিকা, ত্রিদেবতা-বিধায়িকা, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়বারিণী॥ ৭॥

বিমললীলাধবলা, শিবশিরে সুবিলোলা, প্রবাহ বারিবিশালা, স্বর্গে হেমমালিকা।
মদনদহনকাঙ্ক্ষা, ত্রিদিবসোপানসংজ্ঞা, কলুষহরতরঙ্গা, ভারতের পালিকা॥ ৮॥*

॥ ৪ ॥ চিত্র-পরিচিতি

[সংখ্যানুক্রমিক চিত্রাবলী পরিচ্ছেদের শেষে দ্রষ্টব্য।]

॥ ১ ॥ **'সত্যপীরের কথা'**-র পুঁথির [বর্ধমান সাহিত্য সভা। পুঁথি নং ৫৮৬। লিপিকাল ১২৩৬ সাল = ১৮২৯ খ্রীঃ।] প্রথম পত্র।

পাঠঃ—শ্রী শ্রী দুর্গাঃ ॥ নম সর্ত্তনারায়ণঃ। সুন সভে একচিত সর্ত্তপির গুণান্বিতঃ॥ —/তিন লোকে পাবে প্রিত ঃ সিদ্ধি মনস্কানা ঃ ॥ গণেষ আদী দেবগণঃ—/বন্দ সর্ত্তনারায়ণঃ সিরণি দেও অনক্ষনঃ জার জেই ভাবনাঃ॥ কলির—/প্রথমে হরিঃ ফকিরের বেস ধরিঃ অবনিতে অবতরি ঃ হরিবারে—/জন্ত্রণাঃ। দ্বিতিয়েতে বিষ্ণু নামে ঃ দারিদ্র দ্বিজের ধামেঃ ধর্ম্ম অর্থ/মক্ষ কামেঃ দানে কৈলে ছলনাঃ॥ ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবে জায়ঃ প্রভু দেখা—/দিলে তায়ঃ ধরিয়ে ফকির কায়ঃ মখে দিব্ব দাড়ি রেঃ॥ মাথায়—/

সম্পূর্ণ পুঁথিটির চিত্র **রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র** গ্রন্থে (পৃঃ ৫২৮ক) দ্রষ্টব্য।

॥ ২ ॥ বিদ্যাসুন্দর পুঁথির [বিব্লিওথেক নাসিওনেল, প্যারিস। পুঁথি নং 'ইন্ডিয়েন ৭১৯'। লিপিকাল ১১৯১ সাল = ১৭৮৪ খ্রীঃ।] প্রথম পত্র।

পাঠঃ—শ্রীশ্রী কৃষ্ণঃ॥ অথ অন্নপূর্নাঠাকুরানিব পুস্তক লিক্ষতে॥ কবিসক্তী শ্রীভারথ চরন বায়॥ আজ্ঞা শ্রীযুত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাসয়॥/। × ॥ ঃ ঃ ॥ আল আমার প্রান কেমন লো করে না দেখি তাহারে॥ জে করে আমার প্রান কহিব কাহারে॥ ঃ ঃ ঃ ঃ॥ ভাট মখে সুনিয়া/ বিদ্যার সমাচার। উথলিল সুন্দরের সুখ পারাপার॥ বিদ্যার আকাব ধ্যান বিদ্যা নাম জপ। বিদ্যালাভ ২ বিদ্যালাভ তপ॥/হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব। কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বর্দ্ধমান জাব। কিবা রূপ কিবা গুন কহিলেক ভাট।/খুলিল মনের দ্বাব না লাগে কপাট॥ প্রানধন বিদ্যালাভ বেপারের তবে। খেয়ার তরুর তরি প্রভাস সাগরে॥/জদি কালি কুল দেয় কুলে আগমন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা সরিব পতন॥ একা জাব বর্দ্ধমান করিয়া জতন। জতন নহিলে নকী/মিলয়ে রতন॥ জে প্রভাবে রামের সাগরে হইল সেতু। মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যা লাভ হেতু॥ হইল আকাস বানি বুঝি/অনুভাবে। চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে॥ আকাস বানিতে হাথে পাইয়া আকাস। মনরথ অস্ব আনে গমনে বাতাস॥ আপনি সাজান/ ঘোড়া মনহর সাজে। আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজে॥ বিলাতি খিলাত জবকসি চিরা॥ মানিক কলগা তোরা চকমকী হিরা॥/গলে দোলে ধুকধুকি তার ধকধকী। মনিময় অভরন তার চকমকী॥ খড়্গ চর্ম্ম লেজা তির কামান খঞ্জর। পড়া সুক হাথে লইল/

॥ ৩ ॥ বিদ্যাসুন্দর পুঁথির [ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লন্ডন। পুঁথি নং 'অতিরিক্ত ৫৬৬০ এ'। লিপিকাল ১১৮৩ সাল = ১৭৭৬ খ্রীঃ।] শেষ পত্র।

পাঠঃ—রাজা রানি তুষ্ট হয়্যা ঃ পুত্র বধু পৌত্র লয়্যা ঃ মহোৎসবে মগন হইলা॥ রাজা গুনসিন্ধু রায় ঃ পুলকে পুর্নিত কায় ঃ সুন্দরেরে রার্য্য ভার দিলা। সুন্দর সানন্দ চিতঃ লইয়া গুরু পুরোহিত ঃ নানা মতে কালি/রে পুজিলা॥ সুন্দরের পুজা লয়্যা ঃ কালি মর্ত্তিমই হয়্যা ঃ দম্পতিরে কহিতে লাগিলা। তোরা মোর দাসদাসি ঃ পাপেতে মরতে আসিঃ আমার মঙ্গল প্রকাসিলা॥ ব্রত হইল পরকাস ঃ ইবে চল স্বর্গবাসঃ/নানা মতে আমারে তুসিলা।

এত বলি জ্ঞান দিলা ঃ মায়া জাল ঘুচাইলা ঃ অষ্ট মঙ্গলা বুঝাইলা॥ দেবি দিলা দিব্য জ্ঞান ঃ দুহে হইল জ্ঞানবান ঃ নিজ স্বর্গ দেখিতে পাইলা। দেবির চরন ধরি ঃ বিস্তর বিনয়|করি ঃ দুইজনে অনেক কান্দিলা॥ বাপ মায়ে বুঝাইয়া ঃ পুত্রে রার্য্যভার দিয়া ঃ দুইজনে সর্ব্বরে চলিলা। আনন্দে দেবির সঙ্গে ঃ কৈলাসে চলিলা রঙ্গে ঃ রাজারানি সোকেতে মো/হিলা॥ বিদ্যা সুন্দরেরে লয়্যা ঃ কালিকা কৌতুকি হয়্যা ঃ কৈলাষ সিখরে উত্তরিলা। কালিকামঙ্গল সায় ঃ ভারথ ব্রাহ্মনে গায় ঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেসিলা॥ চারি সমা/জের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ঃ মহাঁরাজা কেসরিরাজও। তার সভাসতবর ঃ রচে রায় গুনাকর ঃ অর্ন্নপুর্ন্না পদছায়া দেও॥ ইতি॥ ০ ॥ ° কালিকামঙ্গল সমাপ্ত॥০।০॥০॥/শ্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম দাষ ঘোষ কায়েস্ত সা° কলিকাতা সুতানুটী বাটী ঠিকানা জোড়াবাগের পুবে ছিল সে বাটী গিয়া এখন নব-রত্নের পশ্চিম শ্রীসাফুল্লিরাম ঘোষের বাটীতে॥/অবধান সাধুজন ঃ সুন করি নিবেদন ঃ কবিতা রচিব অল্প করি। শ্রীযুত গিবিধর বসাখ নাম ঃ রূপে গুনে অনুপাম ঃ জার গুন বর্ন্নিতে না পারি ॥ দানসিল দয়াসিল সর্ব্বলোকে ঘুসি। জয় কির্ত্তি রাখি/ তি হইলা স্বর্গবাসি ॥ তার সুত গুনযুত বড় দয়াযয। সদাচারি জপেন হরি পাপে মন নয় ॥ নন্দ নাম গুনে রাম দাতা অতি ধীর। সত্যবাদি জিতিন্দ্রিয় নিষ্পাপ শরিরর ॥ বিদ্যাবন্ত অতি সান্ত/সর্ব্বগুণাশ্রয়। গৌরবর্ন্ন দাতাকর্ন্ন ধন্য২ কয় ॥ তার আজ্ঞা করি বিজ্ঞা পুস্তক লিখেন আমি। সদা ভাবি কৃষ্ণ সেবি নন্দ সুখে থাক তুমি ॥ ইতি সন ১১৮৩ সাল মাহ জৈষ্টী॥০।০॥০॥০॥/

বলা বাহুল্য, পুষ্পিকার কাব্যটির রচয়িতা পুঁথিলেখক, ভারতচন্দ্র নহেন।

॥ ৪ ॥ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখিত কবি ভারতচন্দ্রের পত্র।

পাঠঃ—অবশ্য প্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ।—/নমস্কৃতীনামানন্ত্যং সবিশেষ-নিবেদনং ॥ ১ ॥ —/মহারাজরাজাধিরাজপ্রতাপস্ফুরদ্বীর্য্যসূর্য্যোল্লসত্ —/কীর্ত্তিপদ্মে। স্থিরা রাজপদ্মালয়াস্তাং চিরস্থা যতোঽস্মাক—/মাস্তে সমস্তং পুরস্তাত ॥ ২ ॥ যদবধি তব মুখ-চন্দ্রবিলোকনবিরহিত—/নয়নচকোরো। তদবধি নিরবধিদুঃখহুতাশন প্রসরণবাসর ঘোরো॥/ আয়াতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ শুষ্কদ্রুমাঃ কোকিলাঃ কান্তালাপ/কুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোত্করাঃ। নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গ বি/কলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া নো জানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীম/দ্বসন্তে নৃপে ॥ হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং/দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ। বেশ্যা বাদকরা/মুখার্পিতকরা নিষ্ফলগারাঃ ফাল্গুনো নো জানে ভবিতা/

পত্রটি কবির স্বহস্ত-লিখিত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

॥ ৫ ॥ 'সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেস' [*Soonder and Durooan*]

চিত্রটি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ [গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক ফেরিস্ এন্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। কলিকাতা, ১৮১৬ খৃীঃ।] হইতে গৃহীত। শিল্পী রূপচাঁদ রায়।

॥ ৬ ॥ ভারতচন্দ্রের বাস্তুভিটার একটি গৃহ, মুলাজোড় (শ্যামনগর)।

এই বাস্তুভিটার বর্তমান অধিকারী ভারতচন্দ্রের বংশধর নহেন। চিত্রে নূতন ও পুরাতন ইষ্টক সংস্থাপনও লক্ষণীয়।

॥ ৭ ॥ ভারতচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভ, দেবানন্দপুর-বকুলতলা (ব্যাণ্ডেল)।

কবির পৃষ্ঠপোষক রামচন্দ্র দত্ত মুনসীর অধুনালুপ্ত বাসস্থানের উপর স্থাপিত এই স্তম্ভটিতে দুইটি মর্মর ফলক আছে। ফলকযুগলের পাঠগুলি যথাক্রমে হইতেছে—

প্রথম ফলক ঃ—কবি গুণাকর/ভারতচন্দ্র রায়/এই ভবনে পারসী ভাষা/অধ্যয়ন করেন ও/১১৩৪ সালে প্রথম বাংলা/কবিতা রচনা করেন।/হুগলী জেলা বোর্ড//শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্তের//সৌজন্যে//দেবানন্দপুর।/

দ্বিতীয় ফলক ঃ—দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর গ্রাম,/তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।/ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়,/হোয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥/ভারতচন্দ্র/

চিত্রে স্তম্ভ-পার্শ্বে রামচন্দ্র দত্ত মুনসীর অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুনসী মহাশয়কে (বর্তমানে ছোট আদালতের উকিল) দেখা যাইতেছে।

॥ ৮ ॥ 'লৌহপিঞ্জর'। জনশ্রুতি, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে এই পিঞ্জরে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া গিয়াছিলেন।

চিত্রটি প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (২য় খণ্ড। ১৮০৬ শক।) গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

মানসিংহ-প্রতাপাদিত্যের নামে প্রচলিত কাহিনী বর্তমানে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ঈদৃশ অঙ্গহীন পিঞ্জরের অস্তিত্ব কোথাও নাই॥

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৬
৭
৮

॥ ঃ ॥ সবে কৈল অনুমতি ঃ সংক্ষেপে করিতে পুঁতি ঃ
তেমতি করিয়া গতি ঃ না করিও দূষণা ॥ ঃ ॥